উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৩ শ্রাবণ ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 20 July 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 63

স্প্যানিশ রেনেসাঁ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

স্পেন ১ (তোরেস)
আর্জেন্টিনা ০

নিউ জার্সি, ১৯ জুলাই : ঠিক দশ বছর আগে এই মেটলাইফ স্টেডিয়ামেই পেনাল্টি ফসকে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন লিওনেল মেসি। বলেছিলেন, 'আমার জন্য জাতীয় দল শেষ।' এরপর ফিরে এসে টানা তিনটে ট্রফি জিতে অবিশ্বাস্য সাফল্য পেলেও, আজ ৩৯ বছর বয়সে সেই একই মাঠে তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের সম্ভবত সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক সমাপ্তিটা লেখা হয়ে গেল। অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ফাইনালে দশজনের আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে ২০১০ সালের পর দ্বিতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপ জিতল লুইস দে লা ফুয়েন্তের স্পেন।

গতকালের বিষাক্ত ধোঁয়াশা উধাও হয়ে আজ মেটলাইফে ছিল ২৬ ডিগ্রি তাপমাত্রার চমৎকার আবহাওয়া। গ্যালারিতে খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে এনএফএল তারকা ওডেল বেকহ্যাম জুনিয়ার উপস্থিত ছিলেন। ম্যাচের আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'মেসির বিরুদ্ধে বাজি ধরা খুব কঠিন।' কিন্তু মাঠে বল গড়াতেই ট্রাম্পের সেই ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণ করে স্পেনের একতরফা দাপট শুরু হয়।

প্রেসবক্সে বসে প্রথম থেকেই দেখছিলাম, নির্ধারিত নব্বই মিনিট ছিল শুধুই স্প্যানিশ আর্টের দলিল। গোটা ম্যাচে ৬৪ শতাংশ বল দখলে রেখে মাঝমাঠ শাসন করেছেন স্পেনের রড্রি। ফ্রান্সের পর ফাইনালেও তাঁর এই

অনবদ্য পারফরমেন্স তাঁকে ব্যালন ডি'অরের অন্যতম প্রধান দাবিদার করে তুলল। অন্যদিকে, নকআউটে টানা কঠিন ম্যাচ খেলে ক্লান্ত আর্জেন্টিনা আজ শুরু থেকেই ছিল খোলসে বন্দি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, গোটা নব্বই মিনিটে স্পেনের গোলমুখে তারা একটিও শট নিতে পারেনি। মাঝমাঠে রড্রির কড়া শাসনে বলের জোগান না পেয়ে লিওনেল মেসি ছিলেন একেবারে কোণঠাসা। ৩৯ বছর বয়সে নকআউটের টানা ধকল আর শারীরিক ক্লান্তি যেন আজ তাঁকে বড্ড গ্রাস করেছিল। এই কিংবদন্তির পা থেকে আজ চেনা ছন্দ একেবারেই উধাও ছিল, বরং চূড়ান্ত ব্যর্থতা নিয়েই তাঁকে মাঠ ছাড়তে হল।

ঠিক যখন মনে হচ্ছিল গোলশূন্য ফাইনাল অতিরিক্ত সময়ের দিকে এগোচ্ছে, তখনই ৯৩ মিনিটে চরম অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দেন এনজো ফার্নান্ডেজ। বল কাড়তে গিয়ে স্পেনের পাউ কুবারসিকে শূন্যে ভাসিয়ে আছড়ে ফেলে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড তথা লাল কার্ড দেখেন তিনি। অতিরিক্ত ৩০ মিনিট মাঠে নামার ঠিক আগে দশজনের দলে পরিণত হয়ে স্কালোনির দলের কাজটা কার্যত অসম্ভব হয়ে যায়।

অতিরিক্ত সময়ে আর্জেন্টিনা পুরোপুরি টিকে থাকার লড়াই শুরু করে। ৯৫ মিনিটে নিকো উইলিয়ামসের একটি দুরন্ত শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় বাঁচান এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। ঠিক পরের মিনিটেই স্পেনের একটি গোল বাতিল হয়। মিকেল মেরিনোর পাস থেকে নিকো উইলিয়ামস বল জালে জড়ালেও, রেফারি জানান মেরিনো ফাউল করেছিলেন নিকোলাস ওটামেন্ডিকে। যদিও অ্যালান শিয়েরার বা ক্রিস সাটনের মতো বিশেষজ্ঞরা ধারাভাষ্যে পরিষ্কার জানান, ওটামেন্ডি অহেতুক নাটক করেছেন এবং রেফারির সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি ভুল। গ্যালারিতে স্প্যানিশ সমর্থকরা ক্ষোভে ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফ্যান্তিনোর নামে ব্যঙ্গাত্মক স্লোগান দিতে শুরু করেন।

১০৪ মিনিটে মেরিনো ছয় গজ দূর থেকে একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। তবে স্পেনের ডেডলক খোলে ঠিক তার দু'মিনিট পরেই। ১০৬ মিনিটে পেড্রো পোরোর

এরপর বারোর পাতায়

দিয়েগোকে ছোঁয়া হল না মেসির

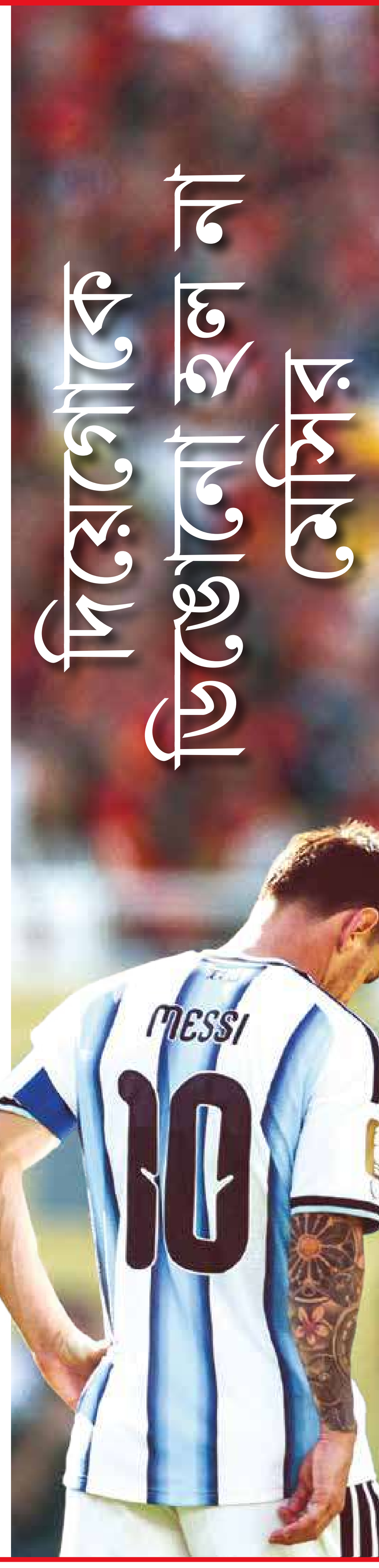

ব্যক্তিগত মত বলে ফের দায় এড়াল বিজেপি

নেতাজিকে নিয়ে নগেনের কুকথা

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা সবাই ব্রিটিশের সৈন্য। ব্রিটিশের সৈন্যদের জার্মানরা বন্দি করে নিয়ে গিয়ে নেতাজিকে দিয়েছিল। নেতাজি সেটির অপব্যবহার করেছেন।
-নগেন রায়

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৯ জুলাই : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাবা তুলে আপত্তিকর কথা বলেছেন বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ নগেন রায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাস নিয়েও মনগড়া কথা বলার অভিযোগ উঠেছে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের একটি গোষ্ঠীর এই নেতার বিরুদ্ধে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় শনিবার তিনি বলেন, 'নেতাজির বাপের ক্ষমতা আছে নাকি অর্গানাইজ করে ফৌজ বানানোর। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা সবাই ব্রিটিশের সৈন্য। ব্রিটিশের সৈন্যদের জার্মানরা বন্দি করে নিয়ে গিয়ে নেতাজিকে দিয়েছিল। নেতাজি সেটির অপব্যবহার করেছেন।' শুধু তাই নয়, তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন, কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের জন্যই আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা শাস্তি পাননি।

তাঁর ভাষায়, 'তখন ব্রিটিশের শাসন ছিল। সরকারের বিরুদ্ধে বন্দুক ধরলে এনকাউন্টার করবে কি করবে না! ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন বন্দুক ধরেছিল, তখন তাদের মৃত্যুদণ্ড দিল না কেন? আমার মহারাজা ভূপবাহাদুর জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের জন্য। বুঝছেন এখন?' মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণকে ভারতের সম্রাট করলে হিন্দুস্তান, পাকিস্তান- কিছুই হত না বলে মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ।

বিতর্কের কেন্দ্রে রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়।

নেতাজি গোটা দেশবাসীর আবেগ। বাঙালির তো বটেই। সেই সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন নিয়ে শুধু নয়, তাঁর বাবা তুলে এই ধরনের বক্তব্য নিয়ে শোরগোল পড়েছে। সমালোচনার ঝড় বইছে। মনগড়া ইতিহাস তৈরি করে ভুল তথ্য ছড়ানোয় নগেনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উসকে উঠেছে। বিজেপির এই রাজ্যসভা সাংসদ বরাবরই বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তবে নেতাজির মতো দেশের সম্পদকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করায় তিনি সব সীমা ছাড়িয়েছেন বলে সবস্তর থেকে নিন্দা করা হচ্ছে।

এতে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। তবে বরাবরের মতো ওই মন্তব্যকে ব্যক্তিগত মত বলে এড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। দলের কোচবিহার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তীর কথায়, 'উনি যা বলেছেন, তা কখনও দলীয় বক্তব্য নয়। নিজস্ব ভাবনা থেকেই উনি বলেছেন।' নেতাজি সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করায় দল কোনও ব্যবস্থা নেবে কি না জিজ্ঞাসা করায় সঞ্জয় বলেন, 'উনি রাজ্যসভা সাংসদ। তাই ওঁর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জেলা থেকে আমরা নিতে পারি না। বিষয়টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিশ্চয়ই দেখবে।'

বিজেপি নেতৃত্ব বিষয়টি এড়ানোর চেষ্টা করলেও সমালোচনা আটকানো যাচ্ছে না। বামপন্থীরা এই ঘটনায় নগেনের বদলে বিজেপিকেই দায়ী করছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলা সভাপতি দীপক সরকার বলেন, 'নেতাজিকে নিয়ে নগেন রায় যা বলেছেন, তা বলার স্পর্ধা কারও নেই। উনি যেহেতু বিজেপির সাংসদ, তাই ওঁর কথায় বিজেপি কী ব্যবস্থা নিল, আমরা সেদিকে নজর রাখব।'

এরপর আটের পাতায়

দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক ওয়াংচুকের

'সংসদ চলো' রুখতে অনড় পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : পুলিশ অনুমতি দিক বা না দিক, সোনম ওয়াংচুকের কাছে ২০ জুলাই সংসদ ভবন অভিযান দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শামিল। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে রেখেছে। হাসপাতালের শয্যা থেকে আট লাইনের এক চিঠিতে সোমবার সংসদ অভিযানে দেশবাসীকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হিসাবে তিনি হিন্দিতে লিখেছেন, 'ভয়মুক্ত ভারত, অন্যায়মুক্ত ভারত।' চিঠির বাকি অংশে ইংরেজিতেও উদ্দেশ্য করে লেখা, 'অবিচার থেকে মুক্তি (প্রশ্নপত্র ফাঁস) ও ভয় থেকে মুক্তি (আমাকে বেআইনিভাবে আটক করে রাখা)।' তিনি জানিয়েছেন, হাসপাতালে আটক অবস্থায় তিনি গীতাঞ্জলি জে আংমোর হাতে এই চিঠি বাইরে পাঠিয়েছেন।

ওয়াংচুকের অভিযোগের সঙ্গে অবশ্য সহমত নয় দিল্লি হাইকোর্ট। তাঁকে অন্যায়ভাবে আটকে রাখার অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন সোনমের স্ত্রী। রবিবার জরুরি ভিত্তিতে সেই মামলার শুনানি হলেও বিচারপতি মিনি পুষ্করণার সিঙ্গল বেঞ্চ অভিযোগটি খারিজ করে জানিয়ে দেয়, চিকিৎসকদের রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকারের পদক্ষেপ মোটেও স্বেচ্ছাচারী নয়।

বরং আদালতের বক্তব্য, নয়াদিল্লির সফদরজং হাসপাতালের চিকিৎসকরা সর্বক্ষণ ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখছেন এবং তাঁর সম্মতি ছাড়া জোর করে কোনও চিকিৎসা করা বা আইভি ফ্লুইড দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর ওপর বলপ্রয়োগের অভিযোগ খাটে না। যদিও সোনমের স্ত্রী হাইকোর্টে আবেদনে জানিয়েছিলেন,

এরপর আটের পাতায়

বিশ্ব বাঘ দিবসে পর্যটকদের সামনে সাদা বাঘ 'নাগমণি'

বিফ অমিল, মাটন জোগানে টান

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে কমেছে বিফ এবং মোষের মাংসের (বাফ) সরবরাহ। যে কারণে বেঙ্গল সাফারিতে বাঘ, সিংহের মেনুতে এখন যুক্ত হয়েছে মাটন। কিন্তু অগ্নিমূল্যের বাজারে প্রতিদিন বাঘ, সিংহের পাতে পাঁঠার মাংসের জোগান দিতে হিমসিম খেতে হচ্ছে বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষকে। বিফ যেখানে প্রতি কেজি ৩৫০ টাকায় পাওয়া যায়, সেখানে এক কেজি পাঁঠার মাংসের দাম প্রায় ৮০০ টাকা। অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি। এই পরিস্থিতিতে পশুদের খাবারের বাজেট অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিফ এবং বাফের জোগান কম থাকায় কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার খরচও অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। সেখানেও বাঘ, সিংহকে পাঁঠার মাংস দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি অরণ্য ভবনে রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁয়ের সঙ্গে আলিপুর চিড়িয়াখানার পশুদের খাবার সরবরাহকারী ভেন্ডারদের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে খরচ বৃদ্ধির বিষয়টি উঠে আসে। বিফ পেতে যে সমস্যা হচ্ছে তা স্বীকার করেছেন

বেঙ্গল সাফারিতে সিংহ। -ফাইল চিত্র

বেঙ্গল সাফারির এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। তিনি বলেন, 'বিফের সরবরাহ যে কম, একথা সত্যি। তবে পশুদের যাতে খাবারের কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য পাঁঠা বা খাসির মাংস দেওয়া হচ্ছে।'

জানা গিয়েছে, বাঘ ও সিংহের জন্য বেঙ্গল সাফারিতে প্রতিদিন গড়ে ১০ থেকে ১২ কেজি বিফ লাগে। কিন্তু সেই পরিমাণ বিফের জোগান না থাকায় মাটনের ওপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে সাফারি কর্তৃপক্ষকে। যে কসাইখানাটি থেকে আগে বিফ সরবরাহ করা হত সেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। যে কারণে বেঙ্গল সাফারিতে বিফের সরবরাহ কমে গিয়েছে।

অন্যদিকে, আসন্ন ২৯ জুলাই বিশ্ব বাঘ দিবসে পর্যটকদের সামনে ধরা দিতে চলেছে 'নাগমণি'। পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কের অন্যতম আকর্ষণ সাদা রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে এবার দেখা যাবে বেঙ্গল সাফারিতে। বাঘ দিবস উপলক্ষ্যে পর্যটকদের চমক দিতে সাফারি কর্তৃপক্ষের তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

- রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে কমেছে বিফ এবং মোষের মাংসের (বাফ) সরবরাহ
- তাই আলিপুর চিড়িয়াখানা এবং বেঙ্গল সাফারিতে বাঘ, সিংহের মেনুতে যুক্ত হয়েছে মাটন
- প্রতি কেজি বিফের দাম প্রায় ৩৫০ টাকা, সেখানে পাঁঠার মাংসের দাম দ্বিগুণের বেশি, ফলে খরচ বাড়ছে

গত মাসে 'অ্যানিমাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম'-এর মাধ্যমে নাগমণিকে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা থেকে বেঙ্গল সাফারিতে আনা হয়। তারপর থেকেই কড়া নজরদারিতে এনক্লোজারে নাগমণিকে রাখা হয়েছে। কারণ সে পাহাড়ের ঠান্ডা আবহাওয়ায় থাকতে অভ্যস্ত। পাহাড় ও সমতলের আবহাওয়া পুরোপুরি আলাদা। তাই ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসকদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে নাগমণিকে। অবশেষে প্রায় এক মাসের কোয়ারান্টিন শেষে বাঘ দিবসে জনসমক্ষে ধরা দেবে এই রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

সাফারির চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, নাগমণি সুস্থ রয়েছে। পাহাড় থেকে আসার কিছুদিনের মধ্যেই নতুন পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিয়েছে। সাদা বাঘটি পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা সাফারি কর্তৃপক্ষের। এক আধিকারিকের কথায়, 'বাঘ দিবসে যাঁরা বেঙ্গল সাফারিতে ঘুরতে আসবেন, তাঁরা নাগমণিকে দেখতে পাবেন।' বাঘ দিবস উপলক্ষ্যে সাফারির তরফে বন্যপ্রাণ ও বাঘ থিমের ওপর নাচ, গান সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পোস্টার তৈরি, ফোটোগ্রাফি, ক্লে দিয়ে বাঘের মডেল তৈরি সহ পড়ুয়াদের জন্য আরও বিভিন্নরকমের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। সাফারি কর্তৃপক্ষের তরফে বিভিন্ন স্কুলকে পড়ুয়াদের নিয়ে ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে।

ভারতীয় জীবনবিমা নিগমের (এলআইসি) ইস্টার্ন জোনের জোনাল ম্যানেজার আশুতোষ কুমার পূর্ব বর্ধমানের পরমানন্দ মিশনের অনাথ ছাত্রদের হস্টেলের উদ্বোধন করেছেন। এই প্রকল্পের জন্য এলআইসি ৫১.১২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে সংস্থার ইস্টার্ন জোনের আরএম (কর্পোরেট কমিউনিকেশন) নীলাদ্রি মজুমদার এবং বর্ধমান ডিভিশনের সিনিয়ার ডিভিশনাল ম্যানেজার শুভেন্দুকুমার সাহা উপস্থিত ছিলেন।

বন্ধ ভাতা, অর্থকষ্টে শিল্পী

স্বপন রায় বীর

জামালদহ, ১৯ জুলাই : তিনি সাড়ে চার হাজারেরও বেশি গান লিখেছেন। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, জারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভক্তিমূলক গানে সুর দিয়েছেন। পাশাপাশি, নিজে গেয়েও উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। মেখলিগঞ্জের জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতঘরিয়া গ্রামের বাসিন্দা প্রবীণ শিল্পী বরদাপ্রসাদ বর্মন অবশ্য মোটেও ভালো নেই। ৮৮ বছর বয়সে বয়স ও অসুস্থতার কারণে আগের মতো আর সক্রিয় নন। এতদিন সরকারি শিল্পীভাতা পেয়েই কোনওমতে তাঁর সংসার চলত। কিন্তু গত ডিসেম্বর থেকে সেই ভাতাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অসুস্থ স্ত্রী মায়ারানি বর্মনকে নিয়ে প্রবীণ শিল্পী এখন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

মাত্র ১৮ বছর বয়স থেকে বরদাপ্রসাদ সংগীতজগতে সক্রিয়। তাঁর লেখা 'ধানে ভরা গানে ভরা আমার কোচবিহার, কোচবিহারে যত শিল্পী নাই তুলনা যার' গানটি উত্তরবঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয়। বর্তমানে তিনি শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে বঙ্গরত্ন সম্মানের জন্য মনোনীত হয়েও অসুস্থতার কারণে কলকাতায় গিয়ে তা গ্রহণ করতে পারেননি। পদ্মভূষণ প্রসঙ্গ তুলে আক্ষেপের সুরে বরদাপ্রসাদ বলেন, 'বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির নেতারা বাড়িতে এসে পদ্মভূষণ সম্মানের বিষয়েও আশ্বাস দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তাঁদের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি।' একমাত্র ছেলে পরিবার নিয়ে অন্যত্র থাকেন। আর্থিক অনটন ও বার্ধক্য সত্ত্বেও লোকসংগীতের প্রতি টান আজও অটুট বরদাপ্রসাদের। এখন তাঁর একটাই দাবি, বন্ধ শিল্পীভাতা ফের চালু হোক।

স্থানীয় প্রতিবেশী পরিমল ঘোষের কথায়, 'বরদাপ্রসাদ বর্মন উত্তরবঙ্গের একজন নামী শিল্পী। আঞ্চলিক বিভিন্ন গানে তাঁর অবদান প্রচুর। কিন্তু বর্তমানে তিনি খুবই কষ্টে রয়েছেন।' জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান

বরদাপ্রসাদ বর্মন ও স্ত্রী মায়ারানি বর্মন।

গীতা বর্মনের বক্তব্য, 'বরদাপ্রসাদ দীর্ঘদিন ধরে জামালদহের বাসিন্দা হলেও গোপালপুর এলাকায় তাঁর গ্রামের বাড়ি। তাঁর পরিচয়পত্র, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড অন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে। একারণেই শিল্পীভাতা বন্ধ থাকায় আমরা আগে তাঁকে সহযোগিতা করতে পারিনি।' রাজ্য ও কেন্দ্রের দপ্তরে যোগাযোগের মাধ্যমে এই ভাতা পুনরায় চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা তাঁর। তবে বারবার ফোন করা হলেও মেখলিগঞ্জের বিডিও নরেশরাজ রাই সাড়া না দেওয়ায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কর্মখালি

প্রিন্টিং হাউসে কাজের জন্য স্টাফ চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। Flex-O-Print, শিলিগুড়ি, M:-9832012024. (C/122914)

অ্যাফিডেভিট

আমি Shubhajit Roy পিতা Late Hiralal Roy দক্ষিণ মৌয়ামারী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম ভুল থাকায় গত 15.7.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 23252) বলে Shubhajit Roy ও Subhujit Roy একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

•

আমি, Nirati Roy W/o Nirmal Roy আমার ভোটার কার্ডে No-WB/03/017/330800 -তে, আমার নাম এবং স্বামীর নাম ভুল থাকায়, গত, 15/7/26 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে LD, E.M (সদর) দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (আমি) Ranju Ray থেকে Nirati Roy এবং (স্বামী) Nerode Ray থেকে Nirmal Roy) নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/122876)

•

আমি Suryabala Eeshbabari Mochhari, W/o- Naresh Mochhari, গ্রাম - বড়দলদলি, থানা - কুমারগ্রাম, জেলা - আলিপুরদুয়ার, আমার নাতি নাম (Avyann Mochary) জন্ম সার্টিফিকেটে (Cert. No. B/2025/1110031, Dt- 07-08-2025) পুত্রবধূ নাম (Mousumi Karjee Mochary), ভুল থাকায় গত 10-07-2026 তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে পুএবধূ নাম Mousumi Karjee Mochary থেকে Mousumi Karjee, করা হইল। যাহা উভয় ব্যক্তি এক ও অভিন্ন। (C/122881)

•

আমার Bablu Saha, S/o - Bishwanath Saha, আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার No - B/2026/0440238, Dt - 20/02/2026 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 16/07/2026 -এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার ছেলের নাম Shivash Saha থেকে Shivanshu Saha করা হইল। (C/122879)

•

আমি Jajneswar Das, পিতা - Anil Das, গ্রাম থানুপাড়া, পো - পশ্চিম খলিসামারী, জেলা - আলিপুরদুয়ার, Pin - 736121. গত ইং- 4-11-25, তারিখে APD. E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Rajeswari Das, Rajeshwari Das, Rajabala Das ও Rajobala Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত। (U/D)

আর্লি অ্যালার্ম সিস্টেমের মহড়া সফল

লাটাগুড়ি, ১৯ জুলাই : হাতি-ট্রেন সংঘর্ষ রুখতে লাটাগুড়ি-নিউ মাল রেলপথে বসানো আর্লি অ্যালার্ম সিস্টেমের পরীক্ষামূলক ট্রায়াল সফল হল।

রবিবার গরুমারা জাতীয় উদ্যানের দুই কুনকি হাতির গলায় বিশেষ ডিভাইস পরিয়ে রেলপথে সিস্টেমটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় সিস্টেমটি সফলভাবে কাজ করায় আশাবাদী বন ও রেল কর্তৃপক্ষ।

রবিবার সকাল ছ'টা নাগাদ লাটাগুড়ি স্টেশন থেকে বড়দিঘি সংলগ্ন নেওড়া রেলব্রিজ পর্যন্ত বন দপ্তরের তরফে এই আর্লি অ্যালার্ম সিস্টেমের পরীক্ষা করা হয়। গরুমারা থেকে দুটি কুনকি হাতি, শিলাবতী ও বীরকে পরীক্ষার জন্য আনা হয়।

এখনও পর্যন্ত এই পথে রেলের ধাক্কায় কোনও বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর ঘটনা না ঘটলেও, আগামীতে এই পথে রেল চলাচল বাড়াতে পারে রেলমন্ত্রক। তার আগেই বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইছে রেল।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'এদিন পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান, ডুয়ার্সের সমস্ত জঙ্গলপথেই আগামীতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

বৃষ্টিতে ফিকে জল্পেশের মেলা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৯ জুলাই : শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবার। জল্পেশ মেলার প্রথম দিন। অন্যান্যবার এই পুণ্য তিথিতে জল্পেশ মন্দির চত্বরে ভক্তদের ঢল নামে। কিন্তু এবার বৃষ্টির কারণে জল্পেশের ঐতিহাসিক শ্রাবণীমেলার প্রথম দিনটি কাটল কার্যত ছন্নছাড়াভাবে। একদিকে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় পুণ্যার্থীদের ভিড় জমেনি, অন্যদিকে বহু দোকানদার এখনও তাঁদের পসরা ঠিকমতো গুছিয়ে উঠতে পারেননি। তবে প্রথম দিন মেলা সেভাবে না জমলেও প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও প্রস্তুতিতে কোনও খামতি ছিল না।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন সরকারের আমলে এটাই প্রথম শ্রাবণীমেলা। তাই এবার মেলা যাতে আরও বৃহৎ আকারে আয়োজন করা যায়, তার জন্য প্রশাসনের তরফে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তবে শ্রাবণের প্রথম রবিবার সেভাবে পুণ্যার্থীদের দেখা মেলেনি। বিকেল থেকে সন্ধ্যা কিংবা রাতেও তিস্তাঘাট থেকে জল নিয়ে জল্পেশে যাওয়া ভক্তদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। ভিড় না হওয়ার কারণে এদিন রাত পর্যন্ত স্কাইওয়াক দিয়েও পুণ্যার্থীদের পাঠাতে হয়নি। ব্যবসায়ীদের একাংশের মতে, সকালের দিকে বৃষ্টির কারণে ভিড় কম হয়েছে। আর রাতে ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলার জন্য পুণ্যার্থীদের সমাগম তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

তবে সোমবার সকাল থেকে পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়বে বলে আশাবাদী জল্পেশ মন্দির

তিস্তাঘাট থেকে জল নিয়ে জল্পেশে যাচ্ছেন পুণ্যার্থীরা। (ডানে) স্পিডবোটে নজরদারি চালাচ্ছেন সিভিল ডিফেন্সকর্মীরা।

কর্তৃপক্ষ। জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'এবছর শ্রাবণীমেলা নিয়ে পুণ্যার্থীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে। আমাদের ধারণা, বাকি রবিবার ও সোমবারগুলিতে রেকর্ড সংখ্যায় পুণ্যার্থীর সমাগম হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা মতো সোমবার জল্পেশে পুণ্যার্থীদের ওপর ও জল্পেশ মন্দিরে হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করা হবে। আবহাওয়া ঠিক থাকলে সোমবার বেলা ১১টা নাগাদ তিস্তা সেতু সংলগ্ন এলাকায় পুণ্যার্থীদের ওপর পুষ্পবৃষ্টি শুরু হবে। এরপর ইন্দিরা মোড় ও জল্পেশ মোড়ে পুণ্যার্থীদের ওপর ফুল ছিটানোর পর জল্পেশ মন্দিরের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করা হবে।

এদিকে শ্রাবণীমেলাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের তরফ থেকে আয়োজনের কোনও খামতি ছিল না। রাস্তাজুড়ে মোটরবাইকে

> **এবছর শ্রাবণীমেলা নিয়ে পুণ্যার্থীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে। আমাদের ধারণা, বাকি রবিবার ও সোমবারগুলিতে রেকর্ড সংখ্যায় পুণ্যার্থীর সমাগম হবে।**
>
> **গিরীন্দ্রনাথ দেব** সম্পাদক, জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড

পুলিশের টহল চলেছে। যানজট রুখতে জল্পেশ মোড় থেকে জল্পেশ মন্দির পর্যন্ত রাস্তায় কয়েকশো ব্যারিকেড লাগিয়ে পথটি দুটি লেনে ভাগ করা হয়েছে। গত বছরের তুলনায় পুলিশের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। রাস্তায় পুণ্যার্থীদের জন্য রয়েছে সরকারি শিবির। তিস্তাঘাটে সিভিল ডিফেন্স ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল স্পিডবোট দিয়ে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তরফে এবারই প্রথম তিস্তাঘাট থেকে শুরু করে জল্পেশ মন্দির যাওয়ার রাস্তায় একাধিক স্থানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে রাখা হয়েছে বিশেষ টিম।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'গোটা রাস্তায় এবং জল্পেশ মন্দিরে পুলিশের সহায়তাকেন্দ্র রয়েছে। পুণ্যার্থীদের সুবিধা ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে।'

পুলিশের মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ১৯ জুলাই : ডিউটিতে যাওয়ার পথে কর্তব্যরত অবস্থায় ঘটেছিল পথ দুর্ঘটনা। প্রায় এক মাস ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানায় পুলিশ কনস্টেবল নীলম রায়। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে পরিবারে, সহকর্মীদের মধ্যে এবং এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

এটি নিছক পথ দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত খুন এনিয়ে নীলমের পরিবারের তরফে পুলিশি তদন্ত দাবি করা হয়েছে।

আজ টিভিতে

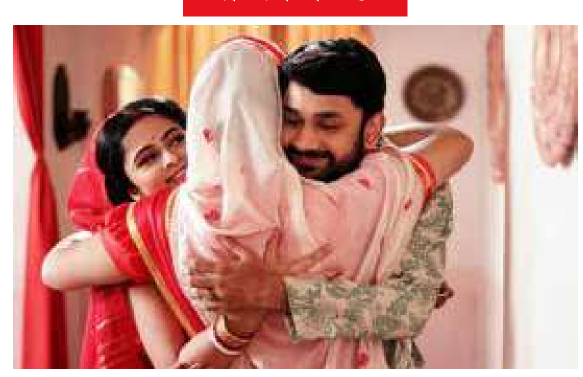
খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.১৫ পাওয়ার, দুপুর ১২.৩০ জামাইবাবু জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ লভ এক্সপ্রেস, সন্ধে ৭.০০ শুধু একবার বলো, রাত ১০.১৫ হামি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ নাগ নাগিনী, দুপুর ১.৩০ ফাইটার-মারব নয় মরব, বিকেল ৫.০০ অপরাধী, রাত ৮.০০ জীবন নিয়ে খেলা, ১০.৩০ রণক্ষেত্র
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ দেবাঞ্জলি, দুপুর ১২.০০ মানুষ কেন বেইমান, ২.৩০ জীবন যুদ্ধ, বিকেল ৫.০০ পিতা মাতা সন্তান, সন্ধে ৭.৩০ স্বপ্ন, রাত ১০.০০ রাজকুমারী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ এন্টনী ফিরিঙ্গী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাজি-দ্য চ্যালেঞ্জ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অনুরোধ
স্টার গোল্ড : বেলা ১১.৪৩ ওয়েলকাম, দুপুর ২.১৪ হাউসফুল-ফোর, বিকেল ৫.০৪ ভগবন্ত কেশরি, সন্ধে ৭.৫০ কিস কিসকো পেয়ার করু-টু, রাত ১০.৩২ পাওয়ার আনলিমিটেড
স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১২.৩৪ এবিসিডি, বিকেল ৩.০০ কহিঁ পেয়ার না হো যায়ে, বিকেল ৫.৫২ ওয়েলকাম ব্যাক, রাত ৮.৪৯ সন অফ সর্দার-টু, ১১.২৭ টাইগার-থ্রি
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.১৩ দ্য ফ্যামিলি স্টার, ২.৩৭ কালি কিতাব, বিকেল ৫.০৪ বাগবান, রাত ৮.৩৫ ভোলাশংকর

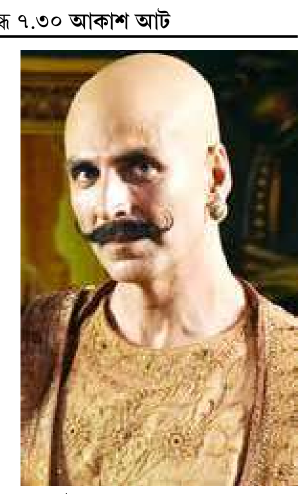
হাউসফুল-ফোর দুপুর ২.১৪ স্টার গোল্ড

রাজকুমারী রাত ১০.০০ জি বাংলা সোনার

বর্ন টু ওয়াইল্ড বিকেল ৪.৩০ হিস্ট্রি টিভি এইটিন এইচডি

মাইলফলকের নতুন প্রাণ দিল পড়ুয়ারা

আজাদ

মানিকচক, ১৯ জুলাই : লতাপাতা ও আবর্জনার স্তূপে হারিয়ে যাচ্ছিল রাস্তার পাশে থাকা মাইলফলকগুলি। সেগুলি প্রশাসনের নজর এড়িয়ে গেলেও তা এড়াতে পারল না এলাকার স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের চোখ।

মালদা-চাঁচল রাজ্য সড়কের পাশে জঙ্গলে ঢাকা পড়া মাইলফলকগুলি পুনরুদ্ধার করতে এক অভিনব ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিলেন মানিকচকের ডোমহাট এলাকার একদল তরুণ। রবিবার মথুরাপুর রাজ্য সড়কের পাশে তাঁদের এমন সমাজসেবামূলক কাজ দেখে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা।

মালদা-চাঁচল রাজ্য সড়কে মাইলফলক পরিষ্কার করছে পড়ুয়ারা।

মাইলফলক-এর মাধ্যমে নিত্য যাতায়াতকারী ও যানবাহন চালকরা নির্দিষ্ট স্থান এবং দূরত্ব নির্ধারণ করেন। কিন্তু বর্তমানে মানিকচকের রাজ্য সড়কের দুই পাশে নিয়মিত জঙ্গল বা আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়ায়, এই মাইলফলকগুলি কার্যত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কারও চোখে পড়ত না। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের তরফ থেকে

> **মাইলফলক দূরত্ব নির্ণয় করে। কিন্তু বর্তমানে রাস্তার পাশে মাইলফলকগুলি জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। তাই আমরা সেগুলি পুনরুদ্ধার করব।**
>
> **অর্জুন মণ্ডল** ছাত্র, মানিকচক কলেজ

এই মাইলফলকগুলি সংস্কার বা চারপাশের জঙ্গল পরিষ্কারের কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয় না। এর ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হত চালক ও সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে যাঁরা নিয়মিত ওই রাস্তায় চলাচল করেন না তাঁদের সমস্যাটা বেশি হয়।

প্রশাসনের এই উদাসীনতার মাঝেই ত্রাতা হয়ে এগিয়ে আসে ডোমহাটের অর্জুন মণ্ডল, প্রসেনজিৎ মণ্ডল ও পার্থ মণ্ডল সহ পাঁচজন স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া। রবিবার মথুরাপুর-মানিকচক রাজ্য সড়কের মাঝামাঝি এলাকায় একটি জঙ্গলে ঢাকা মাইলফলক পরিষ্কারের কাজে হাত দেয় তারা। প্রথমে মাইলফলকের চারপাশের ঘন জঙ্গল ও আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। এরপর সেটিকে নতুন করে রং করে তারা।

এবিষয়ে মানিকচক কলেজের ছাত্র অর্জুন মণ্ডল বলেন, 'আমরা বইখাতায় পড়েছি মাইলফলক দিক ও দূরত্ব নির্ণয় করে। কিন্তু বর্তমানে রাস্তার পাশের মাইলফলকগুলি চোখেই দেখা যায় না। এর ফলে বহু যানবাহন চালক, এমনকি আমরা নিজেরাও যাতায়াতের সময় কতটা দূরত্বে রয়েছি তা বুঝতে পারি না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মানিকচকের রাজ্য সড়কের পাশে থাকা সমস্ত ঢাকা পড়া মাইলফলক এভাবেই আমরা পুনরুদ্ধার করব।'

তরুণদের এই স্বতঃস্ফূর্ত ও নিঃস্বার্থ উদ্যোগ দেখতে এদিন রাস্তার পাশে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের এই দায়িত্ববোধকে কুর্নিশ জানিয়েছেন এলাকার সকলেই।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়িতে পুজোর অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজনের সমাগম। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলুন। বৃষ : ঘনিষ্ঠ কোনও বন্ধুর সহায়তায় আইনি জটিলতা থেকে মুক্তি পাবেন। অপ্রত্যাশিত খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। অবিবাহিতদের বিয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত হবে। মিথুন : পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতানৈক্য। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি। কর্কট : ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে পারেন। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। সিংহ : কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুতাপ করতে হতে পারে। সংসারে ছোটখাটো বিষয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন না। পথেঘাটে আজ একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কন্যা : যানবাহন কেনাকাটায় আর্থিক সমস্যায় মুখে পড়তে পারেন। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হবে। দাম্পত্যে সুখ, শান্তি বজায় থাকবে। তুলা : জমি, বাড়ি কেনাকাটায় লাভবান হবেন। কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করলে ঠকতে পারেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষা নিয়ে আর্থিক চিন্তা থাকবে। বৃশ্চিক : পরিবারের ছোটখাটো বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেবেন না। আজ বন্ধুদের সঙ্গে খুব ভেবেচিন্তে কথা বলুন। কোনও আত্মীয়ের কারণে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ধনু : বিদেশে চাকরির সুযোগ পাবেন। শত ব্যস্ততা থাকলেও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বড় পদ বা দায়িত্ব পেতে পারেন। মকর : আলস্যের কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যে সমস্যা কেটে যাবে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সাফল্য পাবেন। ধর্মচর্চায় মানসিক শান্তি পাবেন। কুম্ভ : মূল্যবান কোনও কাগজ হারিয়ে সমস্যা হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে মানসিক কষ্ট। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। মীন : উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার যোগ। অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। সন্তানের চাকরির খবরে বাড়িতে আনন্দ। বেহিসাবি খরচে চিন্তা বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ শ্রাবণ, ১৪৩৩, ভাঃ ২৯ আষাঢ়, ২০ জুলাই, ২০২৬, ৩ শাওন, সংবৎ ৬ আষাঢ় সুদি, ৫ শফর। সূঃ উঃ ৫।৬, অঃ ৬।২২। সোমবার, ষষ্ঠী দিবা ৭।১৭। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ১১।২২। শিবযোগ রাত্রি ১১।২৮। তৈতিলকরণ দিবা ৭।১৭ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।১৯ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১১।২২ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৭।১৭ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পাশ্চিমে, দিবা ৭।১৭ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৬।৪৫ গতে ৮।২৫ মধ্যে ও ৩।৩ গতে ৪।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২২ গতে ১১।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৪৫ গতে যাত্রা নাই, দিবা ৮।২৫ গতে পুনর্যাত্রা শুভ মাত্র পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ১০।২৩ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন নবান্ন যবশ্রাদ্ধ কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৮।২৫ গতে সাধভক্ষণ হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবাহ- রাত্রি ৯।৩০ গতে ১০।২৩ মধ্যে মীনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ পুনঃ রাত্রি ১১।৪৪ গতে ২।৪০ মধ্যে মীন মেষ ও বৃষলগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৮ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫২ গতে ৯।৫ মধ্যে ও ১১।১৯ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৩৩ গতে ৫।১৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN
The paper changed.
The preparation didn't.
The date changed.
The dream didn't.
The circumstances changed.
The determination didn't.
That's why we delivered
Outstanding Results.
RESULT: NEET (UG) 2026
05 Students in Top 10 AIR
47 Students in Top 100 AIR
ALLEN Results Validated by
Official result validator
EY
Shape the future with confidence
AIR 1 Aryan Gupta Distance Learning Program
AIR 2 Panshul Bansal Classroom Course
AIR 4 Ayush Bhalotia Classroom Course
AIR 7 Aryan Dubey Online Test Series
AIR 9 Gaurav Singh Classroom Course
AIR 14 Sarthak Mahesh Patil Distance Learning Program
AIR 15 Krish Gupta Distance Learning Program
AIR 16 Kartik Chaudhary Classroom Course
AIR 17 Mansha Garg Classroom Course
AIR 18 Kritik Jain Classroom Course
AIR 22 Harshil Gupta Distance Learning program
AIR 26 Shaurya Patel Classroom Course
AIR 29 Ashi Goyal Classroom Course
AIR 30 Akshit Kumar Gaur Classroom Course
AIR 31 Prakhar Bansal Classroom Course
AIR 32 Arnav Lahoti Classroom Course
AIR 34 Raushmit Gupta Classroom Course
AIR 35 Sabyasachi Laskar Online Classroom Course
AIR 39 Ranveer Kumar Classroom Course
AIR 43 Hiya Jasmin Vasavada Classroom Course
AIR 44 Madhvan Mahajan Classroom Course
AIR 49 Thejas Varun Reddy Classroom Course
AIR 50 Arnav Jindal Classroom Course
As per result compiled till 19 July 2026 (06:00 PM)
ALLEN Siliguri Champions
AIR 2078 Rishi Agarwal Classroom Course
AIR 5730 Rifa T. Rahaman Classroom Course
AIR 6729 Shubhangkar Paul Classroom Course
AIR 11467 Salini Som Classroom Course
AIR 22114 Fahar Bin Khurshid Classroom Course
AIR 24148 Shreejata Kundu Classroom Course
AIR 24586 Muskan Agarwal Classroom Course
AIR 25934 Ariz Aftab Classroom Course
AIR 27949 Prithula Chatterjee Classroom Course
AIR 29270 Abhinav Sai Mishra Classroom Course
AIR 29412 Aditi Mittal Classroom Course
ADMISSIONS OPEN
NEET | JEE | OLYMPIADS | CLASSES 7TH TO 12TH & 12TH PASS
Visit our website or nearest ALLEN centre for test and course start dates.
ALLEN SILIGURI 95137 84242 allen.ac.in/siliguri
ALLEN KOTA 86906 60111 allen.in
ALLEN ONLINE 95137 36499 allen.in
Repeater Students can avail Scholarship up to 90%* based on their performance in NEET (UG) 2026.
*Subject to scholarship rules and T&Cs.
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses.
As an 'Official Results Validator', EY validates the authenticity of the students' enrolment and engagement with ALLEN. All result-related claims are based on publicly available information.

তিনটি অস্বাভাবিক মৃত্যু

ধূপগুড়ি, ১৯ জুলাই : একদিনে তিনটি অস্বাভাবিক মৃত্যু। দক্ষিণ আলতাগ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম খগেন্দ্রনাথ রায়। রবিবার তিনি জলঢাকা নদীতে মাছ ধরতে যাচ্ছিলেন। তখন বাড়ির অদূরে একটি ছেঁড়া বিদ্যুতের তারের সঙ্গে সংস্পর্শ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান। কেন ওই এলাকায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক অনুমান, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যেতে পারে। যদিও বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে ভেমটিয়া এলাকায়। অসাবধানতাবশত পা পিছলে পুকুরে পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক প্রৌঢ়ার। মৃতের নাম মঞ্জুমা খাতুন (৫৫)। অন্যদিকে, মল্লিকশোভায় তিনদিন ধরে নিখোঁজ এক প্রৌঢ়ের দেহ উদ্ধার হয়েছে পুকুর থেকে। মৃতের নাম হীরালাল রায় (৫৭)। তাঁর বাড়ি গোঁসাইহাটে। তিনি দিদির বাড়িতে ঘুরতে এসে আচমকা নিখোঁজ হন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবারের দাবি, হীরালাল মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন।

ময়নাতদন্তের জন্য তিনটি দেহ জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সংস্কারের দাবি

বড়দিঘি, ১৯ জুলাই : টিনের চাল ফুটো হয়ে গিয়েছে। দরজা, জানলা কিছুই নেই। পলেস্তারা খসে পড়ছে। শিশুরা এসে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যে বসবে, তারও উপায় নেই। মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কান্তদিঘি কুমারপাড়া এলাকার ৩৫ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নিয়ে মমতা রায় বর্মন নামে এক অভিভাবকের বক্তব্য, 'বর্ষার সময় ভিজতে হয় খুদেদের। বহুবার প্রশাসনের কাছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি সংস্কারের দাবি জানিয়েও সুরাহা হয়নি।'

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সমস্যার বিষয়টি বহুবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরনের বেশ কয়েকটি সেন্টার সংস্কার কিংবা নতুন করে তৈরির বিষয়ে দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
সাক্ষী কুয়াশা।। লাভায় ঘুরতে গিয়ে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের শুভদীপ সরকার।

খণ্ডিত তৃণমূলে দ্বিধাগ্রস্ত কর্মীরা

ম্লান ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল এবং পরবর্তী সময় তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে দু'টুকরো হওয়ার জেরে শিলিগুড়িতে এবার ২১ জুলাইয়ের উন্মাদনা কার্যত উধাও। কর্মসূচির মাত্র দু'দিন আগে রবিবার পর্যন্ত 'মমতা তৃণমূল' এবং 'ঋতব্রত তৃণমূল' কোনও শিবিরেই চোখে পড়ার মতো তৎপরতা নেই। কর্মীদের মধ্যে চরম দ্বিধা এবং নেতাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণে প্রতি বছরের মতো মেগা জমায়েতের প্রস্তুতির সেই চেনা ছবি এবার আর শিলিগুড়িতে দেখা যাচ্ছে না।

সবচেয়ে বেশি নিষ্ক্রিয়তা দেখা গিয়েছে ঋতব্রত শিবিরে। এই শিবিরের জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এখনও কোনও বৈঠক ডাকতে পারেননি। দলীয় সূত্রের খবর, তিনি পুরনিগম ও মহকুমা এলাকার অনেক নেতাকে ফোন করে বৈঠকের ডাক দিলেও বেশিরভাগই তা এড়িয়ে গিয়েছেন। এমনকি, শহিদ দিবসের কর্মসূচিতে যাওয়ার অনুরোধেও তিনি আশানুরূপ সাড়া পাননি। ফলে রঞ্জন কার্যত নিজেকে ঘরবন্দি করে রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তবে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে বিমানে তিনি কলকাতায় পৌঁছেছেন।

অন্যদিকে, মমতা তৃণমূল সীমিত লোক নিয়ে কলকাতায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। 'মমতা তৃণমূল' শিবিরের দার্জিলিং জেলা সভাপতি কুন্তল রায়ের কথায়, 'এবার আর একজোট হয়ে কলকাতায় যাওয়া বা সেখানে থাকার মতো পরিস্থিতি নেই। নেতা-নেত্রীরা নিজেদের মতো করেই যাচ্ছেন। আমরা জেলা থেকে অন্তত ৪০০-৪৫০ জন যাওয়ার চেষ্টা করছি।'

- 'মমতা তৃণমূল' এবং 'ঋতব্রত তৃণমূল' কোনও শিবিরেই চোখে পড়ার মতো তৎপরতা নেই
- ঋতব্রত শিবিরের জেলা সভাপতি এখনও কোনও বৈঠক ডাকতে পারেননি
- একজোট হয়ে কলকাতায় যাওয়ার পরিস্থিতি নেই বলে দাবি মমতা শিবিরের জেলা সভাপতির

এর মধ্যেই ফাঁসিদেওয়া বিধানসভায় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ছবি ধরা পড়েছে। সরাসরি শিবির বদল না করেই তৃণমূলের একাংশ ঋতব্রত শিবিরের ফ্লেক্স ঝুলিয়ে বৈঠক করেছে। সেখানে ফাঁসিদেওয়ার প্রবীণ নেতা কাজল ঘোষ সহ ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ির বেশ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন। এই ছবি ভাইরাল হতেই দলের অন্দরে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই বিধানসভা থেকে কয়েকশো নেতা-কর্মী শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সোমবার কলকাতায় যাচ্ছেন। তবে জেলা সভাপতি রঞ্জনের সঙ্গে কাজল বা অন্য নেতাদের কোনও যোগাযোগ হয়নি বলে খবর। এ বিষয়ে কাজল ঘোষ কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২১ জুলাইয়ের জমায়েত নিয়ে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা যেত। দু'দিন আগে থেকেই কলকাতায় রওনা হতেন হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক। কিন্তু ২০২৬-এ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে সেই ছবি পুরোপুরি বদলে গিয়েছে।

শহরের এক সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলারের স্বামী তথা বর্ষীয়ান এক নেতা বলছেন, 'রঞ্জন সরকার তাঁর সঙ্গে থাকার এবং কলকাতায় যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু কোন শিবিরে থাকব, তা নিয়ে এখনও দ্বিধায় রয়েছি। তাই আপাতত কোনও দিকেই যাচ্ছি না।' ফলে একথা পরিষ্কার যে, নীচুতলার কর্মীদের এই দ্বিধাই শিলিগুড়িতে একুশের প্রস্তুতিকে ফিকে করে দিয়েছে।

কাটমানিতে অভিযুক্ত প্রধান

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুলাই : পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের অনীতা রাউতের বিরুদ্ধে আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হল গ্রামবাসীর একাংশ। অনীতার স্বামী সহ বেশ কয়েকজনের নামও উল্লেখ করা হয়েছে অভিযোগপত্রে।

এদিন কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করে অঞ্জলি মাহাতো নামে এক গ্রামবাসী বলেন, 'আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রধানের স্বামী সহ আরও বেশ কয়েকজন ২০ হাজার টাকা করে কাটমানি তুলতেন। এর আগে একদিন আমাদের টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি নিয়ে ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। দেখাও করেননি প্রধান। তাই বাধ্য হয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছি।'

এনিয়ে প্রধান বলছেন, 'এটা রাজনৈতিক চক্রান্ত। আমাকে বারবার ইস্তফা দেওয়ার জন্য চাপ, হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগ যদি সত্যি হত, তাহলে সরকার পরিবর্তনের পর কেন থানার দ্বারস্থ হল। এধরনের অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

এদিকে সবিতা সরকার নামে এক গ্রামবাসী বলেন, 'মেলার মাঠ সংস্কারের নামে বড় অঙ্কের দুর্নীতি হয়েছে। আশা করছি, পুলিশ প্রশাসন পুরো বিষয়টি দেখবে।' এনিয়ে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা যুব মোর্চার সভাপতি পলেন ঘোষ বলেছেন, 'নির্বাচনি প্রচারে আমরা বলেছিলাম ভয় আউট ভরসা ইন। তার ফল দেখাই যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ ভয় না পেয়ে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলতে, অভিযোগ করতে পারছেন। আশা রাখছি, পুলিশ প্রশাসন নিশ্চয়ই পদক্ষেপ করবে।'

নদীতে আটকে বিপত্তি

খড়িবাড়ি, ১৯ জুলাই : মেচি নদী পেরিয়ে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করতে গিয়ে বিপাকে পড়লেন এক তরুণী। রবিবার সকালে নদী পারাপারের সময় নদীর জল হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় আটকে যান ওই নেপালি তরুণী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। পরে ভারত ও নেপাল উভয় দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর নজরে পড়তেই ওই তরুণীকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁকে নেপালের একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির কাঁকরভিটার মাঝে মেচি নদীর ওপর দুটি সেতু থাকার পরেও ওই নেপালি তরুণী কেন নদী পারাপারের চেষ্টা করছিলেন তা এখনও জানা যায়নি।

তোলাবাজি রোখার চেষ্টা বলে দাবি

গার্ড রেল সরিয়ে বিতর্কে শ্রীরূপা

> জাতীয় সড়ক ব্লক করা যায় না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও এই নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি জাতীয় সড়কের আইনেও এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। -শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক, ইংরেজবাজার

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৯ জুলাই : কখনও ইসলামপুর, আবার কখনও সেবকে জাতীয় সড়কে গার্ড রেল দেখলেই গাড়ি থেকে নেমে তা সরিয়ে দিচ্ছেন প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক। ইংরেজবাজারের প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী এমন কাজ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছেন নিজেই। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, কোন পদাধিকার বলে তিনি এমনটা করছেন? সরকারের অংশ না হয়েও একজন প্রাক্তন বিধায়ক কীভাবে জেলায় জেলায় ঘুরে জাতীয় সড়ক থেকে গার্ড রেল সরিয়ে চলেছেন, তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। প্রকাশ্যে এ নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না বিজেপির একাধিক জনপ্রতিনিধিও। তবে শ্রীরূপার যুক্তি, 'সাধারণ নাগরিক হিসেবে এটা আমি করছি। জাতীয় সড়কে চলাচল মসৃণ করতে হবে।' সেবক থেকে ৩১ নম্বর ও ডুয়ার্স চেরা ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গা থেকে ওইসব গার্ড রেল সরিয়ে দিয়েছেন শ্রীরূপা। গত শনিবার ওই রুট দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার ব্যারিকেডগুলি দেখতে পেয়ে গাড়ি থেকে নেমে নিজে হাতে সরিয়ে দেন। এতে জাতীয় সড়ক উন্মুক্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে সেবক, ওয়াশাবাড়ি, খুনিয়া মোড়ের মতো বিভিন্ন জায়গায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে গিয়েছে।

জাতীয় সড়কে কোথাও গার্ড রেল না থাকলে প্রচণ্ড গতিতে যান চলাচল করবে। আর তাতে জঙ্গলপথে দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় বন্যপ্রাণীদের মৃত্যুর আশঙ্কাও থাকছে। তবে পুলিশকর্তারা এই ইস্যুতে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। ইসলামপুর শহর সংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণপুরে শ্রীরূপাকে প্রথম এমনটা করতে দেখা যায়। পরবর্তীতে দার্জিলিং জেলাতেও তিনি একই কায়দায় জাতীয় সড়কের গার্ড রেল সরিয়ে দেন। রবিবারও উত্তর দিনাজপুরে তিনি একইভাবে গার্ড রেল সরিয়েই ক্ষান্ত হননি, সেটিকে উলটে ফেলে দিয়েছেন। তাঁরই আপলোড করা ভিডিওতে শ্রীরূপাকে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়ে বলতে শোনা গিয়েছে। এ নিয়ে বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলছেন, 'জাতীয় সড়কে গার্ড রেল নিয়ে উনি যে অবস্থান নিয়েছেন, সরকার নিশ্চয়ই বিষয়টির ওপর নজর রাখবে।'

শ্রীরূপার প্রতিক্রিয়া, 'জাতীয় সড়কের উপর ব্লকেড করা যায় না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও এই নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি জাতীয় সড়কের আইনেও এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।' এরপরেই শ্রীরূপার যুক্তি, 'জাতীয় সড়ক ব্লক করে তোলাবাজি সহ একাধিক অপরাধ ঘটে। তাই সরকারকে সহযোগিতা করতেই আমার এই পদক্ষেপ। সর্বোপরি জনসাধারণ আমায় ধন্যবাদ দিচ্ছেন। যে এলাকায় স্কুল রয়েছে সেখানে পড়ুয়াদের সচেতন করতে হবে। আর গভীর রাতে স্কুলের সামনে ব্যারিকেডের কী প্রয়োজন?' রবিবার ব্যারিকেড চোখে পড়েনি চালসা, নাগরাকাটার গ্রাসমোড়, নন্দুমোড় এলাকায়। এসব এলাকায় পুলিশই গার্ড রেল সরিয়ে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে গার্ড রেল সরাচ্ছেন শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী।

নিখোঁজ বৃদ্ধ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : নিখোঁজ বৃদ্ধকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল শালবাড়ি ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। শনিবার বিকালে ৭২ বছর বয়সি ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে দুই মহিলা শালবাড়ি ট্রাফিক গার্ডে নিয়ে যান। তিনি দার্জিলিংয়ের রাংবাং এলাকার বাসিন্দা। যদিও উদ্ধারের পর তিনি নিজের ঠিকানা বলতে পারছিলেন না। তবে সূত্র মারফত খোঁজখবর করে ওই বৃদ্ধের পরিবারের হদিস পায় পুলিশ।

নীচুতলাতেও ঘাসফুল ছাড়ার হিড়িক

সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা।

চালসা, ১৯ জুলাই : বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর জলপাইগুড়ি জেলার মাটিয়ালি ব্লকে ভাঙন ধরল তৃণমূল শিবিরে। নেতৃত্বের উদাসীনতা এবং দলে কোন্দলের অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়লেন বাতাবাড়ি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা মিঝার। তাঁর সঙ্গে দলত্যাগ করেছেন মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ অর্জুন মিঝার এবং শিশু, নারী ও ত্রাণ কর্মাধ্যক্ষ সুধা রায় কুজুর। রবিবার আপার চালসায় আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ওই তিন জনপ্রতিনিধি দল ছাড়ার কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেন। মাটিয়ালি ব্লকে এই প্রথম নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এভাবে দল ছাড়ার ঘটনা। বর্তমানে মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূলের দখলে। এমনকি, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতটিও তৃণমূলের দখলে রয়েছে। যদিও প্রধান বিরোধী বিজেপি।

দল ছাড়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্ষুব্ধ প্রধান দীপা বলেন, 'বর্তমানে রাজ্যে

তৃণমূলের পরিস্থিতি ভালো নয়। দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি, নির্বাচনের পর জেলা বা ব্লকের কোনও নেতৃত্ব আমাদের খোঁজ নেননি। এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে তৃণমূলে থাকা অসম্ভব। তাই আমরা দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' একই সুর শোনা গিয়েছে বাকি দুই কর্মাধ্যক্ষ অর্জুন ও সুধার গলায়ও। তবে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার বিষয়ে তাঁরা সাফ জানান, বর্তমানে জেলা ও ব্লকে তৃণমূলের কোনও বৈধ পদাধিকারী নেই। তাই লিখিতভাবে ইস্তফা দেওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রেখে এই বিদায়ি নেতারা জানান, অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে, নাকি তৃণমূলের অন্য শিবিরে যোগ দেবেন, সে বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে দল ছাড়লেও যতদিন তাঁরা জনপ্রতিনিধি পদে বহাল থাকছেন, ততদিন মানুষের কাজ করে যাবেন।

এদিকে, তৃণমূলে এই ভাঙনকে হাতিয়ার করে সুর চড়িয়েছে গেরুয়া শিবির। নাগরাকাটা বিধানসভার বিজেপি কনভেনার দীপঙ্কর ধর কটাক্ষ করে বলেন, 'রাজ্যে আর তৃণমূল বলে কোনও দলই থাকবে না। বাকিরাও একে একে দল ছাড়বেন। মাটিয়ালি ব্লকে এঁদের হাত ধরেই দল ছাড়ার পালা শুরু হল।

জেলায় ইদানীং তৃণমূল ছাড়ার হিড়িক পড়লেও মাটিয়ালি ব্লকে এমন ঘটনা এই প্রথম। এই দলত্যাগ বেশ ব্যাকফুটে ঠেলে দিল তৃণমূলকে।

ভানুভক্তের জন্মজয়ন্তী পালন

বানারহাট, ১৯ জুলাই : নেপালি সাহিত্যের আদিকবি ভানুভক্ত আচার্যের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রবিবার এক বর্ণময় অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকল বানারহাট। গোর্খা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, লোকসংস্কৃতি ও রীতিনীতির অপূর্ব মেলবন্ধনে চুনাভাটি চা বাগানের আপার লাইনের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলের মন জয় করে নেয়।

বানারহাট মখমলি সমাজ ও চামুর্চি গোর্খা কল্যাণ সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে আদিকবির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এলাকার মানুষ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মনোজ টিগ্গা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রবীণ সংস্কৃতিকর্মী ও সমাজসেবী ললিত ন্যাসুর, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুদাস লামা উপস্থিত ছিলেন।

নাগরিক সংসদের সভা

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুলাই : জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদের তরফে শহরের একটি হলে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুকের ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও আঘাতের অভিযোগের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। বক্তারা সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা নিয়েও সভায় আলোচনা করেন। আগামী ৯ অগাস্ট অভয়ার ঘটনার ২ বছর পূর্ণ হবে। এতদিন পরেও অভয়ার ধর্ষণ ও খুনে জড়িতদের বিচার হয়নি কেন, তা নিয়ে ওই দিন প্রতিবাদ সভা কদমতলায় হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাগরিক সংসদ। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদের সভাপতি পান্থ দাশগুপ্ত, আহ্বায়ক গণেশ ঘোষ, গোবিন্দ রায়, সৌপায়ন মিত্র প্রমুখ।

শুভেন্দুর নির্দেশে ধৃত পদ্ম নেতা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : পাকড়াওয়ের পরেও ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বিজেপির জেলা স্তরের নেতারা। তবে 'শেষরক্ষা' হল না। ব্যবসায়ী প্রবীণ মুন্দ্রাকে মারধর ও পরে নির্মাণের কাজ আটকে দেওয়ার ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ৫ নম্বর মণ্ডলের যুব মোর্চার সভাপতিকে রবিবার সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম টোটোন দাস। সূত্রের খবর, খোদ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে স্থানীয় নেতাদের প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পেরেছে পুলিশ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে টোটোন সহ মণ্ডলের যুব সাধারণ সম্পাদক ব্রিজকিশোর সিংকে পাকড়াও করেছিল পুলিশ। যদিও তারপর জেলা নেতাদের 'চাপে' দুজনকেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। বিষয়টি জানাজানি হতেই পুলিশকর্তাদের কাছে খোদ সিএমও অফিস থেকে এই ঘটনায় তদন্ত করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ আসে। তাই ফের টোটোনকে ধরল পুলিশ। এদিন ভক্তিনগর থানা এলাকা থেকেই মণ্ডলের যুব সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ব্রিজকিশোরের খোঁজ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মণ্ডল সভাপতি হিরমল শা এই ঘটনায় কতটা জড়িত রয়েছেন, সেটাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

রাজনৈতিক মহলের মতে, পুলিশের কাজে পদ্ম শিবিরের নেতাদের হস্তক্ষেপের ঘটনা বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব ভালোভাবে নেয়নি। তাতে শাসকদল ও সরকারের ভাবমূর্তিতে দাগ লেগেছিল। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সেই দাগ মেটানো গেল বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি মানিক আরোরার বক্তব্য, ''কোনও ব্যবসায়ী কিংবা কোনও নাগরিক সমস্যায় পড়ুক, সেটা আমাদের সরকার কিংবা দল একদমই চায় না। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী ও দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের 'জিরো টলারেন্স' নীতি রয়েছে। পুলিশ পুলিশের মতো কাজ করছে।'' তবে মানিকের দাবি, 'টাকা চাওয়ার যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেটা সত্যি নয় বলে আমি মনে করছি। বাকিটা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।'

- ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ৫ নম্বর মণ্ডলের যুব মোর্চার সভাপতিকে রবিবার সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ
- আরেক অভিযুক্ত ব্রিজকিশোরের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ
- দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

শুক্রবার বিজেপির জেলা স্তরের নেতারা গিয়ে দলেরই দুই নেতাকে ছাড়িয়ে আনার সময় আবার অভিযোগকারী সেই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল, এই অভিযোগ আগে কেন করা হল না? পালটা চাপ বাড়ানোর জন্যই কি এই অভিযোগ করা হয়েছে? শিলিগুড়িতে আসার আগেই সেসব কথা মুখ্যমন্ত্রীর কানে পৌঁছে গিয়েছিল।

বিমানবন্দরে নামার পরেই জেলা সভাপতির কাছে সেই ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। পরে কলকাতা ফেরার আগে খোদ পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজার কাছে দু-পক্ষের অভিযোগই খতিয়ে দেখে বিষয়টা নিয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দেন। দোষীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেন। তারপর ব্রিজকিশোর ও টোটোনকে খুঁজতে শুরু করে পুলিশ। শেষপর্যন্ত টোটোনকে ধরে পুলিশ।

গাছের পরিচর্যায় বছরভর নজরদারির আশ্বাস

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : শুধু সাতদিনের অনুষ্ঠান নয়, সারাবছর পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বৃক্ষরোপণ ও গাছের পরিচর্যা করার পরামর্শ দিলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। পাশাপাশি পড়ুয়ারা যাতে গাছ নিয়ে আরও বেশি উৎসাহী হতে পারে, সেজন্য স্কুলগুলোতে ইকো ক্লাব তৈরির আবেদনও জানান তিনি। অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রবিবার দীনবন্ধু মঞ্চে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের তরফে পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে এই পরামর্শ দেন শংকর। বন বিভাগের উদ্যোগে যে গাছগুলো রোপণ করা হয়েছে, তার রক্ষণাবেক্ষণে সারাবছর নজরদারি চালানো হবে বলে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও মুদিত কুমার আশ্বাস দেন। অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রবন্ধ, বিতর্ক সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অনন্দময় বর্মনও।

সবুজায়নের লক্ষ্যে চলতি বছর এক কোটির বেশি গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 'একটা গাছ মায়ের নামে' এই থিমে রাজ্যজুড়ে দিনটি পালন করা হচ্ছে। ১৪ থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত এই বিশেষ সপ্তাহে ট্যাবলোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বন সংরক্ষণ করার ব্যাপারে সচেতন করার পাশাপাশি চারাগাছ বিলিও করা হচ্ছে। এদিকে, বিভিন্ন জায়গায় গজিয়ে ওঠা পার্থেনিয়াম গাছের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বলেন আনন্দময়।

দীনবন্ধু মঞ্চে অরণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শংকর ঘোষ ও আনন্দময় বর্মন।

এদিন পড়ুয়াদের উদ্দেশে শংকর বলেন, 'স্কুলে যদি ইকো ক্লাস তৈরি করা হয়, তাহলে পড়ুয়ারা সারাবছর এর সঙ্গে যুক্ত থেকে গাছের ব্যাপারে জানার পাশাপাশি সংরক্ষণের দিকেও সচেতন হবে। এছাড়া পর্যটনের বিকাশের জন্য বনাঞ্চলের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, এব্যাপারে দ্রুত একটা বৈঠক করা হবে।' অনুষ্ঠানে এসে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলেও ঢুঁ মারেন শংকর ও আনন্দময়।

বন দপ্তরের আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্র ধ্রুবজ্যোতি পাল দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এধরনের আরও অনুষ্ঠানে সে অংশগ্রহণ করতে চায়। শিলিগুড়ি গার্লস, শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুল, শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল, জ্যোৎস্নাময়ী বালিকা বিদ্যালয়, রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুল সহ আরও বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে এদিন পুরস্কার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পড়ুয়াদের বোঝান জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট (ওয়াইল্ডলাইফ) উত্তরবঙ্গ জেভি ভাস্কর, বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর বিজয় কুমার, সিসিএফ (নর্দার্ন সার্কেল) টিটি ভুটিয়া প্রমুখ। এদিন রামকিঙ্কর হলে বন রক্ষার বিভিন্ন সামগ্রীর প্রদর্শনী হয়।

অন্যদিকে, কার্সিয়াং বন বিভাগের তরফে ডাউহিল ফরেস্ট স্কুলের অডিটোরিয়ামে এদিন পড়ুয়াদের নিয়ে বনমহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হয়। অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। সেখানে ছিলেন মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব, কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে, দার্জিলিংয়ের ডিএফও সামিদ পাতিল প্রমুখ।

পথ দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি ও মালবাজার, ১৯ জুলাই : ফের দুর্ঘটনা। এবার ট্যুরিস্ট ভেহিকল এবং চারচাকা গাড়ির সংঘর্ষে আহত হলেন দুজন। রবিবার ভোরে মৈনাক ট্যুরিস্ট লজের সামনে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় দুটি গাড়ির চালক আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এদিকে, শনিবার বিকেলে সেনার গাড়ি ও ট্যুরিস্ট ভেহিকলের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার মালবাজার-বড়দিঘিগামী পূর্ত সড়কে বাইক ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন। রবিবার সন্ধ্যায় তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর গুমটি এলাকার পূর্ত সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত হয়েছেন বাইকচালক শুক্রা মুন্ডা ও তাঁর সাড়ে তিন বছরের সন্তান অনীক মুন্ডা এবং আরও এক শিশু। উলটো দিক থেকে আসা যাত্রীবোঝাই একটি টোটোর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মালবাজার-বড়দিঘিগামী এই সড়ক দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় থাকলেও এখনও পর্যন্ত সংস্কার হয়নি। প্রতিনিয়ত ওই পথে দুর্ঘটনা ঘটছে। স্থানীয়রা দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন।

জাল দলিলে জমি বিক্রির অভিযোগ

খড়িবাড়ি, ১৯ জুলাই : জাল দলিল তৈরি করে জমি হস্তান্তরের অভিযোগে দেওরাজ রাইকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। শনিবার রাতে পানিট্যাঙ্কি দুধগেট এলাকার বাসিন্দা তথা অবসরপ্রাপ্ত ওই সেনাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার পর থেকে চক্রের অন্য তিন সদস্য পলাতক। পুলিশ রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়িবাড়ির পান্তাবাড়ি মৌজার অন্তর্গত জেএল নম্বর ৪৯ এবং খতিয়ান নম্বর ২৮/১-এর ১.২৭ একর জমির মালিক পলাশ সরকার বাংলাদেশের বাসিন্দা। তিনি জমিটি স্থানীয় সুধীর গোপ ও লমক গোপকে আধিয়ারি স্বত্বে চাষবাসের জন্য দিয়েছিলেন। ২০০৭ সালের পর থেকে তাঁদের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ নেই পলাশের। এই সুযোগে ২০২৪ সালের ৪ অক্টোবর জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির এক ব্যক্তিকে ভুয়ো পলাশ সরকার সাজিয়ে, জাল পরিচয়পত্র ও ছবি ব্যবহার করে ঘোষপুকুর রেজিস্ট্রি অফিসে জমিটি নিজের নামে রেজিস্ট্রি করেন দেওরাজ রাই। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ওইদিনই মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে জমিটি বাতাসির অমিত বারই, দীপঙ্কর মজুমদার ও স্বপন সরকারের নামে পুনরায় রেজিস্ট্রি করা হয়।

পরবর্তীকালে নতুন মালিকরা জমির দখল নিতে গেলে আধিয়ার পরিবারের সন্দেহ হয়। তাঁরা রেজিস্ট্রি অফিসে খোঁজ নিয়ে জালিয়াতির বিষয়টি জানতে পারেন। এরপর আধিয়ারের ছেলে হিরেন গোপ খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার অফিস, জেলা শাসক ও মহকুমা পরিষদ সহ বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানান। অভিযোগ, তৎকালীন শাসকদল তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় প্রথমে চক্রের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর, গত ২৮ জুন লমক গোপের ছেলে হিরেন খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এবারও পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকায় গত ১৭ জুলাই নকশালবাড়ি সার্কেল ইনস্পেকটরের কাছে পুনরায় আবেদন করা হয়। এরপরই পুলিশ সক্রিয় হয়ে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

এদিকে, এই চক্রের হাতে প্রতারিত হওয়ার আরও অভিযোগ সামনে এসেছে। জমি মাফিয়া গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে বাতাসি পূর্ব বদরাজোতের বাসিন্দা নিরুপমা সিংহ খড়িবাড়ি থানায় আসেন। তিনি জানান, পিএসএ ক্লাবের পাশে তাঁর পূর্বপুরুষ দিগেন্দ্রনাথ রায়ের ৯ ডেসিমাল জমিও একই কায়দায় ভুয়ো নথি বানিয়ে আত্মসাৎ করেছে চক্রটি। যে কারণে ৫ জুলাই তাঁর স্বামী কামিনী সিংহ খড়িবাড়ি থানায় অমিত বারই, ভজন বিশ্বাস, স্বপন সরকার, সন্তোষ সিংহ, নির্মল সিংহ, রাজু সিংহ ও সত্যজিৎ বারইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'মাফিয়াচক্রটির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এসেছিল এবং তা ভূমি সংস্কার দপ্তরকে তদন্ত করতে বলা হয়েছে।' অভিযোগ, হাতিঘিসা থেকে খড়িবাড়ি পর্যন্ত চক্রটি সক্রিয়। মূলত বাংলাদেশি নাগরিক, দীর্ঘদিন বিদেশে থাকা ব্যক্তি বা যে জমি নিয়ে বিবাদ রয়েছে, এমন জমির ভুয়ো নথি তৈরি করে কারবার চালাচ্ছিল চক্রটি। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

খড়িবাড়িতে ধৃত দেওরাজ

রিমঝিম এ ধারাতে...

বৃষ্টিতে ভিজে দৌড় কচিকাঁচাদের। ইসলামপুরের রামগঞ্জে। রবিবার রাজু দাসের তোলা ছবি।

সুপারি চেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা

ধূপগুড়ি, ১৯ জুলাই : এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টায় নাম জড়াল প্রতিবেশী এক দাদার। ধূপগুড়ি ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, সুপারি চাওয়ার অছিলায় নাবালিকার ঘরে ঢুকে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে অভিযুক্ত এবং পরবর্তীতে নাবালিকাকে খুনের চেষ্টাও করা হয়। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক। ধূপগুড়ি থানায় নাবালিকার মা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ অভিযুক্তের বাড়িতে পৌঁছালেও তার হদিস না পেয়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। এদিকে রবিবার বিকেলে ওই এলাকার স্থানীয় মহিলারা একত্রিত হয়ে ধূপগুড়ি থানায় অভিযুক্তের গ্রেপ্তারির দাবি জানিয়ে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু করা হয়েছে, অভিযুক্তের খোঁজ চলছে। নাবালিকার মা বলেন, 'পান-সুপারি চাওয়ার নাম করে বাড়িতে ঢুকে অভিযুক্ত আমার মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। মেয়েকে খুনে হুমকি দেয়।'

খাজনা আদায়ে নোটিশ জারি

নকশালবাড়ি, ১৯ জুলাই : খাজনা আদায়ে নকশালবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে জারি করা হয়েছে নোটিশ। অথচ তাতে পাত্তা দিচ্ছে না বেসরকারি সংস্থা। অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে জমির খাজনা বকেয়া পড়ে রয়েছে। এর আগেও একাধিকবার নোটিশ জারি করা হয়েছিল। যদিও লাভ হয়নি। ফের এবার বকেয়া খাজনা আদায়ে উদ্যোগী হয়েছে ব্লক ভূমি দপ্তর। দপ্তরের পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নোটিশ জারির পর নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সুদে-আসলে সমস্ত বকেয়া টাকা পরিশোধ না করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থার জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা সিল করে দেওয়ার মতো কঠোর পদক্ষেপও করা হতে পারে।

নকশালবাড়ির বিএলএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদার বলেছেন, 'আমরা চলতি বছরে এপ্রিল-মে মাসে বকেয়া রাজস্ব আদায় করেছিলাম ১ লক্ষ ২১ হাজার। মে-জুন মাসে আদায় করেছি ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। জুন-জুলাই মাসে ১২ লক্ষ ২৭ হাজার বকেয়া রাজস্ব আদায় হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'এর আগে দীর্ঘদিন রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। এবার বকেয়া রাজস্ব আদায়ে আমরা কঠোর পদক্ষেপ করব।'

১৭ জুলাই নকশালবাড়ি ব্লকের একাধিক বেসরকারি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে বকেয়া খাজনা দ্রুত মেটানোর জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছে। যার মধ্যে বাগডোগরা, গোঁসাইপুর এলাকার ৭টি বাণিজ্যিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যদিও ১৯ জুলাই, রবিবার পর্যন্ত সংস্থাগুলি খাজনা দিতে কোনও আগ্রহ দেখায়নি বলে খবর। অভিযোগ, ওই সমস্ত সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে একরের পর একর জমি প্লটিং করে রেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে একাধিক বেসরকারি বিদ্যালয়, হাসপাতাল, বিভিন্ন আবাসন প্রকল্প, হাউজিং কমপ্লেক্স, সিমেন্ট কারখানা।

ভূমি দপ্তর সূত্রে খবর, এসব বাণিজ্যিক সংস্থা বছরের পর বছর ধরে ব্যবসা চালিয়ে গেলেও জমির খাজনা জমা দেয়নি। এর ফলে সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। বারবার নোটিশ পাঠানো সত্ত্বেও সংস্থাগুলির তরফে কোনও সদর্থক ভূমিকা দেখা যায়নি। দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'এর আগে প্রায় সংস্থা বকেয়া খাজনা জমা করেনি। আমরা পাঁচ বছরের হিসেব ধরে নোটিশ জারি করেছি।'

অন্যদিকে, ওই ৭টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁরা ফোন রিসিভ না করায় এবিষয়ে তাঁদের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

পাচারকারী পাকড়াও

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : ব্রাউন সুগার পাচারের সময় হাতেনাতে অভিযুক্তকে পাকড়াও করলেন স্থানীয়রা। রবিবার বিকেলে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়ায় ঘটনাটি ঘটে। ভক্তিনগর থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছোলে স্থানীয়রা তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে অভিযুক্ত তরুণের কাছ থেকে উদ্ধার করা ব্রাউন সুগার সঙ্গে নিয়ে স্থানীয়রা থানাতেও চলে আসেন এবং সেখানে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দা অমর দাস বলেন, 'এলাকায় বাইরে থেকে ছেলেরা এসে ব্রাউন সুগার পাচার করে চলে যাচ্ছে। প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। প্রশাসনের উচিত এব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া। নাহলে পরবর্তীতে আরও বড় আন্দোলনে নামা হবে।' পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ট্রেনে কাটা

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ জুলাই : ট্রেন কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। রবিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের টাওয়াজোত রেলগেটের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত হাজারি সিংহ (৭৫) রাঙ্গাপানি সংলগ্ন বণিকজোতের বাসিন্দা ছিলেন। এদিন বিকেলে ওই বৃদ্ধ রেললাইন পারাপার হওয়ার সময় ট্রেনে কাটা পড়েন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ এবং নিউ জলপাইগুড়ি জিআরপি পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠায়।

সাধারণ সভা

চালসা, ১৯ জুলাই : ব্যাংক মিত্রদের একাধিক দাবি নিয়ে সরব হয়েছে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাংক মিত্র অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি। রবিবার চালসায় জেলার ব্যাংক মিত্রদের নিয়ে সাধারণ সভা হয়। কাজের স্থায়িত্ব, সম কাজে সম বেতন প্রদান, কর্মনিশ্চয়তা সহ একাধিক দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। সংগঠনের জেলা কমিটির সম্পাদক সহদেব রায় বলেন, 'ব্যাংক মিত্রদের নানা দাবি এবং সমস্যা নিয়ে আগামীতে আন্দোলন হবে।'

বধূর অপমৃত্যু

চোপড়া, ১৯ জুলাই : এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চোপড়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম নুরি বেগম (২৩)। মৃতার বাবার বাড়ির তরফে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে পণের দাবিতে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

উচ্ছেদ প্রক্রিয়া স্থগিতের আবেদন

দোকানপাট বন্ধ রেখে বিক্ষোভ

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৯ জুলাই : উচ্ছেদের আশঙ্কায় ঘোষিত ব্যবসা বন্ধের একদিন আগেই দোকান গুটিয়ে প্রতিবাদে শামিল হলেন দোমোহনি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কের ধারে তিস্তা বাঁধে গড়ে ওঠা দোকানের ব্যবসায়ীরা। সোমবারের বদলে রবিবারই দোকানপাট বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পরে ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডালিমচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া স্থগিতের আবেদন জানান। বিধায়ক প্রশাসনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার আশ্বাস দিলে সোমবার থেকে ফের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নেন ব্যবসায়ীরা।

কয়েক দশক আগে আলিপুরদুয়ার-এনজেপি রেলপথ সংলগ্ন দোমোহনি বর্মনপাড়া থেকে লক্ষ্মীরহাট পর্যন্ত তিস্তার বাঁধ নির্মাণ করা হয়। সেই বাঁধের ওপর দোমোহনি দত্তপাড়া এলাকায় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ছোট-বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ, চায়ের দোকান, স্টেশনারি সহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এলাকাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং বহু পরিবার এই ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

কিন্তু গত শুক্রবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসকের নির্দেশে প্রশাসনের তরফে

ব্যবসা বন্ধ বাঁধের পাড়ে।

ওই দোকানগুলিতে নোটিশ টাঙানো হয়। মাইকিং করে জানানো হয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের আগামী ৩ অগাস্টের মধ্যে সমস্ত বৈধ নথিপত্র নিয়ে সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে উপস্থিত হতে হবে। এরপর থেকেই উচ্ছেদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন ব্যবসায়ীরা।

শনিবার ব্যবসায়ীরা জানিয়েছিলেন, প্রশাসনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোমবার ব্যবসা বন্ধ রাখা হবে। তবে নির্ধারিত দিনের একদিন আগেই সেই কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হয়। স্থানীয় স্টেশনারি ব্যবসায়ী পিকলু দত্ত বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এখানে ব্যবসা করছি। সরকারের কোনও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য জায়গার প্রয়োজন হলে আমরা স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করব। কিন্তু এখন এমন কোনও প্রকল্পের কথা আমাদের জানা নেই। তাই রাজ্য সরকার যেন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করে, সেই দাবিতেই আমরা ব্যবসা বন্ধ রেখে প্রতিবাদ জানিয়েছি।' এদিন অন্য একটি অনুষ্ঠানে দোমোহনিতে এসেছিলেন ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডালিমচন্দ্র রায়। সুযোগ পেয়ে ব্যবসায়ীরা তাঁর কাছে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ব্যবসায়ীদের দাবি, বিধায়ক বিষয়টি নিয়ে সেচ দপ্তর ও জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসকের সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দেন। সেই আশ্বাসের পরই সোমবার থেকে পুনরায় দোকান খুলে ব্যবসা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। এ বিষয়ে একাধিকবার বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

তপনকে জেরা থানায়

পূর্ণেন্দু সরকার ও দেবব্রত সেন

রাজগঞ্জ, ১৯ জুলাই : আইএনটিটিইউসি-র প্রাক্তন জেলা সভাপতি তপন দে-কে রবিবার বিকেল ৪টে নাগাদ রায়গঞ্জ থানায় ডেকে পাঠানো হয়। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তপনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ২১ জুলাইয়ের প্রাক্ মুহূর্তে হঠাৎ তপনকে এভাবে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ঠিক কী কারণে তপনকে থানায় ডাকা হয়েছে তা জানা যায়নি। সূত্রের খবর, বিভিন্ন থানায় তপনের নামে দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়।

পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বীণাপাণি জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তপনকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

তপনকে এভাবে থানায় ডেকে পাঠানো নিয়ে জেলার রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত ভেঙে ছত্রখান। মহুয়া গোপ, খগেশ্বর রায়ের মতো নেতারা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে নাম লিখিয়েছেন। কিন্তু তপন শিবির বদল করেননি। থেকে গিয়েছেন কালীঘাট তৃণমূলে। ২১ জুলাইয়ের কালীঘাট তৃণমূলের সমাবেশে তপন লোক নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিও শুরু করেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁকে থানায় ডেকে পাঠানো নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা শুরু হয়েছে।

তপন গত দু'বছর ধরে রানিনগর শিল্পাঞ্চলে তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেলা সভাপতি হিসেবে কাজ করছিলেন। সেই সময় তিনি বিভিন্ন সংস্থা এবং ব্যক্তির থেকে অবৈধভাবে আর্থিক সুবিধা নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। তপনের বিরুদ্ধে অসৎ উপায়ে জমি লেনদেনের অভিযোগও উঠেছিল। সেই কারণে এদিন তাঁকে থানায় ডেকে পাঠানো হল কি না তা নিয়ে জল্পনা চলছে। তপন-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মীরা এদিনের ঘটনার পিছনে 'চক্রান্ত'-র গন্ধ পাচ্ছেন। একসময় সখ্য থাকলেও তৃণমূল জমানাতেই তপন আর ঋতব্রতর বিরোধ শুরু হয়। তপনের তৈরি করা আইএনটিটিইউসি-র জেলা কমিটিকে ঋতব্রত অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। পালাবদলের পর ঋতব্রতকে সামাজিক মাধ্যমে 'বেইমান' বলে তোপও দেগেছিলেন তপন।

কয়েকদিন আগেই তপন জলপাইগুড়ি শহরের কল্যাণ চক্রবর্তী ভবনে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের নেতা শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে ২১ জুলাইয়ের বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন চা বাগানেও সভা করেছিলেন তপন। মহুয়া এবং খগেশ্বর ঋতব্রত শিবিরে নাম লেখানোয় এমনিতেই তপনের ওপর রাজনৈতিক চাপ বাড়ছিল। এদিনের ঘটনায় সেই চাপ আরও বৃদ্ধি পেল।

দুর্ঘটনায় মৃত ২

ময়নাগুড়ি, ১৯ জুলাই : দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুজনের। ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের চার লেনের রাস্তায় পথ দুর্ঘটনায় এক ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম মহম্মদ আসিফ (২৯)। শনিবার গভীর রাতে ওই আমবাঝাই ট্রাকটি উত্তরপ্রদেশ থেকে অসম যাওয়ার পথে ময়নাগুড়িতে তিস্তা সেতু পার করার পর পেছন থেকে অন্য একটি গাড়ি ধাক্কা মারে। ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার বাঁদিকে নয়ানজুলিতে উলটে যায়। মৃতদেহটি রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করেছে। আবার, রবিবার রাতে দোমোহনি মোড় এলাকায় একটি পণ্যবাহী ট্রাকের ধাক্কায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম দিপু সরকার। বাড়ি জলপাইগুড়ি খারিজা বেরুবাড়ির ঘুঘুডাঙ্গায়। বাইক আরোহী ট্রাকটিকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছিলেন। সেইসময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

ডুবেছে বাড়িঘর

চোপড়া, ১৯ জুলাই : টানা বৃষ্টির জেরে চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কালিকাপুর ও জুগিভিটা গ্রামে বহু বাড়িঘর জলমগ্ন হয়েছে। মূলত নিকাশিনালার সমস্যার কারণেই জল আটকে পড়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনেশ্বর মাঝি বলেন, 'কালিকাপুর গ্রামে ৭-৮টি পরিবার জলমগ্ন হয়েছে। রাতে ভারী বৃষ্টির কারণে একাধিক জায়গায় সমস্যা দেখা দিয়েছে।' পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

নদীতে ঝাঁপ তরুণীর

ধূপগুড়ি, ১৯ জুলাই : এক তরুণী বধূ রবিবার বিকেলে ধূপগুড়ি ব্লকের জলঢাকা সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তবে কর্তব্যরত এক সিভিক ভলান্টিয়ারের তৎপরতায় তিনি প্রাণে রক্ষা পান। পারিবারিক অশান্তি নাকি অন্য কোনও কারণ, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এদিনের ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখে পড়তেই ট্রাফিক পোস্টে কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ার জামাল হোসেন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তিনিও নদীতে ঝাঁপ দেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তরুণীকে উদ্ধার করে নদীর পাড়ে নিয়ে আসেন। পরে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। দ্রুত ওই তরুণীকে ধূপগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে তার পরিবারের সদস্যদের খবর দিয়ে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জলপাইগুড়ি জেলা ট্রাফিক গার্ডের ডেপুটি পুলিশ সুপার গেলসেন লেপচা বলেন, 'ওই সিভিক ভলান্টিয়ার একজনের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সাহসিকতা দেখানোয় আমরা খুশি।'

সংঘর্ষে জখম ৮

চোপড়া, ১৯ জুলাই : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পিতরামগছ মৌজায় জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে রবিবার দু-পক্ষের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনায় উভয়পক্ষের মোট আটজন জখম হন। তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১১ শতক জমি নিয়ে পিতরামগছ গ্রামের বাসিন্দা কাইমউদ্দিন এবং নাজারপুর গ্রামের জাহিরুল হকের পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। অভিযোগ, বিতর্কিত জমিতে ধান চাষকে কেন্দ্র করে এদিন দু-পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরে তা লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষের রূপ নেয়। দাসপাড়া ফাঁড়ি তদন্ত করছে।

ফাঁসিদেওয়া ভেঙে দুটি ব্লকের ভাবনা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : বড় ধরনের গঠনগত পরিবর্তন হতে চলেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে। প্রস্তাবিত শিবমন্দির পুরসভা এলাকার বিন্যাস নিয়ে আলোচনা চলছে প্রশাসনিক স্তরে। দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, মাটিগাড়া ব্লকের অধিকাংশ এলাকা এই পুরসভার মধ্যে পড়বে। তাতে মাটিগাড়া ব্লকের অস্তিত্ব থাকবে না বলেই ধরে নিচ্ছেন আধিকারিকেরা। কিন্তু মহকুমা পরিষদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গেলে অন্তত চারটি ব্লকের প্রয়োজন। আর সেকারণে ফাঁসিদেওয়া ব্লক বিভাজন নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। এই ব্লক ভেঙে দুটি ব্লক তৈরি হতে পারে বলে মনে করছে প্রশাসনের আধিকারিকদের একাংশ।

এবিষয়ে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য, 'মাটিগাড়া ব্লকের বড় অংশই পুরসভার সঙ্গে যুক্ত হবে। বাকি এলাকা পঞ্চায়েত হিসাবেই থাকবে। তাতে নতুন ব্লক কিংবা পঞ্চায়েত তৈরির প্রয়োজন হলে সেটাও নিয়ম মেনে করতে বলা হয়েছে।' ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত ফাঁসিদেওয়া ব্লক। প্রশাসন সূত্রের খবর, কমপক্ষে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে মহকুমা পরিষদ এলাকায় একটি ব্লক গঠন করা যেতে পারে। ফাঁসিদেওয়া ব্লক ভাঙলে নতুন একটি ব্লকের জন্য তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত থাকবে। সেই নতুন ব্লকে আরও একটি পঞ্চায়েত যুক্ত করা হতে পারে। জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের কয়েকজন সে ব্যাপারে আনন্দময় বর্মনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে খবর।

আধিকারিকদের মতে, শিবমন্দির পুরসভার মধ্যে গোঁসাইপুরের একাংশ ঢুকবে। বাকি অংশ নিয়ে গোঁসাইপুর পঞ্চায়েত থাকার সম্ভাবনা। এই পঞ্চায়েতটিকে জুড়ে ফাঁসিদেওয়ার নতুন ব্লক তৈরির ভাবনা চলছে। অন্যদিকে, মাটিগাড়া ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু এলাকা পুরসভায় অন্তর্ভুক্ত থেকে বাদ পড়বে। সেই বাদ পড়া অংশ নিয়ে একটি নতুন পঞ্চায়েত গঠিত হতে পারে। প্রশাসন সূত্রের খবর, নতুন পঞ্চায়েতটি নকশালবাড়ি ব্লকের সঙ্গে যুক্ত করতে বলেছেন প্রতিমন্ত্রী।

এদিকে, শিবমন্দির পুরসভার সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে বাগডোগরাকে। কিন্তু বাগডোগরার সমস্ত এলাকা প্রস্তাবিত পুর এলাকার সঙ্গে যুক্ত হবে না, স্থানীয়দের অনেকেই মনে করছেন, আপার এবং লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের একাংশ বাগডোগরা জঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত। বেশকিছু এলাকা চা বাগান অধ্যুষিত, রয়েছে শ্রমিক মহল্লা। সেই এলাকাগুলির বাদ পড়বে বলে ধারণা। ওই দুটি পঞ্চায়েতের পুরসভায় যুক্ত হতে না পারা অংশ নিয়ে অপর একটি পঞ্চায়েত গঠনের ভাবনা চলছে। সেদিক থেকে নকশালবাড়ি ব্লকও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে। বর্তমানে মহকুমা পরিষদে ৪টি ব্লক রয়েছে। ফাঁসিদেওয়া ব্লকে ৭টি, নকশালবাড়িতে ৬টি, খড়িবাড়িতে ৪টি এবং মাটিগাড়ায় ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। সর্বনিম্ন ৪টি পঞ্চায়েত নিয়ে খড়িবাড়ি ব্লক গঠিত হয়েছে। সেই ভিত্তিতেই কি আধিকারিকরা কমপক্ষে চারটি পঞ্চায়েতকে একটি ব্লক গঠনের পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচনা করছেন? যদিও মহকুমা পরিষদ তৈরির সময় কমপক্ষে ৬০ হাজার ভোটার প্রয়োজন ছিল। মহকুমা পরিষদের একটি আসন ধরা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন জেলার আধিকারিকরা।

জলের নীচে সাঁকো, বিপাকে কয়েক হাজার

চোপড়া, ১৯ জুলাই : এক রাতের টানা বৃষ্টিতে ডোক নদীর ওপর তৈরি সাঁকোর ওপর দিয়ে জল বইছে। ফলে কার্যত চোপড়া সদর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেরভেরি, উত্তর ধামোরগছ, দক্ষিণ ধামোরগছ, আদিবাসীপাড়া ও দোমুখো গ্রামের বাসিন্দারা। রবিবার দিনভর বহু মানুষ ঘরবন্দি অবস্থায় কাটান। এই এলাকাগুলির একদিকে রয়েছে ডোক নদী ও অন্যদিকে রয়েছে বেরং নদী। এইসব এলাকার মানুষদের সদর চোপড়ায় যেতে হলে হয় বেরং নদী পার করে কালাগাছের রাস্তা ধরতে হয়, নাহলে ডোক নদীর সাঁকো পার করে কলেজ মোড়ের রাস্তা ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু শনিবার রাতের বৃষ্টিতে সাঁকো ডুবে যাওয়ায় বর্তমানে নদী পার করার একমাত্র ভরসা নৌকা। অভিযোগ, প্রতিবছর বর্ষায় পড়ুয়া, রোগী ও নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়াবুল রহমান বলেন, 'ইতিমধ্যে বেরং নদীতে বক্স কালভার্টের কাজ শুরু হয়েছে। সম্ভবত বর্ষার কারণে কাজ আটকে পড়েছে।'

যদিও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানানো হয়েছে, ডোক ও বেরং নদীতে দুটি নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা আলিম শেখ বলেন, 'নৌকায় নদী পারাপারের জন্য ৫-১০ টাকা ভাড়া দিতে হয়। ঘাটে একটি মাত্র নৌকা থাকে। সন্ধ্যা হতে না হতেই নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ৪-৫ কিলোমিটার ঘুরপথে যেতে হয়।'

আরেক বাসিন্দা শ্যাম মহম্মদ জানান, কয়েক মাস আগে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় প্রায়

নদী পারাপারে একমাত্র ভরসা নৌকা। চোপড়ায়।

৪০০ ফুট দীর্ঘ একটি সাঁকো তৈরি করা হয়েছিল। সাঁকোটি তৈরিতে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। কিন্তু এক রাতের টানা বৃষ্টিতে সাঁকোটির একাংশ ভেঙে স্রোতে ভেসে গিয়েছে। বাকি অংশ বর্তমানে প্রায় তিন ফুট জলের নীচে রয়েছে। তাই তাঁরা কার্যত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিনের এই সমস্যার জেরে অনেক পরিবার বাধ্য হয়ে সদর চোপড়া ও কালাগছ এলাকায় বাড়ি তৈরি করেছেন। এলাকাবাসী স্বপন বিশ্বাসের অভিযোগ, 'উত্তর ধামোরগছ ঘাটে বেরং নদীর ওপর সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু এখনও কাজ হয়নি। সমস্যা সেই তিমিরেই। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মানুষ এই সমস্যার শিকার।' বাসিন্দাদের অভিযোগ, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেরং নদীতে বক্স কালভার্টের শিলান্যাস হয়েছিল। কাজ শুরু হয়েছিল কিন্তু অজানা কারণে তা আটকে যায়।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৬৩ সংখ্যা, সোমবার, ৩ শ্রাবণ ১৪৩৩

শিল্পায়নের সমস্যা

সম্প্রতি একটি শিল্প সংস্থার সম্প্রসারণ প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, এরাজ্যে শিল্পায়নের পথে কোনও বাধা গ্রাহ্য করা হবে না এবং যদি কোনও শিল্প সংস্থা বন্ধের চেষ্টা চালানো হয়, তাহলে তা কঠোর হাতে দমন করা হবে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে গুন্ডা দমন বা সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য বন্ধে অত্যন্ত কঠিন আইন এনেছে।

যদিও সমাজবিরোধী দমনে এর আগে কড়া আইনের অভাব ছিল না, তবুও এই আইন নিয়ে আসার পিছনে প্রধান যুক্তি হল, সরকারি যে কোনও সিদ্ধান্ত যেন বাধাহীনভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হয়। মুখ্যমন্ত্রী বহুবার বলেছেন, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের তোলাবাজি বা গুন্ডামি বরদাস্ত করা হবে না। তিনি বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন, এরাজ্যে শিল্প গড়তে ইচ্ছুক হলে তাঁর সরকার যাবতীয় সাহায্য করবে।

উদ্দেশ্য যে মহৎ, তাতে কোনও সংশয় নেই। রাজ্যে এই মুহূর্তে শিল্পে লগ্নি রাজ্য সরকারের কাছে অগ্রাধিকার পাওয়াই উচিত। মুখ্যমন্ত্রী পূর্বের তৃণমূল ও বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচনা করে যে কথাগুলি বলেছেন, তার মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে। বামফ্রন্ট আমলে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের ফলে বহু শিল্প সংস্থা এরাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল তদানীন্তন সময়েই।

শেষ সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় টাটা গোষ্ঠী হুগলির সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানা গড়তে সম্মত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেসময়ে তৃণমূল নেত্রীর নেতৃত্বে ভূমি আন্দোলন শুরু হলে টাটা গোষ্ঠী কারখানা গড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তৃণমূল সরকার গঠিত হওয়ার পর বিনিয়োগকারীরা এরাজ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। কারণ, শিল্প সংস্থার জন্য উপযুক্ত জমি এরাজ্যে লগ্নিকারীরা পাচ্ছিলেন না।

তৃণমূল সরকার জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শিল্প সংস্থাকে প্রত্যক্ষ সাহায্য না করার নীতি গ্রহণ করায় শিল্পপতিরা এরাজ্যে লগ্নি করতে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। এছাড়া, একাধিক লগ্নিকারী পূর্বতন শাসকদলের ছোট, বড় নেতাদের দাপটে সংস্থার ঝাঁপ বন্ধ করে দেন। প্রতিবছর তৃণমূল সরকার বাণিজ্য সম্মেলন করলেও রাজ্যে বৃহৎ শিল্প গড়ে ওঠেনি।

রাজ্যে নতুন শিল্প গড়ে না উঠলে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হবে না। রাজ্যের বেহাল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে শিল্পায়ন প্রয়োজন। বহু আশা করে রাজ্যের মানুষ তৃণমূলের পরিবর্তে ভারতীয় জনতা পার্টির হাতে রাজ্যের শাসনভার সঁপেছে। শিল্পায়নের জন্য শুভেন্দু অধিকারীকে এই মুহূর্তে একাধিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু তাঁকে মাথায় রাখতে হবে, শুধু তোলাবাজি বন্ধ বা গুন্ডা দমন আইন প্রবর্তন করে শিল্পায়নে গতি আনা সম্ভব নয়।

যে কোনও ব্যবসায়ী বা শিল্পপতির মূল লক্ষ্য, লভ্যাংশের বৃদ্ধি। ব্যবসায় যদি লাভ না হয়, তাহলে কোনও বিনিয়োগকারী শিল্পস্থাপনে আগ্রহী হবেন না। লাভ-লোকসানের প্রশ্নে একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রথমত, যদি অসাধু বিনিয়োগকারীরা স্থানীয় প্রশাসনের একাংশকে আপন স্বার্থে ব্যবহার করে গুন্ডা দমন আইনের অপব্যবহার ঘটাতে পারেন, তাতে তাঁর লাভের রেখচিত্র ঊর্ধ্বগামী হবে। কিন্তু সামাজিক স্থিতি নষ্ট হবে।

দ্বিতীয়ত কোনও শিল্পপতি যদি এমন শিল্প গড়তে চান, যেখানে শুধু প্রশিক্ষিত কর্মী প্রয়োজন, অথচ সেই ধরনের কর্মীর অভাব থাকে, তাহলে তিনি এরাজ্যে শিল্পস্থাপনে অনাগ্রহী হবেন। তৃতীয়ত, শিল্প সংস্থায় যদি স্থানীয়দের কর্মসংস্থান না দেওয়া হয়, তাহলে এলাকায় ক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকবে। শিল্পের জন্য উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া এরাজ্যে আরেক সমস্যা।

মুখ্যমন্ত্রীকে মনে রাখতে হবে, তিনি যতই কড়া আইন প্রণয়ন করুন, তাঁকে মানুষের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। তাঁর নিজের দলের কর্মী-সমর্থকদের একাংশই যদি তোলাবাজির অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়েন, তখন তাঁকে নিরপেক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে হবে। সেটিও কম কঠিন দায়িত্ব নয়।

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

জন আবেগ পেরিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার সংকট

ক্ষমতার প্রথম একশোদিনেই কেন দল, প্রশাসন ও জনসমর্থনের ত্রিমুখী চ্যালেঞ্জে নেপালের নতুন সরকার?

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য

সহযোগীদের সঙ্গে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ। - ফাইল চিত্র

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে বিকল্প শক্তির উত্থান এবং প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ নতুন কিছু নয়। তবে নেপালের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের নজর কেড়েছে। কাঠমান্ডুর সাবেক মেয়র, প্রকৌশলী ও জনপ্রিয় র‌্যাপশিল্পী তথা লড়াকু জননেতা বালেন্দ্র শাহ যখন দেশটির প্রধানমন্ত্রীর মসনদে বসেন, তখন তা এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং প্রশাসনিক স্থবিরতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এই পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল। বালেন্দ্র শাহের নেতৃত্বাধীন সরকার এক নতুন আশার আলো নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। বর্তমান সময়ে এসে এই নতুন বিকল্প প্রশাসন কিছুদিন আগে তার কার্যকালের প্রথম একশোদিন অতিক্রম করেছে। কিন্তু প্রথম এই একশোদিনেই জনপ্রিয়তার আবরণ সরে বাস্তব সংকট সামনে এসেছে। ক্ষমতার অলিন্দে পা রাখার পর যে মসৃণ পথের আশা করা হয়েছিল, বাস্তবে তা এখন নানামুখী জটিল সমস্যা এবং প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জের বেড়াজালে আটকে গিয়েছে।

বালেন্দ্র শাহ সরকারের জন্য বড় ধাক্কাটি এসেছে বাইরে থেকে নয়, বরং তাদের নিজেদের রাজনৈতিক শিবিরের অভ্যন্তরীণ মহল থেকে। যে দলের ওপর ভর করে এই নতুন সরকারের জয়যাত্রা নিশ্চিত হয়েছিল, সেই দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যেই এখন ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। পার্লামেন্টের সাম্প্রতিক অধিবেশনে দলের একাধিক শীর্ষস্থানীয় আইনপ্রণেতা প্রকাশ্যেই প্রধানমন্ত্রীর শাসন পদ্ধতি এবং নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ার সমালোচনা করেছেন। সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি এবং জনপ্রিয়তার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে বলে তাঁদের মূল অভিযোগ হল, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দলীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কিংবা সংসদ সদস্যদের মতামতকে প্রায় কোনও গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না। সুশাসন এবং জবাবদিহির যে দীর্ঘ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছিল, দলের অন্দরেই এখন সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের অভাব নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। এই ধরনের অভ্যন্তরীণ দোদুল্যমানতা ও সমন্বয়হীনতা সরকারের প্রতিদিনের জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতিকে মন্থর করে দিচ্ছে এবং প্রশাসনিক স্থবিরতা ডেকে আনছে।

এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের তীব্র মোহভঙ্গ যুক্ত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে শহরের ফুটপাথের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কোনও বিকল্প পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজধানীজুড়ে যে নাগরিক অসন্তোষ ও তরুণদের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে, তা বালেন্দ্র সরকারের জনমুখী ভাবমূর্তিকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। যে যুবসমাজ ও জেন জেড ভোটারদের অকুণ্ঠ সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে বালেন্দ্র দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসনে আরোহণ করেছিলেন, আজ তারাই রাজপথে সরকারের মানবিকতাহীন ও একতরফা নীতি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সরব। নির্বাচনি প্রচারের সময় তরুণদের সামনে যে কাঠামোগত বদলের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, বাস্তবে তার রূপায়ণ অধরাই থেকে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রধান সমস্যাগুলো, যেমন ঊর্ধ্বমুখী মুদ্রাস্ফীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম এবং নতুন কর্মসংস্থানের অভাব মেটাতে সরকার কোনও কার্যকর রোডম্যাপ তৈরি করতে পারেনি, যা তরুণ সমাজকে ক্রমশ হতাশা ও ক্ষোভের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

একইসঙ্গে সরকারের প্রশাসনিক অপক্কতা প্রকট হয়েছে নগর পরিকাঠামো ও সড়ক সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে দেশের উচ্চতর আদালতের সঙ্গে সরকারের প্রকাশ্য সংঘাতে। বিচার বিভাগের আইনি স্থগিতাদেশ ও গাইডলাইনকে অগ্রাহ্য করে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো বালেন্দ্র শাহ সরকারকে এক বড়সড়ো সাংবিধানিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। একদিকে গ্রামীণ স্তরে সময়মতো রাসায়নিক সার বণ্টন করতে না পারায় কৃষকদের ক্ষোভ বাড়ছে, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে আদালতের নির্দেশিকাকে অবজ্ঞা করার একগুঁয়ে প্রবণতা সুশাসনের মৌলিক ধারণাকেই আঘাত করছে। পার্লামেন্টের ভেতরেও খোদ শাসকদলের সংসদ সদস্যরা নিজেদের সরকারের এই সমন্বয়হীনতা ও হঠকারিতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। গ্রামীণ ও নগর প্রশাসনের এই জোড়া ব্যর্থতা নতুন সরকারের ভাবমূর্তিকে সাধারণ মানুষের কাছে চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং দেশজুড়ে প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি করেছে।

অভ্যন্তরীণ এই সমস্ত সংকটের পাশাপাশি বালেন্দ্র শাহ সরকারকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে এক জটিল আন্তর্জাতিক ও ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি। নেপালের ভৌগোলিক অবস্থান সংবেদনশীল এবং ঐতিহাসিকভাবেই দেশটিকে দুই বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও চিনের মধ্যে একটি কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হয়। নতুন এবং তুলনামূলকভাবে অনভিজ্ঞ এই সরকারের জন্য এই দুই শক্তিশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ বজায় রাখা একটি কঠিন পরীক্ষা।

প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতি ও স্থবিরতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নেপালে যে বিকল্প শক্তির উত্থান ঘটেছিল, তা আজ বড় সংকটে। প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের সরকারের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, হকার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে গণ আন্দোলন এবং বিচার বিভাগের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘাত স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিলির গ্যাব্রিয়েল বোরিক সরকারের মতোই এক রূঢ় রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেপালের এই নতুন প্রশাসন। এই সংকটমোচনে সস্তা জনপ্রিয়তার ঊর্ধ্বে উঠে স্থায়ী অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারই এখন নেপালের সামনে সবচেয়ে জরুরি পথ।

একদিকে ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে অক্ষুণ্ণ রাখা, অন্যদিকে চিনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে নতুন প্রশাসনকে প্রতিনিয়ত হিমসিম খেতে হচ্ছে। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং বিশ্ববাজারের অস্থিতিশীলতা নেপালের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে আরও দুর্বল করে তুলেছে। এই আন্তর্জাতিক চাপ ও কূটনৈতিক টানাপোড়েন সামাল দেওয়ার মতো দীর্ঘমেয়াদি ও দূরদর্শী বিদেশনীতির অভাব এই সরকারের অন্যতম বড় দুর্বলতা হিসেবে আন্তর্জাতিক মহলে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ইতিহাসের পাতা ও সমকালীন বিশ্ব রাজনীতির দিকে তাকালে দেখা যায়, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নতুন কোনও জনমুখী সরকারের এমন সংকটে পড়ার ঘটনা কেবল নেপালেই প্রথম নয়। লাতিন আমেরিকার দেশ চিলির সাম্প্রতিক পটপরিবর্তনের দিকে তাকালে আমরা এর একটি সমান্তরাল উদাহরণ দেখতে পাই। সেখানেও বিপুল জনসমর্থন এবং তরুণ প্রজন্মের বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের ওপর ভর করে অত্যন্ত কম বয়সে দেশের প্রেসিডেন্ট পদে ক্ষমতায় এসেছিলেন গ্যাব্রিয়েল বোরিক। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যেই বোরিক সরকারকে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকট, ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং নতুন সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তীব্র জনবিক্ষোভ ও রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ঠিক একইভাবে ইউরোপের বেশ কিছু দেশেও প্রথাগত রাজনীতির বাইরে থেকে আসা বিকল্প শক্তির সরকারগুলো প্রশাসনের মসনদে বসার পরপরই আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও বাস্তবসম্মত আর্থিক নীতির অভাবে দ্রুত জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। এই সমস্ত উদাহরণ স্পষ্ট করে দেয় যে, বিরোধী আসনে বসে আন্দোলন পরিচালনা করা আর রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে জটিল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কলকাঠি নাড়ানো সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়।

এই বহুমাত্রিক সংকট থেকে মুক্তির জন্য বালেন্দ্র শাহ সরকারকে অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট ও প্রয়োগমুখী সমাধানসূত্র খুঁজে বের করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ব্যক্তিগত ক্যারিশমার ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দলীয় সতীর্থ ও সংসদ সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি শামিল করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র এবং দলের অভ্যন্তরে মুক্ত আলোচনার পরিবেশ তৈরি করাই হবে অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ দূর করার একমাত্র পথ। একইসঙ্গে আমলাতান্ত্রিক একগুঁয়েমি দূর করে নগর উন্নয়ন ও হকার পুনর্বাসনের মতো মানবিক বিষয়গুলোতে আদালতের নির্দেশ মেনে আইনি পথে হাঁটা প্রয়োজন। যুবসমাজের ক্ষোভ প্রশমিত করতে হলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পাশাপাশি কিছু স্বল্পমেয়াদি দৃশ্যমান কল্যাণমূলক কাজ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা আবশ্যক। ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনও আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত না নিয়ে অভিজ্ঞ কূটনীতিকদের পরামর্শ অনুযায়ী জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ভারত ও চিনের সঙ্গে বাস্তবসম্মত দ্বিপাক্ষিক নীতি অনুসরণ করতে হবে। নেপালের সামনে আজ আসল পরীক্ষা বিরোধী রাজনীতির নয়, রাষ্ট্র পরিচালনার। জন আবেগকে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতায় রূপ দিতে না পারলে বিকল্প রাজনীতির আকর্ষণও খুব দ্রুত ফিকে হয়ে যেতে পারে।

(লেখক প্রধান শিক্ষক। বানারহাটের বাসিন্দা।)

আজ

১৯২০

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৭২

আজকের দিনে প্রয়াত হন সংগীতশিল্পী গীতা দত্ত।

আলোচিত

এই ফলের জন্য (ইংল্যান্ডের সঙ্গে) দিদিয়ের দেশঁ-র ঐতিহ্য কলঙ্কিত হবে না। প্রথমার্ধের খেলা দেখে কেউ বলতেই পারেন আমরা দেশের জার্সির মর্যাদা রাখতে পারিনি। বিরতির পর নিজেদের সেরা খেলাটা খেলতে পেরেছি। আসলে আমরা মানুষ বলেই হয়তো এমন হয়েছে।

- কিলিয়ান এমবাপে

ভাইরাল/১

চলন্ত ট্রেনে শ্লীলতাহানি। শাস্তিস্বরূপ মুখে লিপস্টিক মাখিয়ে দিল ‘প্রমীলাবাহিনী’। বদনেরা-অকোলা ট্রেনের মধ্যে এক মহিলাকে উত্ত্যক্ত করায় অন্য মহিলারা এক তরুণকে উত্তমমধ্যম দেন। এরপর তরুণের ঠোঁট, মুখে লিপস্টিক লাগিয়ে দেন তাঁরা।

ভাইরাল/২

চিনের শেনঝেনে হিউম্যানয়েড রোবট ফ্রি-কমব্যাট লিগে দুই রোবট ‘হোয়াইট ইগল’ ও ‘ম্যাটাডোর’-এর লড়াই চলছিল। হোয়াইট ইগলের মারাত্মক লাথিতে ম্যাটাডোরের মাথাটি ভেঙে ঝুলে যায়। মাথা ছাড়াই রোবটটি অনবরত ঘুসি ও লাথি চালাতে থাকে। রিংয়ের মধ্যে নেচে জয় উদযাপন করে প্রতিপক্ষ।

জনমন
জনমত

বেহাল রাস্তায় দ্বিগুণ খরচ

ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি-২ অঞ্চলের করতিল থেকে হেলাপাকড়ি, প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে বর্তমানে বেহাল। রাস্তাজুড়ে পিচের আস্তরণ উঠে অংসখ্য খানাখন্দ এমনকি বড় গর্তও তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির জেরে ওইসব গর্তে জল জমে প্রায় ডোবায় পরিণত হয়েছে। এতে আরও বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন গাড়িচালকরা। হাটবাজার যেতে, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যেতে এটিই একমাত্র রাস্তা হওয়ায়, সকলেই ভোগান্তিতে পড়ছে। ১০ মিনিটের রাস্তা ২০ মিনিট সময় লাগছে যেতে। রাস্তার এমন বেহাল অবস্থার জন্য যাতায়াতের ভাড়াও দ্বিগুণ খরচ করতে হচ্ছে। যাত্রাপথে রিকশা-ভ্যান, ব্যাটারিচালিত ভ্যান, সাইকেল, মোটর সাইকেল, গাড়ি প্রভৃতির যন্ত্রাংশ ভেঙে কখনো-কখনো দুর্ঘটনা ঘটছে। তাই সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে দ্রুত রাস্তাটি মেরামত করা প্রয়োজন। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছি।

মৈনাকজ্যোতি সিনহা, হেলাপাকড়ি, জলপাইগুড়ি।

রাস্তা সংস্কার করায় ধন্যবাদ

আমি অরুণাচলপ্রদেশের একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। ৮৩ বছর বয়স। ২০০৪ সাল থেকে আমি শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের চৈতন্যপুর গ্রামের বাসিন্দা। আমার বাড়ি চৈতন্যপুরের বিখ্যাত শিশুতীর্থ স্কুলের নিকটবর্তী এলাকায়।

আমার বাড়ি থেকে হালের মাথা আনুমানিক ১৬৫ ফুট হবে। কিন্তু এইটুকু রাস্তা অনেক খানাখন্দে ভর্তি। কিন্তু উপায়ও নেই। হালের মাথায় বিভিন্ন দোকানপাট থাকায় সেখান থেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা হয়। ওই রাস্তায় হেঁটে চলা যেমন খুব কষ্টকর, তেমনই সহজলভ্য টোটোতে যাওয়াও বিপজ্জনক, যে কোনও সময়ে টোটো উলটে যেতে পারে। আমাদের রাজ্যের বিগত সরকার উক্ত বিষয়ে জেনেশুনেও কোনও অজ্ঞাত কারণে নিষ্ক্রিয় ছিল। বর্তমানে বিজেপি সরকার আসার পর সম্প্রতি রাস্তাটি সংস্কার করে অতীব সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে। এজন্য আমরা অর্থাৎ এই এলাকার বাসিন্দারা বিজেপি সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মলয়কান্তি চৌধুরী, চৈতন্যপুর, শিবমন্দির।

বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকায় দুর্ভোগ

আমরা তুফানগঞ্জ মহকুমার চিলাখানা অঞ্চলের ৮২ নম্বর বুথের বাসিন্দা। আমাদের এখানে প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ৭ ঘণ্টা লোডশেডিং থাকে। এ আমাদের দীর্ঘদিনের সমস্যা। এছাড়া মাঝে মাঝে দু'দিন পর্যন্ত কারেন্ট থাকে না। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর কর্তাদের অনুরোধ করছি।

উত্তম দাস, চিলাখানা, তুফানগঞ্জ।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

গৈরিক সুনামে মর্মান্তিক দাগ : কাঠগড়ায় ঐতিহ্য

ছাত্র নিরাপত্তার প্রশ্নে আবেগ নয়, সময় এখন বাস্তবসম্মত সংস্কার ও আত্মবিশ্লেষণের।

আশিস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক বিদ্যালয়ে এক ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু শুধু একটি পরিবারকে পথে বসায়নি, বরং রাজ্যের লাখো অভিভাবকের মনে এক গভীর ও অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আছড়ে পড়ছে ক্ষোভের ঢেউ। কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু যে শূন্যতা তৈরি হল, তা কি কোনওদিন পূরণ হবে?

শিক্ষাক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান নিয়ে কোনও সংশয় নেই। শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে প্রায় ১৪০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং দু'লক্ষ ছাত্রছাত্রী নিয়ে তারা যে বিশাল কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছে, তা দেশের গর্ব। নরেন্দ্রপুর, পুরুলিয়া বা রহড়ার মতো আবাসিক স্কুলগুলো আজও বাঙালির কাছে শ্রেষ্ঠত্ব ও শৃঙ্খলার প্রতীক। কিন্তু ঐতিহ্যের এই সুবিশাল গরিমা কি কোনও গাফিলতি বা অব্যবস্থাকে আড়াল করার ঢাল হতে পারে? উত্তর হল—না। গুরুকুলের ঘেরাটোপে এক কিশোরের অকালমৃত্যু গোটা সমাজের কাছে এক চরম অশনিসংকেত।

এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পর আবেগ সরিয়ে রেখে একটা রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে। গোটা বিশ্বে মিশনের প্রায় ৩০০টি কেন্দ্র পরিচালনা করার জন্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর সংখ্যা মাত্র ১৮০০ থেকে ২০০০-এর কাছাকাছি। এই অপ্রতুল সংখ্যার কারণে আবাসিক স্কুলগুলোর দৈনন্দিন দায়িত্বভার গিয়ে পড়ছে বেতনভুক সাধারণ কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর। একজন সাধুর মানসিকতা আর একজন সাধারণ কর্মীর মানসিকতার আকাশপাতাল ফারাক থাকাটাই স্বাভাবিক। আর ঠিক এখানেই তৈরি হচ্ছে সুরক্ষার সবচেয়ে বড় ফাঁকফোকর।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়।

কীভাবে ঠেকানো যাবে এই ধরনের ট্র্যাজেডি? এরজন্য প্রয়োজন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কিছু নির্মম পরিকাঠামোগত সংস্কার। আবাসিক স্কুলের চার দেওয়ালে ছাত্ররা পরিবার থেকে দীর্ঘসময় বিচ্ছিন্ন থাকে। তাই তাদের কেবল পড়াশোনার যন্ত্র না বানিয়ে, মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে কড়া নজর দিতে হবে। গৈরিক বা আশ্রমিক আবহের বাইরে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, পেশাদার চাইল্ড সাইকোলজিস্ট বা কাউন্সেলার নিয়োগ এখন সময়ের দাবি। পাশাপাশি, পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছাত্র পরিচালনার পদ্ধতিতেও বদল আনা জরুরি। মহারাজ, শিক্ষক ও হস্টেল ওয়ার্ডেনদের জন্য শিশু মনস্তত্ত্ব ও সংবেদনশীলতার পাঠ বাধ্যতামূলক করা দরকার। শাসন যেন কোনওভাবেই মানসিক বা শারীরিক শোষণে পরিণত না হয়, সেদিকে কর্তৃপক্ষকে আপসহীন হতে হবে।

অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানের লৌহকঠিন গোপনীয়তার ঘেরাটোপ ভেঙে প্রশাসনের উচিত আরও বেশি স্বচ্ছতা আনা। অভিভাবকদের সঙ্গে অবাধ যোগাযোগের সুযোগ এবং হস্টেলের আবাসন ও খাবারের মান খতিয়ে দেখার জন্য অভিভাবকদের প্রতিনিধিদলকে আকস্মিক পরিদর্শনের অধিকার দেওয়া এখন অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া র‌্যাগিং বা মানসিক চাপের কথা নির্ভয়ে জানাতে ক্যাম্পাসে ‘নামহীন অভিযোগ বাক্স’ চালু করা দরকার। পড়ুয়াদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করে হস্টেল ও কমন রুমে সিসিটিভি নজরদারির আধুনিকীকরণ আজ আর কোনও বিলাসিতা নয়। একইসঙ্গে, যে কোনও বিপদের মোকাবিলায় ২৪ ঘণ্টার দ্রুতগতির মেডিকেল ইমার্জেন্সি প্রোটোকল থাকাও আবশ্যিক।

রামকৃষ্ণ মিশন সমাজের আলোকবর্তিকা। একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দিয়ে তাদের শতবর্ষের অবদানকে মুছে ফেলা যায় না ঠিকই, কিন্তু ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে গাফিলতিকে ধামাচাপা দেওয়াও সমান অপরাধ। স্বামী বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানে কোনও শিশুর মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। সময় এসেছে আত্মবিশ্লেষণের। আধুনিক মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পরিকাঠামোর খোলনলচে না বদলালে, আগামীদিনে এই পুণ্যভূমির ওপর থেকে মানুষের অন্ধ বিশ্বাস টলতে বাধ্য।

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনী)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫০১

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মার্গসংগীতের রাগিণীবিশেষ ৪। দর্শনীয়, জ্ঞাতব্য ৫। বাসস্থান, তীর্থ ৭। মানকচুর আরেক নাম ৮। গান্ধিজি সামাজিক-অর্থনীতিক তত্ত্ববিশেষ ৯। ধিকধিক-এর রূপভেদ ১১। নদী-এর আরেক নাম ১৩। পর্যন্ত, অবধি ১৪। চিত্রকর, রঞ্জনশিল্পী ১৫। তরল পদার্থের পরিমাপ।

উপর-নীচ : ১। কদম ফুলের মতো মিঠাই ২। ভদ্রকালীর নামানুসারে ওডিশার যে জেলার নাম ৩। কবিতার রস ৬। দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা ৯। ধিক- উক্তির দ্বারা নিন্দিত ১০। দফায় দফায় ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা ১১। সুতো কাটার যন্ত্রবিশেষ বা টাকু। ১২। তুষার।

সমাধান ■ ৪৫০০

পাশাপাশি : ১। জহরত ৩। জিহাদ ৫। গনতকার ৭। মাকড়ি ৯। গরিমা ১১। সহজজ্ঞান ১৪। সন্তান ১৫। নীলাম্বরি।

উপর-নীচ : ১। জমিজমা ২। তড়াগ ৩। জিরাত ৪। দস্তুর ৬। কাজরি ৮। কলহ ১০। মারামারি ১১। সহসা ১২। জহিন ১৩। নন্দিনী।

আজ অধিবেশনে বন্দে মাতরম বিল

সুদীপরা সর্বদলে ক্ষুব্ধ মহুয়া

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : সোমবার থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর আগেই শাসক-বিরোধী সংঘাত চরমে। রবিবার সংসদের অ্যানেক্স ভবনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে নতুন দল এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া ২০ জন সাংসদকে আমন্ত্রণ জানানোকে তুমুল বিরোধিতা করল ইন্ডিয়া। বৈঠক শুরু হতেই কালীঘাটপন্থী তৃণমূল, কংগ্রেস, সপা, ডিএমকে, জেএমএম, আপ, সিপিএম, শিবসেনা (উদ্ধব), ন্যাশনাল কনফারেন্সের সদস্যরা প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতীকী ওয়াকআউট করেন। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য তাঁরা বৈঠকে ফিরে আসেন এবং প্রায় তিন ঘণ্টা বৈঠক চলে।

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, কাকলি ঘোষদস্তিদারদের এনসিপিআই-কে এখনও লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে পৃথক সংসদীয় দল হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। সেই সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে কীভাবে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু তাঁদের সর্বদলীয় বৈঠকে আমন্ত্রণ জানালেন তা নিয়েই সরব হন বিরোধীরা। বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এসে মমতাশিবিরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রর প্রশ্ন, স্পিকারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়াই কোন নিয়মে এনসিপিআই-র প্রতিনিধিদের সর্বদলীয় বৈঠকে ডাকা হল? তিনি বলেন, 'লোকসভা অফিসের দেওয়া তালিকায় তথাকথিত এনসিপিআই-এর সদস্যদের সঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে মিলিয়ে মোট ২৮ জন সদস্য দেখানো হয়েছে। অথচ ওই ২০ জন সাংসদের দলবদল বা সংযুক্তি এখনও স্পিকার অনুমোদন করেননি এবং তাঁদের সদস্যপদ বাতিলের ২০টি

> স্পিকারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়াই কোন নিয়মে এনসিপিআই-এর প্রতিনিধিদের সর্বদলীয় বৈঠকে ডাকা হল?
>
> **মহুয়া মৈত্র**

> সংসদীয় দলনেতা হিসেবে আমি বেশিবার যোগ দিয়েছি। আজ পর্যন্ত সর্বদলীয় বৈঠকে ওয়াক-আউট হতে দেখিনি।
>
> **সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

আবেদন বিচারাধীন। ৯১তম সংবিধান সংশোধনের পর আলাদা কোনও ব্লক গঠনের সুযোগ নেই। তাহলে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কোন যুক্তিতে তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন?' জবাবে এনসিপিআই-র সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলেই আমরা এসেছি। সংসদীয় দলনেতা হিসেবে আমি সবচেয়ে বেশিবার এই বৈঠকে যোগ দিয়েছি। আজ পর্যন্ত সর্বদলীয় বৈঠকে ওয়াকআউট হতে দেখিনি। আমি সরকার পক্ষকে অনুরোধ করেছি, বিরোধীদেরও যেন পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়।'

সিপিএম নেতা জন ব্রিটাসও এনসিপিআই-কে সর্বদলীয় বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্তকে 'ন্যায়ের পরিপন্থী' বলে অভিহিত করেন। এদিকে সূত্রের খবর, সোমবারই এনসিপিআই-র স্বীকৃতি নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন স্পিকার ওম বিড়লা। সর্বদলীয় বৈঠকের পর সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও দাবি করেন, 'এনসিপিআই এনডিএ-র দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃতির নথি স্পিকারের কাছে জমা দিয়েছেন কাকলি ঘোষদস্তিদার।'

তবে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের সামলানো এখন সবথেকে বড় চিন্তা কেন্দ্রের। অধিবেশনের প্রথম দিনই রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা জাতীয় সম্মান (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ পেশ করতে পারেন। এই বিলে 'জনগণমন'-এর মতোই 'বন্দে মাতরম'-কেও আইনি সুরক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। বিল পাশ হলে 'বন্দেমাতরম'-এর গানে বাধা সৃষ্টি করা বা যে কোনওভাবে অবমাননা করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

আইন প্রণয়নের সূচিতে থাকা বিলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক বিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে এফসিআরএ (সংশোধনী) বিল ঘিরে। সরকারের দাবি, বিদেশি অনুদান গ্রহণ ও তার ব্যবহার আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করাই এই সংশোধনের উদ্দেশ্য। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে এই বিল নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার আহ্বানও জানিয়েছেন।

ডিলিমিটেশন বিলের ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে কি না, তার ওপরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে। রবিবারের সর্বদলীয় বৈঠকে ডিলিমিটেশন বিল সংক্রান্ত কোনও আলোচনা হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।

একটানা বৃষ্টি ও হড়পা বানের জেরে জলমগ্ন রাজৌরি এলাকা। রবিবার।

ভূস্বর্গে হড়পা, ভূমিধসে মৃত ১২

শ্রীনগর, ১৯ জুলাই : টানা বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ বন্যা আর ভূমিধসে বিপর্যস্ত জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ এবং রাজৌরি জেলা। হড়পার তোড়ে ঘরবাড়ি ধসে এবং নদীর জলে ভেসে গিয়ে এখনও পর্যন্ত অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ বহু। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তার জেরে আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে অমরনাথ এবং বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে সেনা, পুলিশ ও এসডিআরএফ।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পুঞ্চের সুরানকোট এলাকা। সেখানে ধসের নীচে চাপা পড়ে বহু পরিবার। রাজৌরির বাসস্ট্যান্ডে হড়পার জেরে ভেসে গিয়েছে অসংখ্য যানবাহন। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর থেকে আসা আর্দ্রতা এবং

স্থগিত অমরনাথ যাত্রা

মৌসুমি অক্ষরেখার উত্তরমুখী অবস্থানের কারণে ২৩ জুলাই পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর জুড়ে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে।

দুর্যোগের খবর পেয়েই দিল্লির কর্মসূচি কাটছাঁট করে জম্মুতে ফিরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'জম্মু ডিভিশনের পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। রাজ্য প্রশাসন, এসডিআরএফ ও সমস্ত সংস্থা উদ্ধারকাজে শামিল হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছে যাতে দ্রুত সাহায্য পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহাও। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, 'দুর্গত পরিবারগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে।

সমস্ত বিভাগকে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে এবং জরুরি ত্রাণ ও মেরামতির কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।' এদিকে, রবিবার ভোরে অতি ভারী বৃষ্টি ও হড়পায় নাগাল্যান্ডের মন জেলার বিভিন্ন জায়গায় ধসে অন্ততপক্ষে আটজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১২ জন। এছাড়া মোককচুং জেলার তুলি মহকুমা শহর সহ কয়েকটি জায়গায় হড়পা বান ও ধসে বিপর্যস্ত।

আমূল কারখানার উদ্বোধনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বিনিয়োগে মমতাকে শা'র গুজরাট কটাক্ষ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ জুলাই : রাজ্যে আমলের মেগা প্রকল্পের শিলান্যাস কর্মসূচিতে এসে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন অমিত শা। তার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে তিন দিনের সফরে এসে সীমান্ত অনুপ্রবেশ সমস্যার আলোয় রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে পুলিশ প্রশাসন ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করার পাশাপাশি কলকাতাকে দেশের সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে জাতীয় গ্রন্থাগারে ওয়ার্ড মিউজিয়াম বা শব্দ জাদুঘরের কাজ খতিয়ে দেখা ও ৭০০ কোটির বিনিয়োগে আমূলের বিশ্বমানের দই উৎপাদন প্রকল্পের শিলান্যাস করেন শা। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে খুব তাড়াতাড়ি বাংলা ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাপ্রকাশ করেন শা।

বাংলাকে গুজরাত হতে দেব না। বহিরাগতরা দিল্লি থেকে বাংলাকে শাসন করবে কখনওই তা মেনে নেবে না এ রাজ্যের মানুষ। বিজেপি বিরোধীতার প্রশ্নে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে প্রায়শই এই অভিযোগ শোনা যেত। এদিন আমূলের প্রকল্পের শিলান্যাসের মঞ্চ থেকে প্রাক্তনীর উদ্দেশ্যে সেই গুজরাত কটাক্ষ ফিরিয়ে দিল ডাবল এঞ্জিনের বিজেপি।

নাম না করে শুভেন্দু বলেন, 'কারা যেন বলত, বাংলাকে গুজরাত হতে দেব না তারা আজ ঘরে বসে টিভিতে দেখছেন আমুল আজ সাতশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে।' কেন্দ্রীয় সমবায় ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম দুটো ১৫ একর করে জায়গা দিন। গোটা পূর্ব ভারতের দুধ উৎপাদনের ব্যবস্থা এখান থেকেই হবে। একসময় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলে বলা হত গুজরাটকে আমরা ঢুকতে দেব না। আরে ভাই, এটা গুজরাটের জন্য নয়। বাংলার পশুপালকদের জন্য জরুরী। সরকার পরিবর্তনের পর দেখুন, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে গাড়িতে যেতে যেতে বলেছি, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বিনা শুল্কে আমূলকে জমি দিয়ে দিয়েছেন।'

আমূলের প্রকল্পের সূত্রেই পশুপালনের মাধ্যমে রাজ্যের বিকল্প কর্মসংস্থানে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রক নজর দেবে বলেও জানিয়েছেন শা। হাওড়া সাঁকরাইল নতুন প্ল্যান্টের মাধ্যমে লক্ষ্য কুড়ি হাজার ছোট দুগ্ধ উৎপাদক ও পশুপালক সরাসরি উপকৃত হবেন। ফেডারেশনকে বিনাশুল্কে আরও ৩০ একর জমি দেওয়ার ফলে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে আরও দুটি প্ল্যান স্থাপন করবে আমুল।

শুধু শিল্প, কর্মসংস্থানই নয়, কলকাতাকে দেশের ভাষা ও ঐতিহ্য রক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে এদিন আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারে ওয়ার্ড মিউজিয়াম বা শব্দ জাদুঘর এর উদ্যোগকে কেন্দ্র-রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকারের সাফল্য হিসাবেই তুলে ধরা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণের আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'শুধু রাস্তাঘাট নয়, আমাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি পাণ্ডুলিপির পুনরুদ্ধার - সবেতেই মিলবে ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল।' বাংলা ভাষার ঐতিহ্য এবং মর্যাদা রক্ষায় কেন্দ্রের আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে এবার সম্ভবত কোনও বিশেষ ঘোষণা করতে চলেছে কেন্দ্র। সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে এদিন একটি চিঠিও দিয়েছেন শা। চিঠির বিষয় না জানালেও, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে বাংলায় একটি চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু বিধানসভা চালু থাকায় আমি এখানে তার বিষয় বলতে পারছি না। সোমবারে বিধানসভায় সেই চিঠি পড়ে শোনাবো।'

পরিবহণ ক্ষেত্রে গতি আনার জন্য ভারত ট্যাক্সি অ্যাপের কথা বলেন। উত্তরবঙ্গে সীমান্ত অনুপ্রবেশ ও সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে বৈঠকের পর এদিন আলিপুরের সরকারি অতিথিশালায় দক্ষিণবঙ্গের সীমান্ত ও অনুপ্রবেশ নিয়ে বৈঠক করেন তিনি।

খাবার সংগ্রহ... রবিবার নদিয়ায়।

১৫ ঘণ্টা কাজ বেতনহীন, আর্তি

হায়দরাবাদ, ১৯ জুলাই : ভালো উপার্জনের আশায় গৃহপরিচারিকার কাজ নিয়ে ওমানে গিয়েছিলেন হায়দরাবাদের পাহাড়ি শরিফের বাসিন্দা শবনম বেগম। ট্রাভেল এজেন্ট মারফত তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, দিনে পাঁচ ঘণ্টা কাজের বিনিময়ে মাসে ২০০ ওমানি রিয়েল (ভারতীয় মুদ্রায় ৫০ হাজার টাকারও বেশি) পাবেন। কিন্তু গত চার মাস দিনে ১৫ ঘণ্টা কাজ করে কানাকড়িও পাননি। শবনম ভিডিও বার্তায় তাঁকে দ্রুত দেশে ফেরানোর আকুল আর্তি জানিয়েছেন। কেড়ে নেওয়া হয় পাসপোর্ট। সেই সঙ্গে চলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। তা সহ্য করতে না পেরে নিয়োগকর্তার বাড়ি থেকে পালিয়ে মাস্কাটের ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় নেন শবনম। সেখানে থেকে দেশে ফেরার জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। হায়দরাবাদে শবনমের পরিজনেরা বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের কাছে দ্বারস্থ হয়েছেন।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

অশোকনগর, ১৯ জুলাই : সিআইডি-র অভিযানে বিপুল পরিমান আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার পূজা বিশ্বাস নামে এক মহিলা। রবিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর-নৈহাটি রোডের ৮ নম্বর মোড়ে একটি ম্যাজিক গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালান তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। মহিলার ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় চারটি সাত এমএম ও দুটি নয় এমএম-এর পিস্তল, ১২টি ম্যাগাজিন, ২০০ রাউন্ড কার্তুজ, নগদ ১২ হাজার টাকা ও ২টি মোবাইল। পূজা হাবড়ার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে বিহারের জামালপুরের একটি টিকিটও উদ্ধার হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, বিহারে মুঙ্গের থেকে অস্ত্র এনে বাংলাদেশে পাচার করা চক্রের হয়ে ক্যারিয়ারের কাজ করতেন তিনি। তবে এই প্রথম নয়। তিন বছর আগেও দত্তপুকুরে অস্ত্র ও কার্তুজ সমেত ধরা পড়েন পূজা।

রাম মন্দিরে চুরি

মোদিকে চিঠি রাহুল-খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : অযোধ্যার রাম মন্দিরে চুরি নিয়ে সুর চড়ালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি যৌথ চিঠি লিখেছেন তাঁরা। তাতে সংসদের উভয় কক্ষের বিরোধী দলনেতারা সাফ বলেছেন, 'লক্ষ লক্ষ ভক্ত, যাঁরা আস্থার ওপর ভর করে তাঁদের কষ্টার্জিত আয়ের টাকা প্রণামী বাক্সে দিয়েছিলেন, তাঁরা এই চুরি কাণ্ডে প্রতারিত হয়েছেন বলে মনে করছেন। অথচ এহেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। এর জবাবদিহিতা এবং ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা আপনার দায়িত্ব।' প্রধানমন্ত্রীর কাছে শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের আর্থিক কার্যকলাপের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও তুলেছেন রাহুল এবং খাড়গে। তাঁরা বলেছেন, 'সরকার কীভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে গোটা কাণ্ডে পদক্ষেপ করে সেদিকে গোটা দেশ নজর রাখছে।'

চলতি অধিবেশনে আসছে না ইউসিসি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ জুলাই : অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) কার্যকর করা নিয়ে কোনওরকম তাড়াহুড়ো করতে চায় না রাজ্য সরকার। আইনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানাবিধ সামাজিক দিকের কথা মাথায় রেখে চলতি বিধানসভা বাজেট অধিবেশনে এই বিল পেশ করা হচ্ছে না। নবান্ন সূত্রে খবর, পরবর্তীতে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে বিলটি আনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়ে দিল্লিতে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শার সঙ্গে আলোচনার পরই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চান, বিলটি বিধানসভায় পেশ করার আগে এর প্রতিটি ধারা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হোক। সোমবার থেকে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে চলবে আগামী শনিবার পর্যন্ত।

এদিকে পরিষদীয় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আইন দপ্তরের পক্ষ থেকে বিলের খসড়া নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সবুজসংকেত মেলেনি। ফলে চলতি অধিবেশনে বিল পাশের কোনও সম্ভাবনা নেই। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীও জানিয়েছিলেন, রাজ্যে এই আইন কার্যকর করার আগে আলোচনা প্রয়োজন, কারণ এর সামাজিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

গত ১০ জুলাই রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনাপ্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটিতে প্রবীণ বিজেপি নেতা তথাগত রায়, আইএএস অফিসার দুষ্মন্ত নাড়িওয়ালা, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ সহ বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদেরা রয়েছেন। কমিটি বিভিন্ন আইনি, সাংবিধানিক ও সামাজিক দিক খতিয়ে দেখে সুপারিশ জমা দেওয়ার পরই বিলের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি হবে। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রক্রিয়ায় কিছুটা সময় লাগবে।

সংবিধান অনুযায়ী, বিধানসভায় বিলটি পাস হওয়ার পর রাজ্যপাল আর. এন. রবি সম্মতি দিলেই তা আইনে পরিণত হবে।

অভিষেকের অফিস ভাঙায় স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ১৯ জুলাই : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলার অফিস ভাঙার কাজে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শনিবারের পর রবিবারও ভাঙার কাজ চলতে থাকায় হাইকোর্টে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানায় লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার আইনজীবী। বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী নির্দেশ দিয়েছেন, পরবর্তী শুনানিতে নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভাঙার কাজে স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে। নতুন করে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না।

এদিন অভিষেককে নিশানা করে বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'কেউ কি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন অভিষেকের কার্যালয়ের ভিতরে কেন সাদা শাড়ি? এর উদ্দেশ্য কী ছিল?' অন্যদিকে, পুলিশ ও বিজেপির ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে অভিষেক এক্সে লেখেন, 'বিজেপির গুন্ডাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশও ট্রাঙ্কে করে জিনিস নিয়ে যাচ্ছে। এটা উর্দিধারীদের চুরি। যাদের আইন রক্ষা করার কথা, তারাই এখন আইন ভঙ্গকারী হয়ে উঠেছে।'

এদিন বেলা গড়াতেই এয়ার কম্প্রেসার, ভাইব্রেটার ও আধুনিক যন্ত্রপাতি এনে ভাঙার কাজ শুরু হয়। হাতুড়ি দিয়ে জানালা ও দেওয়াল ভাঙা হয়। হাইকোর্টে শুরু হয় তড়িঘড়ি শুনানি। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের আইনজীবী কিশোর দত্ত অভিযোগ করেন, বাড়ির মালিককে নয় বরং সংস্থার ডিরেক্টরকে নোটিশ দেয় প্রশাসন। হাজিরার জন্য যথার্থ সময়, কী কী অভিযোগ, অফিস ভাঙার অর্ডার কপিও দেওয়া হয়নি। এতে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে।

যদিও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র জানান, জেলা পরিষদের তরফে এই নির্মাণের কোনও অনুমোদন ছিল না। কোন আইনের ভিত্তিতে ভাঙার নির্দেশ তা ৩০ জুন জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে আমপান দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুর ও নোদাখালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গত্যাগ তপনের

চুঁচুড়া, ১৯ জুলাই : শহিদ দিবসের দু-দিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়লেন তাঁর দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা তথা সপ্তগ্রামের তিনবারের প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাশগুপ্তও। রবিবার দল ছাড়ার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে গিয়ে রীতিমতো বিষোদগার করে তিনি বলেন, 'কিছু দালাল দলটাকে শেষ করে দিল। দীর্ঘ ১২ বছর দলের জেলা সভাপতি ছিলাম। এবার হুগলি জেলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে তৃণমূল। অনেক কষ্ট করে দল করেছিলাম। পুরোনো কর্মীদের ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। আমি কাউকে দোষ দিতে চাই না। ৪০ বছর রাজনীতি করেছি। কাউকে বিমুখ করিনি। সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিলাম।' তাঁর দলত্যাগ প্রসঙ্গে হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি অসিত মজুমদার জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি খোঁজ নেবেন। নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করেছেন তপন দাশগুপ্ত।

সরকারি খরচে সোমনাথ দর্শন

কলকাতা, ১৯ জুলাই : হাজার বছরের অবিচল বিশ্বাস আর সনাতন ঐতিহ্যকে ছুঁয়ে দেখার এক সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল বাংলার পুণ্যার্থীদের সামনে। আপনি কি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম সোমনাথ মন্দির দর্শনের কথা ভাবছেন, অথচ খরচের চিন্তায় পিছিয়ে যাচ্ছেন? তাহলে আপনার জন্য রয়েছে এক দারুণ সুখবর। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে বিশেষ 'সোমনাথ স্বাভিমান যাত্রা', যেখানে শামিল হওয়ার জন্য নাগরিকদের আমন্ত্রণ জানাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

এই ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক যাত্রায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে গুজরাট যাতায়াতের সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার। আর সোমনাথে পৌঁছনোর পর সেখানে থাকা, খাওয়া এবং স্থানীয় স্তরে যাতায়াতের সমস্ত ব্যবস্থা করবে গুজরাট সরকার। এই যাত্রায় অংশ নিতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গের যেকোনো স্থায়ী বাসিন্দা, প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে যেমন আবেদন করতে পারবেন, তেমনই প্রবীণ,বা একাকী তীর্থযাত্রীদের ক্ষেত্রে একজন করে সঙ্গীকেও সাথে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।

জানা গিয়েছে রাজ্য থেকে মোট ১১০০ জন পুণ্যার্থী যাওয়ার সুযোগ পাবেন। চলতি মাসেই আবেদন করতে হবে জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে।

প্রতিবাদীদের হটাল পুলিশ

ছাতারপুর, ১৯ জুলাই : সোনম ওয়াংচুকের পর এবার কেন-বেতওয়া প্রকল্পের বিক্ষোভকারীদেরও বলপূর্বক হটাল পুলিশ। রবিবার ভোরে মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের বিতর্কিত কেন-বেতওয়া নদী সংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৫ দিন ধরে আন্দোলন তুলে দেয় পুলিশ। ছাতারপুর জেলার কুপি গ্রামের কাছে বারানা নদীর তীরে চলা বিক্ষোভস্থলটিও ভোরবেলা খালি করে দেওয়া হয়। আন্দোলনকারীদের বাসে তুলে যার যার গ্রামে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গ্রেপ্তার হয়েছে আন্দোলনের মাথা অমিত ভাটনাগারসহ ১৫ জনকে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, অমিত ভাটনাগারকে পুলিশ বেআইনিভাবে আটকে রেখেছে। পুলিশের দাবি, দীর্ঘদিন আমরণ অনশনের কারণে আন্দোলনকারী নেতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনে ঋতব্রত

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই : তৃণমূলের প্রতীক ও সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে টানাপড়েনের মাঝেই এবার নতুন চাল চাললেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দিল্লিতে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠক শেষে ঋতব্রত জানান, সংসদের চলতি বাদল অধিবেশন চলাকালীনই রাজ্যের প্রাক্তন সরকারের আমলের বিপুল আর্থিক দুর্নীতির নথি তিনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দেবেন।

নাম না করে দলের 'সেনাপতি' বলে পরিচিত এক প্রভাবশালী নেতার বিরুদ্ধে সরব হন ঋতব্রত। তাঁর অভিযোগ, সরকারি অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর সপক্ষে সব প্রমাণ তাঁর কাছে রয়েছে। সত্য সামনে আনতেই তিনি এই পদক্ষেপ করছেন।

এদিন দলের চেয়ারপারসন অরূপ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিদ্রোহী শিবিরের বেশ কয়েকজন বিধায়ককে নিয়ে নির্বাচন কমিশনে যান ঋতব্রত। তিনি জানান, কমিশনের বাকি থাকা সমস্ত কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া হবে।

তৃণমূলের আসল নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে—এই নিয়ে কালীঘাট ও বিদ্রোহী শিবিরের লড়াই দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত এদিন কমিশনে অতিরিক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি জমা দিয়েছেন, যা তাঁদের দাবিকে আরও জোরালো করবে বলে মনে করছে বিদ্রোহী শিবির। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন বারবার ঋতব্রতদের সময় দেওয়ায় ক্ষুব্ধ কালীঘাট। এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সচিবকে কড়া ভাষায় চিঠি লিখেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তিনি তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন।

তিন ভাগে শহিদ স্মরণ, তৎপর সবাই

রিমি শীল ও অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ জুলাই : মাঝে আর মাত্র একটা দিন। মঙ্গলবার ২১ জুলাই নজিরবিহীনভাবে কলকাতা মহানগরের বুকে তিনটি শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে চলেছে। রবিবার দিনভর তার প্রস্তুতিতে ধরা পড়ল তিনটি ভিন্ন ছবি। যার সঙ্গে তুলনা চলে পুজো বা ক্রিসমাসে একইদিনে টলিউড বা বলিউডের একাধিক বিগ বাজেটের চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়ার।

মেয়ো রোডে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ঋতব্রত তৃণমূলের ঝাঁ চকচকে মঞ্চ তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। অপরদিকে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে ক্যাথিড্রাল রোডে দুপুর পর্যন্ত মঞ্চ গড়ার লেশমাত্র চোখে না পড়লেও রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় কালীঘাট

তৃণমূলের তরফে সক্রিয়তা বাড়ে। মঞ্চ বাঁধার বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে সেখানে পৌঁছে যান কুণাল ঘোষ, দোলা সেনরা। দুই তৃণমূলের পাশাপাশি শহিদ মিনার ময়দানে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজনও প্রায় শেষের দিকে। শহিদ দিবস পালন ঘিরে তিন পক্ষই একে অপরকে টেক্কা দিতে মরিয়া। তবে যাঁদের কথা ভেবে এই আয়োজন, সেই শহিদ পরিবারগুলির সদস্যরা কোন মঞ্চে শেষমেশ যাবেন তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত দোটানায় রয়েছেন।

ঋতব্রত শিবিরের তরফে যে ত্রিস্তরীয় মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে তাতে বসার ব্যবস্থা থাকছে ১৩০ জনের। বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে ছাউনির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ঋত শিবিরের আশা, ১০ হাজার লোকের সমাগম হবে। এদিন সভাস্থল পরিদর্শন করেন ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, অরূপ রায়, আখরুজ্জামান, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস ও স্নেহাশিস চক্রবর্তীরা। উত্তরবঙ্গ সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রায় ৫ হাজার কর্মী-সমর্থকের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে। সোমবার বিকালেই তাঁরা আসতে শুরু করবেন। সেই প্রস্তুতিও চলছে পুরোদমে। অন্যদিকে, দুপুরে লালবাজারে ফের একপ্রস্থ বৈঠক সারে কালীঘাট তৃণমূল। সন্ধ্যে নামতেই ছোট ছোট গাড়িতে করে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে নিয়ে যাওয়া হয় মঞ্চ বাঁধার সামগ্রী। কুণাল বলেন, 'মঞ্চের কাজ রাত থেকেই শুরু হবে।'

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে শহিদ মিনারের মাঠে প্রদেশ কংগ্রেসের সভামঞ্চ তৈরির কাজও চলছে জোরকদমে। এদিন প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার শহিদ মিনার ময়দানে পরিদর্শনে যান। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের রাখা হবে সল্টলেক স্টেডিয়াম এবং বড়বাজারের বিভিন্ন ধর্মশালায়। কালীঘাট তৃণমূলও ভিন জেলা থেকে আসা সমর্থকদের তৃণমূল ভবন ও বড়বাজারের কিছু ধর্মশালায় থাকার ব্যবস্থা করেছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

ভাসমান আগুনের গোলা

বজ্রপাতের সময় অনেক মানুষ দাবি করেন যে তাঁরা বাতাসের মধ্যে ফুটবলের আকারের এক জ্বলন্ত আলোর গোলক ভাসতে দেখেছেন। এই গোলকগুলো হঠাৎ করে ঘরের জানলা দিয়ে ঢুকে এদিক ওদিক ঘুরে আবার মিলিয়ে যায়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বল লাইটনিং বলা হয়। এই রহস্যময় গোলক কীভাবে তৈরি হয় তা আজও পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায়নি।

আকাশে তিনটি সূর্য

শীতের দেশে পরিষ্কার আকাশে অনেকসময় সূর্যের দুই পাশে আরও দুটো উজ্জ্বল আলোর গোলক দেখা যায়। মনে হয় যেন আকাশে একসঙ্গে তিনটি সূর্য উঠেছে। আকাশে ভাসমান বরফের অত্যন্ত ছোট স্ফটিকের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো যখন প্রতিসৃত হয়, তখনই এমন এক নিখুঁত দৃষ্টিভ্রম তৈরি হয়। প্রাচীনকালে মানুষ একে খারাপ সময়ের পূর্বাভাস মনে করত।

রাতের আকাশে রামধনু

রামধনু দেখতে হলে সূর্যের আলো আর বৃষ্টি লাগে। কিন্তু রাতে পূর্ণিমার চাঁদের আলোতেও রামধনু তৈরি হতে পারে। চাঁদের আলো সূর্যের আলোর চেয়ে অনেক ম্লান হওয়ায় মানুষের চোখ এর রংগুলো ঠিকমতো ধরতে পারে না। তাই খালি চোখে একে সাদা রঙের ধনুকের মতো লাগে। ক্যামেরায় সময় নিয়ে ছবি তুললে তবেই এর আসল রং ধরা পড়ে।

সমুদ্রের লাল ঢেউ

মাঝেমধ্যে সমুদ্রের জল হঠাৎ করে টকটকে লাল রঙের হয়ে যায়, যেন জলে রক্ত মিশে আছে। সমুদ্রে থাকা এক বিশেষ ধরনের এককোষী শ্যাওলার পরিমাণ হঠাৎ মারাত্মকভাবে বেড়ে গেলে এমন ঘটনা ঘটে। এই শ্যাওলাগুলো এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ ছাড়ে, যার ফলে হাজার হাজার মাছ এবং সামুদ্রিক প্রাণী মারা গিয়ে উপকূলে ভেসে ওঠে।

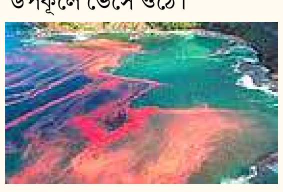

ট্রেনের সূচি ও রুট বদল

নিউজ ব্যুরো

১৯ জুলাই : কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত নিউ জলপাইগুড়ি ইয়ার্ডে মাল্টি সেকশন ডিজিটাল এক্সেল কাউন্টার (এমএসডিএসি) কমিশনিংয়ের কাজ আগামী ২৬ থেকে ২৮ জুলাই-এর মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর জেরে কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচি সাময়িকভাবে পরিবর্তন করা হবে। ট্রেন নম্বর ৫৫৭৪৯/৫৫৭৫০ ২৮ জুলাই বাতিল থাকবে। অন্যদিকে ট্রেন নম্বর ২২৩০১ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ২৮ জুলাই কিশনগঞ্জ থেকে নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে চলবে না। ট্রেন নম্বর ২২৩০২ ২৮ জুলাই কিশনগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করবে।

আবার ২৭ জুলাই ট্রেন নম্বর ১৪০৩৭, ২৮ জুলাই ট্রেন নম্বর ১২৫১০ ও ১৩১৪২-এর সময় পরিবর্তন হবে। ট্রেন নম্বর ২০৫০৪ এবং ১২৪২৪, ২০৫০৫ এবং ১২৪২৩, ২০৫০১-এর রুট পরিবর্তন করা হবে। এছাড়া ট্রেন নম্বর ১৫৬৩১-এর সময়সূচি ২৬ জুলাই ৬০ মিনিট পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

ছ'ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ

শক্তিপুর, ১৯ জুলাই : রবিবার শক্তিপুর থানায় হুমায়ুন কবীরকে তলব করা হয়। এরপর সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। এদিন হুমায়ুনকে শক্তিপুর থানায় ডাকা হয়। পালটা হুমায়ুনের সমর্থকরা থানা ঘেরাও করলেও তাতে আখেরে কোনও লাভ হয়নি। টানা ছয় ঘণ্টা পুলিশ আধিকারিকরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অবশেষে সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'যা হয়ে গিয়েছে সেটা অতীত। কখন কী বলেছিলাম, সেটা বড় কথা নয়। কর্মীসভায় শক্তিপুর থানার ওসির বিরুদ্ধে বলেছিলাম। সেই কারণেই আজ আমায় ডাকা হয়। পুলিশের একটি দল আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমি যথাযথ উত্তর দিয়েছি।'

স্কুলে ছাড়

কলকাতা, ১৯ জুলাই : বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল উপলক্ষ্যে স্কুল শিক্ষা দপ্তর রাজ্যের মর্নিং স্কুলগুলির জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে। দপ্তরের তরফে জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রবিবার রাত ১২টা ৩০ মিনিটে স্পেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে বিশ্বকাপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ায় সোমবার মর্নিং স্কুলগুলিতে উপস্থিতির ক্ষেত্রে শিথিলতা দেওয়া অথবা প্রয়োজন হলে ছুটি ঘোষণা করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। নির্দেশিকাটি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের (মাধ্যমিক ও প্রাথমিক) কাছেও পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলার সমস্ত মর্নিং স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি দ্রুত জানিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁদের অনুরোধ করা হয়েছে।

আহত পুণ্যার্থী

চ্যাংরাবান্ধা, ১৯ জুলাই : শনিবার রাতে চ্যাংরাবান্ধা পঞ্চায়েতের গোপালেরহাটে ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কে পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন সম্রাট বর্মন নামে জল্পেশগামী এক পুণ্যার্থী। মাথাভাঙ্গা থেকে জল্পেশ মন্দিরে পুজো দেওয়ার উদ্দেশে হেঁটে আসছিল পুণ্যার্থীদের দল। সেই সময় গোপালেরহাট এলাকায় রাজ্য সড়কে একটি টোটো তাদের ধাক্কা মারে। চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সম্রাটকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

জয়জিতের নামে প্রতারণার মামলা

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : আলিপুরদুয়ার বিএড ট্রেনিং কলেজের জমি ও সম্পত্তি বেআইনিভাবে বিক্রি এবং আর্থিক দুর্নীতির মামলায় একাধিক বিতর্কে জড়িয়েছিলেন জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের সদ্য প্রাক্তন অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরী। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি পদের অপব্যবহারের অভিযোগও উঠেছিল।

এবার জয়জিতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল আলিপুরদুয়ার থানায়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৯, ৪২০, ৪৬৮, ৪৭১ এবং ১২০-বি ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ভুয়ো পরিচয়ে প্রতারণা, সম্পত্তি আত্মসাৎ, জালিয়াতি, জাল নথিপত্রকে আসল হিসেবে ব্যবহার, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মতো গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে জয়জিতের বিরুদ্ধে। একই মামলায় অভিযুক্তের তালিকায় নাম রয়েছে উপল সামন্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং জয়ন্ত চক্রবর্তীরও। প্রত্যেকেই আলিপুরদুয়ার বিএড কলেজের সঙ্গে যুক্ত।

২০২২ সালের ১৭ মে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপারের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন জনৈক সজল সরকার। সেই অভিযোগপত্রে প্রধান অভিযুক্ত হিসাবে নাম রয়েছে জয়জিতের।

অভিযোগপত্রে একাধিক চাঞ্চল্যকর ও বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগ তোলা হয়। অভিযোগপত্রে বলা হয়, বিচারাধীন হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে কলেজের প্রায় ৬ কোটি টাকার সম্পত্তি (জমি ও ভবন) মাত্র ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হয়। এত কম টাকায় সম্পত্তি বিক্রির নামে আসলে কলেজের বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করার চক্রান্ত হয়েছিল বলেই অভিযোগ তোলা হয়। কিন্তু সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপই হয়নি। কেন পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পরও পদক্ষেপ করেনি বা লিখিত অভিযোগকে এফআইআর হিসাবে গ্রহণ করেনি তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

■ ভুয়ো পরিচয়ে প্রতারণা, সম্পত্তি আত্মসাৎ, জালিয়াতি, জাল নথিপত্রকে আসল হিসেবে ব্যবহার, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মতো গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে জয়জিতের বিরুদ্ধে

■ একই মামলায় অভিযুক্তের তালিকায় নাম রয়েছে উপল সামন্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং জয়ন্ত চক্রবর্তীরও

■ প্রত্যেকেই আলিপুরদুয়ার বিএড কলেজের সঙ্গে যুক্ত

এরপর সজল জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা করেন। ২ জুলাই সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ সজলের অভিযোগ নিয়ে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় উষ্মা প্রকাশ করে। বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, ২০২২ সালের মে মাসে পুলিশ সুপারের কাছে যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ করেছে, তা অবিলম্বে রিপোর্ট আকারে জমা দিতে হবে। রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়, আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপারের কাছ থেকে ওই সংক্রান্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করে পরবর্তী সার্কিট বেঞ্চের শুনানিতে পেশ করার জন্য।

এরপরেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। ১৪ জুলাই সজলকে নোটিশ দিয়ে নথিপত্র সহ থানায় ডাকে পুলিশ। সেগুলো খতিয়ে দেখে অভিযোগের ৪ বছর পর ১৬ জুলাই মামলা নথিভুক্ত করা হয়। জয়জিৎ-এর বিরুদ্ধে মামলার কথা জানাজানি হতেই হইচই পড়েছে আইনজীবী মহলে। এবিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে জয়জিৎকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। সজলের বক্তব্য, 'আদালতের নির্দেশ মেনে পুলিশ ডেকেছিল। তাদের সমস্ত নথিপত্র দিয়েছি। শেষপর্যন্ত এত বছর পর মামলা দায়ের হল।'

জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জাগৃতি মিশ্র বলেন, 'আদালত যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে সেভাবে কাজ করব।'

গরমে কাহিল। রবিবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক

প্রথম পাতার পর

তিনি হাসপাতালের ওপরও আস্থা হারিয়েছেন।

ইতিমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, লাদাখবাসী এই শিক্ষাবিদ ও পরিবেশকর্মীকে আটকে রেখে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনকে কড়া হাতে দমন করার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র। সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন ওই দলের 'সংসদ চলো' কর্মসূচিকে অনুমতি দেয়নি দিল্লি পুলিশ। জানিয়ে দিয়েছে, সংসদের দিকে মিছিল এগোলে মাঝপথে আটকে দেওয়া হবে।

পুলিশের দাবি, ওই কর্মসূচির জন্য আগাম অনুমতিই নেওয়া হয়নি। তবে আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র বৈষ্ণবী গৌর বলেন, 'আমরা লিখিতভাবে আবেদন না করলেও, সশরীরে দিল্লি পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে শীর্ষকর্তাদের এই কর্মসূচি অনেক আগেই জানিয়ে এসেছি। ফলে পুলিশ পুরো বিষয়টি ভালোভাবেই জানে।'

তবে পুলিশের কঠোর মনোভাবকে উপেক্ষা করেই অবশ্য ৫৯ বছর বয়সি সোনম সংসদ অভিযান সফল করার আর্জি জানিয়েছেন। ফলে সোমবারের কর্মসূচি ঘিরে আন্দোলনকারী এবং পুলিশের টানাপোড়েন বাড়ছে। ওয়াংচুককে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে যন্তরমন্তরে তরুণদের ভিড় উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। বামপন্থী একাধিক ছাত্র সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা হাজির হয়েছেন।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, যন্তরমন্তরে মাত্র একদিনের জন্য বিক্ষোভ কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়সীমা পার হয়ে গেলেও বেআইনিভাবে অবস্থান চলছে। সোনমকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর শনিবারও আন্দোলনকারীদের সরে যেতে বলেছিল পুলিশ।

দিল্লি পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, 'সংসদ ভবন ও আশপাশের এলাকা অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং উচ্চ নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে পড়ে। সেখানে এই ধরনের কর্মসূচিতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে, স্তব্ধ হতে পারে মধ্য দিল্লির যান চলাচল। তাই সংসদ অভিযানের অনুমতি দেওয়া হয়নি। মিছিল এগোলে নির্দিষ্ট দূরত্বে আটকে দেওয়া হবে।'

জংলিবাবা মন্দিরে বিশেষ নিরাপত্তা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৯ জুলাই : সোমবার থেকে বাগডোগরার জংলিবাবা মন্দিরে শুরু হচ্ছে পুজো। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা সাতটি সোমবার ধরে এই পুজো চলবে। শিবরাত্রি এবং শ্রাবণ মাস উপলক্ষ্যে এই মন্দিরে প্রতি সোমবার গড়ে প্রায় ২০ হাজার ভক্তের সমাগম হয়।

প্রতিবারের মতো বিশাল এই ভিড় সামলাতে ও পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎপর প্রশাসন। পুরো পুজোর আয়োজনের দায়িত্বে রয়েছে সামরিক বিভাগের ৪৩৬ পিইটি, এএসসি ইউনিট। আইনশৃঙ্খলা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকছে বাগডোগরা থানা এবং ট্রাফিক গার্ড। অন্যদিকে, বন্যপ্রাণীর সুরক্ষার পাশাপাশি হাতির আক্রমণ থেকে ভক্তদের বাঁচাতে নজরদারি চালাবে কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ ও এলিফ্যান্ট স্কোয়াড। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, এবছর ভক্তদের প্রবেশ বা যানবাহন পার্কিংয়ের জন্য কোনও মূল্য দিতে হবে না।

কার্সিয়াং বন বিভাগের এক আধিকারিক জানান, পুজো দিতে আসা ভক্তদের জন্য কিছু বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। যাতায়াতের জন্য ওয়ান ওয়ে ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাগডোগরা-নকশালবাড়ি সড়কের সন্ন্যাসীস্থান চা বাগানের পিছনের ১ নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। পুজো দিয়ে ফিরতে হবে পানিঘাটা রোড ব্যাংডুবির ২ নম্বর গেট দিয়ে। বনের পথে হেঁটে যাতায়াত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রশাসন সূত্রে খবর, সামরিক বিভাগের তরফে শৌচালয়, তাঁবু ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। তবে জঙ্গলের মধ্যে কোনও মেলা বসবে না। জলের বোতল, প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ও থার্মোকল নিয়ে প্রবেশে কড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ১ নম্বর গেটে মেডিকেল ক্যাম্পের পাশাপাশি সেনার দমকল এবং জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির অ্যাম্বুল্যান্স মজুত থাকবে।

হাতির উপদ্রব প্রসঙ্গে বাগডোগরা রেঞ্জের এক আধিকারিক বলেন, 'এখন বাগডোগরা জঙ্গলে প্রায় ৬০টি হাতি রয়েছে। মন্দিরের কাছেই ওই হাতিরা থাকে। স্বাভাবিকভাবেই সুরক্ষার বিষয়টি আমাদের ভাবতে হচ্ছে।'

জংলিবাবার মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ভিড়। -ফাইল চিত্র

চ্যাম্পিয়ন তারাপ্রসাদ

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুলাই : প্রি-সুব্রত কাপ ফুটবলে জেলা পর্যায়ের অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন হল মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়। ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে গয়েরকাটা গার্লস হাইস্কুলকে হারিয়েছে। গয়েরকাটা হাইস্কুল মাঠে জোড়া গোল করে রেখা রায়। অন্য গোলটি প্রতিযোগিতার সেরা আশিস্তা মুন্ডার। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন চালসা গয়ানাথ হাইস্কুল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে গয়েরকাটা হাইস্কুলকে হারিয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন মোহিতনগর গার্লস হাইস্কুল। ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে গয়েকাটা গার্লস হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়।

৬ গোল সৌভিকের

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার পাণ্ডাপাড়া বয়েজ ৮-২ গোলে মিলন সংঘকে হারিয়েছে। ছয়টি গোল করেন ম্যাচের সেরা সৌভিক রায়। পাণ্ডাপাড়ার বাকি গোল দুইটি পাপ্পু রায় ও জয় বিশ্বাসের। মিলনের গোলস্কোরার শেখর ওরাওঁ ও অভিজিৎ রিনি খড়িয়া।

জিতল ফিনিক্স

চালসা, ১৯ জুলাই : দক্ষিণ ধূপঝোরা মিলন সংঘের সাবিনা ইয়াসমিন ও মমতাজ আলি ট্রফি ফুটবলে রবিবার বাতাবাড়ি ফিনিক্স স্পোর্টিং ক্লাব টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে মালবাজার আরবিএ-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ৩-৩ ছিল। ফিনিক্সের সুরজ রসাইলি জোড়া গোল করেন। তাদের অন্যটি ম্যাচের সেরা নবদ্বীপ নার্জিনারির। মালবাজারের গোলস্কোরার হেমো রায়, অনিকেত মঙ্গর ও অলোক রায়।

৬-০'তে জয়

বেলাকোবা, ১৯ জুলাই : সুব্রত কাপ ফুটবলে জেলা পর্যায়ে অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হল বেলাকোবা উচ্চবিদ্যালয়। রবিবার ফাইনালে তারা ৬-০ গোলে দুরামারি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করে রিপন রায়। জোড়া গোল ফাইনালের সেরা আয়ুষ ওরাওঁয়ের। বেলাকোবার অন্য গোলটি দীপ রায়ের।

ইউথের ফুটবল

ক্রান্তি, ১৯ জুলাই : নগরডাঙ্গা ইউথ কর্নার ক্লাব ও পাঠাগারের ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে জলপাইগুড়ি এসবিইউ টাইব্রেকারে ২-০ গোলে শিলিগুড়ি কেপি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল।

নেতাজিকে নিয়ে

প্রথম পাতার পর

সিপিএমের কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাস বলেন, 'ওঁর মন্তব্যে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। বিজেপি নিজেই দেখুক, তারা এমন একজন মানুষকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছে, যিনি নেতাজির মতো স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করেন না। এই মন্তব্যের জন্য ওঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত।' কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকারের কথায়, 'এই সমস্ত কথা বলার আগে নগেন রায়ের ইতিহাস সম্পর্কে ভালো করে বই পড়া উচিত।'

নগেন রায় নিজেকে কোচবিহারের 'মহারাজা' হিসেবে পরিচয় দেন। অথচ কোচবিহারের শেষ মহারাজা ছিলেন জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ। নগেন কীভাবে মহারাজা হয়ে গেলেন- সেই প্রশ্নের উত্তর নেই। তাছাড়া রাজ্যসভা সাংসদ হিসেবে গণতান্ত্রিক দেশে থেকে তাঁর নিজেকে 'মহারাজা' হিসেবে পরিচয় দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

বিজেপির সাংসদ হলেও মাঝেমধ্যে দল সম্পর্কে তিনি বিতর্কিত মন্তব্য করেন। শনিবারই তিনি দাবি করেন, তিনিই বিজেপিকে বাংলায় ক্ষমতায় এনেছেন। এখন বিজেপি তাঁকে পাত্তা দিচ্ছে না। এরপর নেতাজিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যে ফের বিতর্কে নগেন।

হলদিবাড়ি থেকে এনজেপি রুটে ডেমু

জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ি, ১৯ জুলাই : পুরোনো প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একঘেয়েমি কাটিয়ে এবার হলদিবাড়ি ও নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি)-র মধ্যে ছুটতে চলেছে ডেমু ট্রেন। সোমবার থেকেই এই রুটের নিত্যযাত্রীরা পেতে চলেছেন রেলের এই নতুন উপহার। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশন সূত্রে খবর, আগে যে দুটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন এই রুটে দু'বার আসত ও যেত, সেগুলিকে এবার ডেমু ট্রেনে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। এতে দৈনিক দু'বেলা হলদিবাড়ি শহরে রেলগেট বন্ধের হাত থেকে নিস্তার মিলবে। ফলে অফিস টাইমে রেলগেটের যানজট থেকে মুক্তি পাবে সাধারণ মানুষ। সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বলেন, 'দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই ট্রেনের পরিষেবা অনেক উন্নত। সোমবার থেকে একজোড়া ১০ কোচের ডেমু ট্রেন চলাচল করবে।'

ভোরের আগুনে ছাই ৭টি দোকান

তুফানগঞ্জ, ১৯ জুলাই : ভালো করে সূর্যের আলো ফোটার আগেই আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করল তুফানগঞ্জ শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকাকে। ছাই হয়ে গেল সাত-সাতটি দোকান। সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লেন একাধিক ব্যবসায়ী। রবিবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ পুর এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইলেক্ট্রিক অফিস রোডে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ দমকলকেন্দ্রের ২টি ইঞ্জিন ও পুলিশ। দমকলকর্মী ও পুলিশের সম্মিলিত চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে তার আগেই পুড়ে খাক হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ টাকার সামগ্রী। প্রাথমিক তদন্তের পর দমকলের অনুমান, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

অগ্নিকাণ্ডে ৫০ লক্ষেরও বেশি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ব্যবসায়ীদের দাবি। অগ্নিকাণ্ডে দুটি ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর দোকান, দুটি দর্জির দোকান, দুটি সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া দেওয়ার দোকান এবং একটি লন্ড্রি পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী এক মহিলা প্রথমে একটি টিভি সারাইয়ের দোকানের ভেতর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখেন। বিপদ বুঝে তড়িঘড়ি তিনি স্থানীয় এক দোকানদার ও দমকলকেন্দ্রে খবর দেন। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুহূর্তের মধ্যে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। আগুনের শিখা নিমেষের মধ্যে গ্রাস করে নেয় রঞ্জিত দাসের লন্ড্রি ও বাপি সূত্রধরের দর্জির দোকান সহ পাশাপাশি থাকা আরও কয়েকটি দোকানকে। এদিকে খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ দমকলকেন্দ্রের ২টি ইঞ্জিন। প্রায় ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিকে, সব হারিয়ে লন্ড্রি ব্যবসায়ী রঞ্জিত দাস বলেন, 'ক্যাশ বাক্সে রাখা নগদ ১০ হাজার টাকা সহ প্রচুর জামাকাপড় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। দোকান দিয়েই সংসার চলে। প্রশাসনের তরফে আর্থিক সাহায্য না পেলে বিপদে পড়তে হবে।' একই রকম হাহাকার শোনা গেল আরেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী উৎসব দত্তের গলায়। তিনি বলেন, 'কয়েকদিন আগেই বেশ কিছু মূল্যবান সরঞ্জাম কিনে এনে দোকানে রেখেছিলাম। এক রাতের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল।'

তৃতীয় শ্রেণিতে মাতৃভাষার দক্ষতার অডিট

পড়ুয়ার ব্যর্থতায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর। ভালো ফল করা স্কুলকে পুরস্কার, দুর্বলতার ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রাখা হচ্ছে। বদলি, এসএসসি নিয়োগ ও নতুন নিয়োগ নিয়েও আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রীর।

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৯ জুলাই : রাজ্যের প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় পড়া ও লেখার দক্ষতা নিশ্চিত করতে স্কুলশিক্ষা দপ্তর এবার কড়া অবস্থান নিল। রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের ভাষাগত দক্ষতার অডিট করা হবে বলে রবিবার ফালাকাটায় এক অনুষ্ঠানে স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ঘোষণা করেন। উদ্দেশ্য, প্রতিটি পড়ুয়া যেন নিজের মাতৃভাষা সঠিকভাবে পড়তে ও লিখতে পারে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের নিজ জেলায় পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট নীতিমালা আনা হচ্ছে বলেও একইসঙ্গে তিনি জানান। পাশাপাশি এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করা এবং নতুন নিয়োগ শুরুর বিষয়েও তিনি আশ্বাস দেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের ভাষাগত দক্ষতার অডিট করা হবে। সেই অডিটে যদি দেখা যায়, কোনও পড়ুয়া মাতৃভাষা ঠিকমতো পড়তে বা লিখতে পারছে না, তাহলে সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান থাকবে।' অন্যদিকে, যে স্কুল অডিটে ভালো ফল করবে, তাদের পুরস্কৃত করা হবে বলেও তিনি জানান।

শিক্ষামন্ত্রীর এই ঘোষণার পর থেকেই প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও অধিকাংশ শিক্ষকই মনে করছেন, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের মতে, কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোচনার সময়ও রাজ্য সরকার বারবার জানিয়েছে, শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম তার মাতৃভাষা। সেই নীতির ভিত্তিতেই বাংলা সহ বিভিন্ন মাতৃভাষায় পাঠদান, ভাষা শেখার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা এবং প্রাথমিক স্তরে মৌলিক সাক্ষরতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেখা গিয়েছে, অনেক পড়ুয়াই উঁচু ক্লাসে উঠে গেলেও মাতৃভাষায় সাবলীলভাবে পড়তে বা লিখতে পারছে না। এর প্রভাব অন্যান্য বিষয় শেখার ক্ষেত্রেও পড়ছে। সেই কারণেই তৃতীয় শ্রেণিকেই মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের আশা, এই অডিটের মাধ্যমে প্রতিটি স্কুলে ভাষা শিক্ষার প্রকৃত ছবি উঠে আসবে। একইসঙ্গে যেসব স্কুল বা এলাকায় দুর্বলতা ধরা পড়বে, সেখানে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ, বিশেষ পাঠদান এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহের পরিকল্পনাও নেওয়া হতে পারে বলে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর।

শিক্ষক সংগঠনের অনুষ্ঠানে স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। ফালাকাটায়।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (বিদ্যালয় শিক্ষা)-এর আলিপুরদুয়ার জেলা যুগ্ম সম্পাদক সুমন্ত সিংহ বলেন, 'ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি-২০২০ অনুযায়ী আমাদের রাজ্যেও সুন্দর ব্যবস্থাপনা চালু হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের লেখা ও পড়ার দক্ষতা যাচাই করা হবে।আমরা সংগঠনগতভাবে শিক্ষা দপ্তরের এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।' অন্যদিকে, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'সরকারি স্কুলে অধিকাংশই গরিব, নিম্নবিত্ত, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা এমনকি প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীও আসে। তাদের পঠন ও লিখন সামর্থ্য কেবলমাত্র শিক্ষকদের ওপর নির্ভর করে না। শিক্ষকরা তাঁদের সামর্থ্য মাথায় রেখেই পড়ান, ব্যতিক্রম কিছু নেই তা নয়। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপরে সম্পূর্ণ দায় চাপানোর আগে পঠন ও লিখনে অদক্ষতার কারণ খতিয়ে দেখা হবে বলে আশা রাখব।'

এদিন ফালাকাটায় অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (বিদ্যালয় শিক্ষা)-এর সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী সারপ্লাস ট্রান্সফার প্রসঙ্গেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। তিনি জানান, সারপ্লাস নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিনিয়ারিটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। কোনও সিনিয়ার শিক্ষক সারপ্লাস হিসেবে যেতে অনাগ্রহ প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের বয়সে সবচেয়ে নবীন শিক্ষককে সারপ্লাস হিসেবে বিবেচনা করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন দূরবর্তী জেলায় কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে তাঁদের নিজ জেলায় শূন্যপদ থাকলে বদলির বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হবে।' বিবাহজনিত কারণে নিজ বাড়ি থেকে বহু দূরে কর্মরত পার্শ্বশিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও বাড়ির নিকটবর্তী এলাকায় স্থানান্তরের বিষয়ে শিক্ষা দপ্তর ভাবনাচিন্তা করছে বলেও তিনি জানান।

এদিন ২৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার প্রসঙ্গও শিক্ষামন্ত্রী তোলেন। তাঁর কথায়, 'এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়া যাতে দ্রুত সম্পূর্ণ করা যায়, সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।' শুধু তাই নয়, বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর নতুন করে এসএসসি'র নিয়োগ প্রক্রিয়াও শুরু করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

ফুটবল-জ্বরেও ভিজল শিলিগুড়ি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : বিশ্বকাপ ফাইনাল বলে কথা। চার বছরে একবারই আসে। শহর শিলিগুড়ি রবিবার দিনটা তাই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল। সকাল থেকেই সমস্ত কাজ ব্যাকফুটে। সবার আগে ফুটবল। এরপর দিন যতই গড়িয়েছে, সুদূর মার্কিন মুলুকে কী হবে তা নিয়েই তুমুল আলোচনা। রাত গড়িয়ে বৃষ্টি নামলেও তাকে থোড়াই কেয়ার! শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে ব্যাপক ভিড়। জায়েন্ট স্ক্রিনে সবার নজর।

মনোজ দাসকে দেখা গেল বন্ধুর সঙ্গে আর্জেন্টিনার জার্সি পরে হাজির হয়েছেন। স্পেনের জার্সি গায়ে বান্ধবীকে নিয়ে নিমা ভুটিয়াও। বৃষ্টির মধ্যে খেলা দেখা নিয়ে প্রশ্ন করতেই তরুণ বললেন, 'এসব কোনও বাধাই নয়। আমরা সবাই আর্জেন্টিনার ফ্যান। শেষমেশ আমরাই জিতব।' স্পেনের সমর্থকরাও পিছিয়ে ছিলেন না। লামিনে ইয়ামালের পায়ের জাদুতে অনেকেই মজেছেন। সকাল থেকেই সুবল দাসের পরনে বার্সেলোনার জার্সি। বাঘা যতীন পার্কে তাঁকে দেখে বিলাস বর্ধন ও সুপ্রকাশ বিশ্বাসের সরস টিপ্পনী, 'মেসিও কিন্তু বার্সেলোনায় ছিল। ভুললে হবে না।'

রাত বাড়ার সঙ্গে বৃষ্টির দাপট বাড়ল। দর্শকরা অবশ্য বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে সরতে নারাজ। রাত দেড়টার সময় টিপটিপ বৃষ্টি।

চোখ জায়েন্ট স্ক্রিনে। শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে। রবিবার রাতে।

পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও সেখানে থিকথিকে ভিড়। ক্রিকেটে কোহলিদের কামাল দেখতে ভিড় হয় বটে, কিন্তু ফুটবলে? শিলিগুড়িতে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ভিড় শিলিগুড়ি অন্তত স্মরণাতীতকালে দেখেনি। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে কেউ ছাতা খোলার চেষ্টা করেছেন কী, জায়েন্ট স্ক্রিনে নজর আটকে যাওয়ায় তুমুল বকাঝকা ধেয়ে এসেছে।

সেবক রোডের এক পাবে বড় স্ক্রিনের সামনে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের ভিড়টা ছিল চোখে পড়ার মতো। মেসিকে স্ক্রিনে দেখানো মাত্রই বিবেক রায়, আলোক সাহারা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন। খেলা শুরু হতেই জনতার আবেগের বাঁধভাঙা শুরু। মাটিগাড়ার এক পাবে দেবাশিস রায়, সুদীপ্ত বোসদের রীতিমতো ফুটবল-জ্বরে ভুগতে দেখা গেল। ওঁরা গাইলেন, 'মেসি হোক কিংবা ইয়ামাল, যেই জিতুক, ফুটবলের জয়।'

ফুটবল এদিন সবাইকে ছুঁয়েছে। এনজেপি এলাকায় রাজীব ঘোষের দোকানের সমস্ত মিষ্টি এদিন আর্জেন্টিনার পতাকার রংয়ে সেজে উঠেছিল। কী কারণে এই আয়োজন? রাজীব আবেগে ভেসে গেলেন, 'মেসি আমাদের রাজপুত্র। এটা মেসির শেষ বিশ্বকাপ। তাই আমার তরফ থেকে এই বিশেষ আয়োজন।'

বাঘা যতীন পার্কের পাশে চপের দোকানে সন্ধ্যা থেকেই ভিড়। সেখানে হাজির আনন্দ হোড় বললেন, 'বৃষ্টিভেজা রাতে খেলা। একটু চা আর চপ সঙ্গে। আর কী চাই?' মোহাম্মদ ইউনুস খাবার ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করেন। গভীর রাত অবধি কাজের বেশ চাপ ছিল। তবুও কাজের ফাঁকে যতটা পেরেছেন মোবাইলে ম্যাচে নজর রাখার চেষ্টা চালিয়েছেন।

৬৭ মিনিট পর্যন্ত ম্যাচ ড্র। স্পেনের দাপট দেখে আর্জেন্টিনার সমর্থকদের বুক দুরুদুরু। কী হবে তখনও কারও জানা নেই। তবে ফুটবল-প্রীতি কী তা এদিন সবার নতুন করে যে উপলব্ধি হল সে বিষয়ে কিন্তু কারও সন্দেহ থাকল না।

মেসি ম্যানিয়া জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৯ জুলাই : লর্ডসে রো-কো জুটি সিরিজ জয়ের জন্য অনবদ্য লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত হারের বিষাদ গ্রাস করে সকলকে। তখন মন ভালো করার সব দায়িত্ব এসে পরে অপর নীল জার্সির উপর। তারা সেই দায়িত্ব পালনে কতটা সফল হবে, জানতে অপেক্ষা করতে হবে মধ্যরাত পর্যন্ত। রবিবার সন্ধ্যা গড়িয়ে যখন রাত, বিশ্বকাপের সমাপ্তি অনুষ্ঠান চলিয়ে শহর জলপাইগুড়ির কদমতলা, থানা মোড় ও মিলন সংঘ মাঠে চলছে সরকারি এবং পুরসভার উদ্যোগে লাগানো জায়েন্ট স্ক্রিনের সাউন্ড টেস্ট।

টেস্ট যে শুধু আওয়াজেরই হচ্ছে, তা নয়। পাণ্ডাপাড়া, মাসকলাইবাড়িতে টেস্টিং চলছে মাংসেরও। বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল মানে তো তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত পিকনিকও। আবার ডিবিসি রোডের সুজিত রায় সারাদিন দোকান খোলেননি, সারারাত খোলা রাখবেন যাতে ফ্যানদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগানের যাতে অসুবিধা না হয়।

এই দুই টেস্টিংয়ের মাঝেই ঘড়ির কাঁটা ১২টা ছুঁই ছুঁই। হঠাৎ একদল বাইক এসে থামল কদমতলা মোড়ে জায়েন্ট স্ক্রিনের সামনে। গায়ে আর্জেন্টিনার জার্সি। মুখে সুরার গন্ধ চাপা পড়ছে না পানের এলাচের গন্ধেও। প্রস্তুত তারা ট্রফি তোলার মুহূর্ত উপভোগের জন্য। এদিকে থানা মোড়ে স্বয়ং হাজির পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ও।

দুই দলের জাতীয় সংগীত শেষে ম্যাচের কিক অফ হতেই স্ক্রিনের বিপরীতে মাথার সংখ্যা বাড়ছে। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি যেন গৌণ তখন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকা উৎসাহী আর্জেন্টিনার সমর্থকদের সামনে ফিকে পড়তে শুরু করেছে গুটি কয়েক স্প্যানিশ সমর্থকের উল্লাস। চারদিকে শুধু নীল-সাদা বাহিনী আর মেসি মেসি স্লোগান।

মুহূর্তকে উপভোগ। রবিবার রাতে জলপাইগুড়িতে। -শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শনিবার রাতের লাগাতার বৃষ্টির পর রবিবার অলস ছুটির দিনে জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে ক্রিকেট, ফুটবল ও ধর্মীয় আবেগের ছবি ধরা পড়েছে। বৃষ্টি কমতেই রাস্তায় ভিড় জমিয়েছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। জার্সি কেনা, পিকনিক ও জায়েন্ট স্ক্রিনে ম্যাচ দেখার তোড়জোড়ের মধ্যেই দণ্ডি কেটে জল্পেশ যান ভক্তরা।

সকাল থেকে জলপাইগুড়ি শহরে জায়েন্ট স্ক্রিন ও শেড লাগাতে ব্যস্ত ছিলেন পুরকর্মীরা। বাবুঘাটে মোবাইলে গেম খেলে ম্যাচের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তরুণরা। অমিত চট্টোপাধ্যায় ও অঞ্জন মজুমদারদের মতো প্রবীণরা মাংসভাতের পর ভারত-ইংল্যান্ড ওয়ান ডে ম্যাচ দেখে, চায়ের সঙ্গে রাতের ফুটবল ফাইনালের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কোরক হোম কর্তৃপক্ষও আবাসিকদের খেলা দেখা ও স্ন্যাকসের বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল। শহরে রথের মেলা চললেও বৃষ্টিতে ভিড় কিছুটা কম চোখে পড়ছে।

ধূপগুড়ির বাজারে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল রোহিতের কেরিয়ার, ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচ এবং ফুটবল ফাইনাল। রথের মেলাতেও আর্জেন্টিনীয় সমর্থকদের ভিড়ই বেশি ছিল। মালবাজারের শিক্ষক ধৃতিমান রাহা অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান সেরে সপরিবারে আর্জেন্টিনা-স্পেনের লড়াই দেখার পরিকল্পনা করেছেন। সংস্কার সমিতি ক্লাব ও ঘড়ি মোড়ে সরকারি জায়েন্ট স্ক্রিন বসে।

ময়নাগুড়িতেও ছবিটা এক। জল্পেশ শ্রাবণীমেলা ও ফুটবল ফাইনাল ঘিরে চরম ব্যস্ততা।

ভারতীয় কিষান সংঘের বৈঠক

মালবাজার, ১৯ জুলাই : মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের কনফারেন্স হলঘরে রবিবার ভারতীয় কিষান সংঘের বৈঠক হয়। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কার্তিকচন্দ্র বিশ্বাস, জেলা সভাপতি বিনয় পোদ্দার, সম্পাদক নিরঞ্জন সরকার সহ অন্যরা ছিলেন। এদিন মাল ব্লক কমিটি তৈরি করা হয়। গৌতম সাহাকে ভারতীয় কিষান সংঘের মাল ব্লক কমিটির সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। পাশাপাশি জৈব চাষ সহ কৃষকদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

ত্রিবার্ষিক সম্মেলন

ধূপগুড়ি, ১৯ জুলাই : ধূপগুড়ি বিডিও রোডের এক বেসরকারি ভবনে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির ত্রিবার্ষিক সম্মেলন হয়। কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা এবং কৃষকদের কাছে ন্যায্যমূল্যে সার ও কৃষি উপকরণ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেই সঙ্গে সারের কালোবাজারি রোধে সংগঠনের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক জগবন্ধু সাহা। এছাড়া আগামী তিন বছরের জন্য ২৭ সদস্যের নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে সুশীলকুমার ঘোষ, সুব্রত ঘোষ এবং কৈলাস হানসারিয়া।

বার্ষিক কুইজ

ধূপগুড়ি, ১৯ জুলাই : অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের ধূপগুড়ি শাখার পরিচালনায় রবিবার ধূপগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর উপর বার্ষিক লিখিত কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। তিনটি গ্রুপে এই প্রতিযোগিতায় ৬২০ জন অংশগ্রহণ করেন। যুব মহামণ্ডলের ধূপগুড়ি শাখার সভাপতি সত্যজিৎ চক্রবর্তী বলেন, প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বাড়ছে। এটা ইতিবাচক লক্ষণ। আগামী বছর হাজার অংশগ্রহণকারী আশা করছি আমরা।

বৃষ্টি বিঘ্নিত বাজারে ময়নাগুড়িতে গৃহস্থদের সবজি কেনা। রবিবার বাণীব্রত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

বর্ষণে সবজির দাম বাড়ছে

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৯ জুলাই : টানা বৃষ্টিতে জনজীবনের পাশাপাশি প্রভাব পড়েছে বাজারেও। মালবাজার, ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়িজুড়ে একদিকে ক্রেতার ভিড় কমেছে, অন্যদিকে কাঁচা সবজির দাম বেড়েছে। সাধারণের ভোগান্তির একশেষ।

মালবাজার শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গত তিনদিন ধরে বৃষ্টির জেরে প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছেন না। বাজার, অফিস, স্কুল-কলেজেও ভিড় ছিল কম। রবিবার মালবাজার ও ওদলাবাড়ির সাপ্তাহিক হাটেও সকাল থেকে ক্রেতার উপস্থিতি ছিল হাতেগোনা। মালবাজার সাপ্তাহিক হাটের সবজি ব্যবসায়ী রঞ্জিত রায়, কুণাল দাস প্রমুখ জানান, কাঁচা আনাজের পাইকারি বাজারের দাম অনেকটা বেশি হওয়ায় এদিন সাপ্তাহিক হাটে কাঁচা সবজির দাম কিছুটা বেশি রাখতে হয়েছে। তাঁদের দাবি, টানা বৃষ্টির কারণে পাইকারি ও স্থানীয় বাজারে কাঁচা সবজির আমদানি কমেছে। চা বাগানের কর্মী সুকমল দে সরকার বলেন, 'কাজের ব্যস্ততার কারণে রবিবার সাপ্তাহিক হাট থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে থাকি। অন্য সপ্তাহের তুলনায় এদিন জিনিসপত্রের দাম অনেকটাই বেশি ছিল।' ব্যবসায়ী মদন পোদ্দার বললেন, 'পাইকারি বাজারে আলু, পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদেরও দাম বাড়াতে হয়েছে।' স্থানীয় বাসিন্দা সৌরভ দাসের কথায়, 'সাপ্তাহিক হাটে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই পরিমাণে কম বাজার করতে হয়েছে।' টানা বৃষ্টির জেরে সাপ্তাহিক হাটে লোকসমাগম কমেছে। এতে ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে মালবাজার হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কমল দত্ত জানিয়েছেন।

ধূপগুড়িতে বর্ষার জেরে স্থানীয় সবজি চাষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। জলমগ্ন খেতে বেগুন, পটল, ঝিঙে, উচ্ছে, শসা, চালকুমড়ো, লাউ ও বরবটির উৎপাদন কমে যাওয়ায় গত দুই সপ্তাহে পাইকারি ও খুচরো বাজারে দাম উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলো উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে, টমেটো নাসিক এবং ক্যাপসিকাম, গাজর, বিট বেঙ্গালুরু থেকে এলেও স্থানীয় উৎপাদনের ঘাটতি পূরণ হচ্ছে না। বর্তমানে বেগুনের পাইকারি দাম ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, খুচরো বাজারে ৫০ থেকে ৬০ টাকা। পটল, ঝিঙে, উচ্ছে, শসা, চালকুমড়ো ও লাউয়ের দামও অনেক বেড়েছে। খুচরো বিক্রেতা শংকর পাল বলেন, 'আমাদের বেশিরভাগ ক্রেতাই নিয়মিত দোকানে আসেন। তাঁদের কাছ থেকে বাড়তি দর নেওয়া আমাদেরও ভালো লাগে না। তবে বৃষ্টির কারণে পাইকারি দামটা এত বেশি বেড়ে গিয়েছে যে আমাদেরও করার কিছুই নাই। বাস্তবে

■ বৃষ্টিতে মালবাজার, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ির মতো এলাকায় সবজির জোগান কমেছে

■ স্থানীয় উৎপাদন কমায় বাজারে সবজির দামে লাগাম টানা যাচ্ছে না

■ লংকার দাম ময়নাগুড়িতে বেড়ে কেজি প্রতি দুশো টাকায় পৌঁছেছে

পাইকারি দাম বাড়লে খুচরো বাজারে লাভ বেশি হয় না। আমরাও দাম কমার অপেক্ষায় রয়েছি।' আড়তদার প্রশান্ত দত্ত বললেন, 'বৃষ্টি লাগাতার হলে এই সমস্যা হবেই।' ব্যবসায়ীদের মতে, দক্ষিণবঙ্গ ও বিহার থেকে চাহিদা বাড়ায় ফড়েরাও বেশি দামে সবজি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।

ময়নাগুড়িতেও টানা বৃষ্টির জেরে কাঁচা লংকার দাম কেজিপ্রতি ২০০ টাকায় পৌঁছেছে। কয়েকদিন আগেও যার দাম ছিল ১২০ টাকা। সবজি বিক্রেতা তথা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুভাষ সাহা বলেন, 'পাইকারি বাজারে লংকা কেজিতে ১৫০-১৭০ টাকা দাম পড়ছে। সেই কারণেই ২০০ টাকা খুচরো বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে।' এর জেরে রঞ্জন দে-র মতো অনেক ক্রেতাই সমস্যায় পড়েছেন। পাইকারি সবজি ব্যবসায়ী সঞ্জয় দাস বলেন, 'আসলে বৃষ্টির জেরে লংকা গাছের ক্ষতি হয়েছে। সেই কারণেই আমদানি কয়েকদিন ধরেই কমে গিয়েছে।' ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'অবিরাম বৃষ্টির জেরেই লংকা গাছের ক্ষতি হচ্ছে। খুব বেশি বৃষ্টি হলে লংকা গাছ বাঁচিয়ে রাখা কঠিন এবং ফলনও কমে যায়। অনেক লংকা গাছের জমিতে জলও জমে গিয়েছে।' কৃষি মহলের মতে, ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে শুধু লংকা নয়, অন্যান্য সবজির উৎপাদনেও আরও প্রভাব পড়বে। ফলে বাজারদর আরও বাড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

আবর্জনা সমস্যায় দিল্লি মডেলের ভাবনা

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : এখনও শহরে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা থেকে পাড়ার অলিগলি পর্যন্ত আবর্জনা স্তূপাকারে পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজতে পুরনিগম 'দিল্লি মডেল' অনুসরণের ভাবনা শুরু করেছে।

পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই বলেন, 'এনিয়ে রাজ্যের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে। রাজ্য সবুজ সংকেত দিলেই পুরনিগমের একটি টিম দিল্লিতে পাঠানো হবে। সেই টিম পুরো বিষয়টি প্রত্যক্ষ করবে। পরে শহরে ফিরে তা নিয়ে পর্যালোচনা করবে। সেই পথেই সমস্যার সমাধান খোঁজা হবে।' পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লিতে বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্টক পয়েন্টে রাখা হয়। প্রতিটি স্টক পয়েন্টে কংক্রিটের ছোট ঘর থাকায় আবর্জনা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে না। এতে দূষণ ও দুর্গন্ধও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে।

শিলিগুড়িতেও একাধিক স্টক পয়েন্ট রয়েছে। তবে সেখানে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে আবর্জনা খোলা জায়গায় পড়ে থাকে এবং ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সমস্যা এড়াতেই দিল্লির আদলে কংক্রিটের স্টক পয়েন্ট গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়ন এখন রাজ্য সরকারের অনুমোদনের উপরই নির্ভর করছে।

প্রশ্নে নারী নিরাপত্তা

শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই : প্রকাশ্য রাস্তায় এক মহিলা ও এক কিশোরীকে হেনস্তার পৃথক দুটি ঘটনায় শিলিগুড়িতে ফের নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। শনিবার রাতে প্রধাননগর থানা এলাকার বাঘা যতীন কলোনিতে মায়ের সঙ্গে যাওয়ার সময় এক কিশোরীর সঙ্গে এক ব্যক্তি অশালীন আচরণ করে বলে অভিযোগ। বিষয়টি পুলিশকে জানানোর কথা বললে ওই ব্যক্তি হুমকি দিতে থাকে। এই ঝামেলার কথা পৌঁছে যায় প্রধাননগর থানার পুলিশের কাছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে আটক করে। পরে ওই কিশোরীর মায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে, এদিনই আরেকটি অভিযোগ হয়েছে ভক্তিনগর থানায়। পেশায় পরিচারিকা এক তরুণী দাবি করেন, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নেশাগ্রস্ত কয়েকজন তরুণ তাঁকে ঘিরে ধরে মোবাইল ফোন ও টাকা ছিনিয়ে নেয়। তাঁকে হেনস্তা করা হয়। ওই তরুণরা তরুণীর ভিডিও করে নেয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

কল মেরামত

জলপাইগুড়ি, ১৯ জুলাই : রবিবার জলপাইগুড়ি শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের জাতীয় কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ভাঙা কল মেরামতের কাজ শুরু হয়। অভিযোগ, পানীয় জলের চরম অব্যবস্থা ওই ওয়ার্ডে। কলগুলি দীর্ঘদিন ভাঙা অবস্থায় পড়ে ছিল। তাছাড়া জলে মারাত্মক দুর্গন্ধ। বাধ্য হয়ে দূরবর্তী অরবিন্দনগর এলাকা থেকে জল আনতে হচ্ছিল এতদিন। এই নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন স্থানীয়রা। বাসিন্দাদের দাবি, বারবার স্থানীয় কাউন্সিলারকে অভিযোগ জানানো হলেও সমস্যার সুরাহা হয়নি। এদিন কল সারাইয়ের কাজ শুরু হতে জলের অপচয় বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকে স্বস্তি পেয়েছেন এলাকাবাসী। ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিংকু বিশ্বাস বলেন, 'নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কল সংস্কারের কথা পুরসভায় জানানো হয়েছিল। পুরসভা থেকেই কল সংস্কারের কথা। এখন যদি কংগ্রেস কর্মীরা এসে মেরামত করে থাকেন, সেটা আমার জানা নেই।'

আজ চাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের দিন

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : ঠাকুমা-দিদিমার মুখে শুনে ছোটবেলায় সকলেরই চাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। একটু বড় হয়ে ছাদে আর চাঁদে সম্পর্ক হয় আরও গভীর। চাঁদ যেন আমাদের শৈশবের নস্টালজিয়া আর যৌবনের রোমান্টিকতার এক নীরব সাক্ষী।

এই শহরেই চাঁদের সঙ্গে প্রিয়া মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কটা ভারী মিষ্টি। চাঁদ দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। বাড়ির ছাদ থেকে অবাক চোখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। স্বামীর স্কুটারের পেছনে বসে চলতে চলতেও বুঝতে পারেন চাঁদ থেকে তাঁর নজর সরছে না। একবার পুরীতে গিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত সমুদ্রের ধারে বসে স্বামীর সঙ্গে চাঁদ দেখেছিলেন। একটু লাজুক গলাতেই বলছিলেন, 'আমার মুখের সঙ্গে চাঁদের তুলনা না করলেও, খোলা আকাশের নীচে বসে সেদিন আমার স্বামী আমাকে অনেক কথাই দিয়েছিল। আমিও তার হাতে হাত রেখে পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছিলাম। আর এই ঘটনার সাক্ষী ছিল শুধু চাঁদ।'

চাঁদকে ঘিরে এমন আবেগ জড়িয়ে আছে শহরের তরুণ কবি সুভানের মনেও। ছোট থেকেই চাঁদ দেখতে ভালোবাসেন তিনি। তাঁর মনে হয়, চাঁদ যেন সারারাত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে। এই ভাবনা নিয়ে একটি কবিতাও লিখেছেন তিনি। সুভান বলছিলেন, 'চাঁদ আমার কাছে একজন বন্ধু। সূর্যের দিকে তাকানো যায় না। কিন্তু চাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলা যায়। চাঁদের সারারাত সঙ্গে সঙ্গে থাকাটা আমাকে খুব মুগ্ধ করে।' শুধু পূর্ণিমার গোল চাঁদ দেখবেন বলে একসময় বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে সাহু নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এই কবি।

লেখিকা মৌসুমি হাজরার অনুভূতিও অনেকটা এমনই। তিনি বলেন, 'কোনও বস্তুর দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলে একঘেয়ে লাগতে পারে। কিন্তু চাঁদের দিকে একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকা যায়। অবাক হওয়া যায়। বিস্মিত হওয়া যায়। ছোটবেলা থেকেই চাঁদের সঙ্গে রূপকথা আর

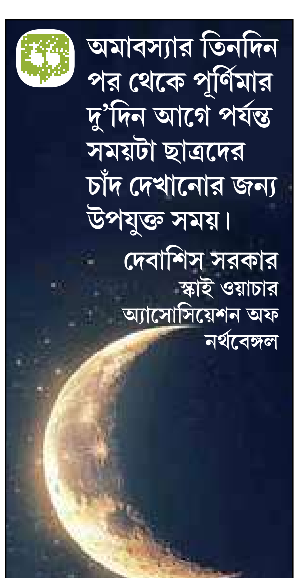

ঘুমপাড়ানি গান জড়িয়ে রয়েছে।'

চাঁদের সঙ্গে শুধু রোমান্টিকতা নয়, জড়িয়ে আছে বিজ্ঞানও। চাঁদ যেমন পৃথিবীর জোয়ারভাটা নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই কবির কল্পনায় তা হয়ে ওঠে প্রেয়সীর মুখ। শহরের বুকে সন্ধ্যা নামলেই কত ছাদ, ব্যালকনি বা রাস্তা থেকে কত চোখ যে চাঁদের স্নিগ্ধ রুপালি আলো মুগ্ধ হয়ে দেখে, তার ইয়ত্তা নেই। আর এই চাঁদের বুকেই ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই প্রথম পা রেখেছিলেন মার্কিন মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং। মানব ইতিহাসের সেই যুগান্তকারী দিনটিকে স্মরণ করেই প্রতিবছর ২০ জুলাই পালিত হয় 'ইন্টারন্যাশনাল মুন ডে'।

বিজ্ঞান বলছে, টেলিস্কোপ দিয়ে মনভরে চাঁদ দেখার জন্য নির্দিষ্ট কিছু সময় রয়েছে। স্কাই ওয়াচার অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থবেঙ্গল (সোয়ান)-এর দেবাশিস সরকার বলেন, 'অমাবস্যার তিনদিন পর থেকে পূর্ণিমার দু'দিন আগে পর্যন্ত সময়টা ছাত্রদের চাঁদ দেখানোর জন্য উপযুক্ত সময়। পূর্ণিমার দিন চাঁদের যে মুখ আমরা দেখতে পাই, তাতে সরাসরি আলো পড়ে। তাই চাঁদের গায়ের পাহাড় বা সমুদ্রগুলো পূর্ণিমার দিনে খুব ভালোভাবে বোঝা যায় না।'

উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডুও জানালেন একই কথা। তিনি বলেন, 'ভালো করে চাঁদ দেখার জন্য মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশের প্রয়োজন হয়। তাই উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে আমরা শীতকালেই চাঁদ দেখানোর ব্যবস্থা করি। অমাবস্যার দু'তিনদিন পর থেকেই টেলিস্কোপে চাঁদ খুব ভালো দেখা যায়। প্রথমে একফালি, তারপর অর্ধচাঁদ এবং ধীরে ধীরে পূর্ণচাঁদ— এই ভাগগুলো একে একে দেখা যায়।'

বিজ্ঞান এত এগোলেও চাঁদের গ্রহণ নিয়ে আমাদের সমাজে এখনও অনেক সংস্কার রয়েছে। কেউ বলেন গ্রহণের সময় খাবার খাওয়া বারণ, আবার কেউ গ্রহণ শেষ হলেই রান্নাঘরের বাসন ধুতে শুরু করেন। এই বিষয়টিকে সমাজের তৈরি করা 'কুসংস্কার' বলেই স্বীকার করে নিলেন এই দুই বিজ্ঞানের প্রচারক। তাঁদের আক্ষেপ, সভ্যসমাজে এখনও বহু মানুষ এই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন এবং ছোটদের ওপরেও তা চাপিয়ে দিচ্ছেন।

হিটম্যান ফিরতেই সিরিজ ইংল্যান্ডের

নির্বাচকদের আশ্বস্ত করে ফের একবার ব্যাটে ঝড় তুললেন রোহিত শর্মা।

ইংল্যান্ড-৩৮৭/৩ ভারত-৩৬০/৭

লন্ডন, ১৯ জুলাই : আদিল রশিদের ডেলিভারিতে হাঁটু মুড়ে স্লগ সুইপ। বল মিডউইকেট বাউন্ডারি পার হতেই ব্যাট তুলে অভিবাদন গ্রহণ। আর তারপরই নতুনভাবে স্টান্স নিয়ে নয়া শুরু রোহিত শর্মার (১১০ বলে ১৩৮)।

একদিনের আন্তর্জাতিকে ৩৪ নম্বর শতরান। তাও আবার ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসের আঙিনায় প্রথম ভারতীয় হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে শতরান। ৩৯ বছর বয়সে। সেঞ্চুরিটা এমন একটা সময়ে এল, যখন তাঁর অবসর নিয়ে জল্পনা ছিল চরমে। সঙ্গে ছিল তুমুল বিতর্ক। সঙ্গে সেই প্রশ্নটা, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে হিটম্যানকে দেখা যাবে তো? রবিবার লর্ডসে রোহিত রাজের পর এই প্রশ্নটা আর ওঠাই উচিত নয়। যদিও গৌতম গম্ভীরের জমানায় ভারতীয় ক্রিকেটে 'অসম্ভব' বলে কিছু হয় না আর।

চব্বিশ বছর পর!

১৩ জুলাই ২০০২। দ্য হোম অফ ক্রিকেটে ছিল ন্যাটওয়েস্ট ট্রফির ফাইনাল। ভারতীয় ক্রিকেটে স্বপ্নের এক রাত। লর্ডসের বারান্দায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জামা খুলে ওড়ানোর রাত। হিটম্যান শতরান করে জামা খুলে উড়িয়েছেন, এমন খবর নেই। কারণ, ভারত ম্যাচ জেতেনি। রোহিতের সঙ্গে জুটিতে প্রথমে অধিনায়ক শুভমান গিল (৭৭) ও পরে ছিলেন বিরাট কোহলিও (৭৪) অসম্ভব জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রোকো ফিরতেই খেল খতম ভারতের। তাই লর্ডসে সিরিজের ভাগ্য নির্ধারণের ম্যাচে টসে জিতে ভারতীয় বোলিংকে ক্লাব স্তরে নামিয়ে এনে ইংল্যান্ডের ৩৮৭/৩ রানের জবাবে ৩৬০/৭ রানে থমকে গেল ভারত। রোকো ম্যাজিকের (৮৬ বলে ১১৩ রানের পার্টনারশিপ) পরও সিরিজ হার ভারতের। হিটম্যান ফেরার পরই বদলে গেল ছবিটা। স্যাম কুরানের (৭৫/৪) স্লোয়ার-কাটারের স্পেলে আচমকা পরপর উইকেট হারিয়ে ২৭ রানে ম্যাচ ও ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হার।

টসে জিতে 'দ্য হোম অফ ক্রিকেটে' প্রথমে ব্যাটিং করে ইংল্যান্ড রানের এভারেস্টে পৌঁছে গিয়েছিল। এমন একটা স্কোর, যা অতীতে কখনও দেখেনি 'দ্য হোম অফ ক্রিকেট'। যদিও বেন ডাকেট (১৪১), জ্যাকব বেথেল (৯১), জস বাটলার (১৩ বলে অপরাজিত ৪১) জো রুটদের (৪৮ বলে অপরাজিত ৭৪) কাজটা খেলার শুরু থেকেই সহজ করে দিয়েছিলেন প্রিন্স যাদব, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণারা। ক্রমাগত ভুল লাইনে এলোমেলো বোলিং করে গেলেন ভারতীয় বোলাররা। সঙ্গে শৃঙ্খলা শব্দটাও ছিল না। যার প্রমাণ ১৬টি ওয়াইড সহ অতিরিক্ত মোট ২৬ রান। সঙ্গে রয়েছে মন্থর ওভাররেটের অশনিসংকেতও। হয়তো শাস্তিও পেতে হবে ভারতীয় দলকে। এমন পারফরমেন্স বিশ্বের অন্যতম সেরা দলের জন্য মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়। অর্শদীপ সিংদের নিয়ে দলের বোলিং কোচ মর্নি মরকেল কী কাজ করছেন, আজকের পর আরও বেশি করে প্রশ্ন উঠবে। উঠছেও।

রোহিতের শেষ একদিনের ম্যাচ। হিটম্যানের অবসর ঘোষণা। শেষ কয়েকদিনে বারবার অবসর বিতর্কে বিদ্ধ হয়েছেন হিটম্যান। ভারতীয় দলের সাজঘরে তাঁর সঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীর ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সম্পর্কের রসায়ন যে তলানিতে, তা বোঝার জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার মন্তব্য চলে আসার পর শেষ দুই ম্যাচের তুলনায় রোহিতকে আজ লর্ডসে অনেক বেশি ফুরফুরে মনে হল। শুধু তাই নয়, তাঁর মধ্যে এখনও ক্রিকেট বাকি রয়েছে, ক্রিকেটের মক্কায় তারও প্রমাণ দিয়েছেন হিটম্যান। লর্ডসের বাইশ গজে এমন সব শট খেলেছেন হিটম্যান, যা তিনি ২০১৯ সালে বিলেতের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে খেলেছিলেন।

মার্কিন মুলুকে স্পেনের বিরুদ্ধে ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনালে আজ লিওনেল মেসি শেষবার মাঠে নামছেন। কিন্তু রোহিতের 'লাস্ট ডান্স'-এর এখনও দেরি রয়েছে।

অর্ধশতরানের পর শুভমান গিল। রবিবার লর্ডসে।

লর্ডসে ওডিআইয়ে সর্বাধিক ১৪১ রান করলেন বেন ডাকেট।

সমালোচকদের ভুল প্রমাণ করে

সেরার মঞ্চে মেসি

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
জয় মণ্ডল

নিউ ইয়র্ক, ১৯ জুলাই : নিউ জার্সির টার্নপাইক ধরে মেটলাইফ স্টেডিয়ামের দিকে এগোলে এখন বাতাসে শুধুই একটা নামের স্পন্দন। ইস্ট রাদারফোর্ডের ক্যাফেগুলোতে কফির কাপে একটাই চর্চা- ৩৯ বছর বয়সেও একটা মানুষ কীভাবে যাবতীয় হিসেবনিকেশ এমন অবলীলায় উলটে দিতে পারেন! আজ

এমএলএস বৃদ্ধাশ্রম নয়

কিছুক্ষণ পরে এই মাঠেই স্পেনের মুখোমুখি আর্জেন্টিনা। আর এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে গত কয়েকদিন ধরে আমি খুব কাছ থেকে দেখছি, কীভাবে লিওনেল মেসি নামের একটা প্রতিষ্ঠান আমেরিকার গোটা ফুটবল মানচিত্রটাই বদলে দিয়েছে।

অথচ তিন বছর আগের ছবিটা মনে করে দেখুন। ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, ফুটবল ঈশ্বরের এবার বোধহয় বিশ্রাম নেওয়ার পালা। বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ তো বিবৃতি দিয়ে খোঁচাই মেরেছিল যে, স্পটলাইট আর প্রত্যাশার চাপ থেকে দূরে, তুলনামূলক সহজ একটা লিগে খেলতে চেয়েছেন মেসি। ব্রিটিশ ধারাভাষ্যকাররা তাঁকে 'ফুরিয়ে যাওয়া' তকমা দিয়ে মেজর লিগ সকারকে (এমএলএস) 'অবসরপ্রাপ্তদের লিগ' বলে দেগে দিয়েছিলেন।

কিন্তু নিউ জার্সির এই গুমোট গরমে দাঁড়িয়ে আজ যখন পিছন ফিরে তাকাই, মনে হয় ইউরোপীয় ফুটবল পণ্ডিতরা এই মানুষটার মজ্জায় মিশে থাকা মানসিকতাটাই বুঝতে পারেননি। মায়ামির কর্ণধার জর্জে মাস যাঁকে বলেন, 'প্রতিযোগিতার এক অদম্য দানব।' হার শব্দটা যাঁর অভিধানে নেই। গত বছর প্রাক মরশুম প্রস্তুতি ম্যাচে আল নাসেরের কাছে ৬-০ গোলে হারের পর ড্রেসিংরুমে সতীর্থদের ওপর তাঁর সেই ক্ষোভের কথা আজ আর কারও অজানা নয়। 'তোমরা যদি এখনও ঘুম থেকে না ওঠো, তবে চলো সবাই বাড়ি ফিরে যাই'- মেসির এই ধমক বুঝিয়ে দিয়েছিল, নিছক প্রীতি ম্যাচ বা অনুশীলনে তাসের দান- কোথাও তিনি হারতে রাজি নন।

মায়ামিতে এসে তিনি আসলে ফুটবলের সেই পুরোনো আনন্দটা ফিরে পেতে চেয়েছিলেন, যা ইউরোপের দমবন্ধ করা চাপে কোথাও হারিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আনন্দ পাওয়ার অর্থ জেতার খিদে হারিয়ে ফেলা নয়। বিশ্বকাপের জন্য তিনি নিজেকে তিল তিল করে প্রস্তুত করেছেন, মায়ামির অনুশীলনে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছেন।

আর মেসির এই অদম্য জেদ আজ এমএলএসেরও খোলনলচে বদলে দিয়েছে। লিগ কমিশনার ডন গার্বারের সেই দূরদর্শী সিদ্ধান্ত আজ সফল। একটা সময় যে লিগকে বাতিল তারকাদের বৃদ্ধাশ্রম ভাবা হত, আজ সেখানে রবার্ট লেওয়ানডস্কি, আতোয়াঁ গ্রিজম্যান, টমাস মুলার বা সন হিউং-মিনের মতো তারকারা ছুটে আসছেন। লিগ কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছে, দর্শক টানতে গেলে শুধু বয়স্ক তারকা আনলেই হবে না, লিগের সার্বিক মানও বাড়াতে হবে। আর এই নীরব বিপ্লবের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন হলেন স্বয়ং মেসি। তিনি গোটা বিশ্বকে প্রমাণ করে দিলেন, আমেরিকার লিগে খেলেও বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ পর্যায়ে কেবল টিকে থাকাই নয়, টানা দ্বিতীয়বার টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হওয়ার দৌড়ে থাকা যায়।

বুধবার সেমিফাইনালের শেষ বাঁশি বাজার পর হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর সেই আকাশভেদী চিৎকার বুঝিয়ে দিয়েছে, ভেতরে জেতার আগুনটা আজও ঠিক কতটা দাউদাউ করে জ্বলছে।

তিনটি বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে নেতৃত্ব দিলেন লিওনেল মেসি।

জাপান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর কোচ ইরওয়ানশাহ আদি প্রাতামার সঙ্গে পিভি সিন্ধু। টোকিওতে রবিবার।

জাপান জয় করে ইতিহাসে সিন্ধু

টোকিও, ১৯ জুলাই : প্রথম ভারতীয় হিসেবে জাপান ওপেন জয়ের কৃতিত্ব অর্জন। ইতিহাসে জায়গা করে নিলেন পিভি সিন্ধু।

দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী সিন্ধুকে মাঝে অনেকটা সময় চেনা ছন্দে দেখা যায়নি। টোকিওর মাটিতে তাঁর খেতাবের খরা কাটল। রবিবার জাপান ওপেন ফাইনালে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আকানে ইয়ামাগুচির সামনে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ছিলেন সিন্ধু। জাপানি প্রতিপক্ষকে দৌড় করিয়ে ক্লান্ত করে দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ। তারপরও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হল দুই তারকা শাটলারের মধ্যে। ৩১ বছরের সিন্ধুর সামনে শেষপর্যন্ত পেরে ওঠেননি ২৯-এর ইয়ামাগুচি। ২১-১৭, ২১-১৭ পয়েন্টে জয় ছিনিয়ে নেন হায়দরাবাদি শাটলার।

চলতি বছরের শুরু থেকেই ধীরে ধীরে হারানো ছন্দ ফিরে পাচ্ছিলেন সিন্ধু। জাপানে এসে অবশেষে খরা কাটল। এর আগে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে ১৯৮৩ সালে জাপান ওপেন ফাইনালে খেলেছিলেন প্রকাশ পাড়ুকোন। তার ৪৩ বছর পর ভারতকে খেতাব এনে দিলেন সিন্ধু। ঐতিহাসিক সাফল্যের পর ভারতের তারকা শাটলারের চোখে জল। তিনি বলেছেন, 'এই জয়টা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কঠোর পরিশ্রম করেছি। বিশ্বাস ছিল আমি পারব।'

চ্যাম্পিয়ন বিবেষনা, ব্রোঞ্জ মণীশ-কৌস্তভ-সন্বেষার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : কলকাতায় সরোজ ঘোষ মেমোরিয়াল স্টেট র‍্যাংকিং স্টেজ থ্রি টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিলিগুড়ির বিবেষনা সাহা। ফাইনালে সারিকা শাহিদের বিরুদ্ধে ৩-২ গেমে তার জয় এসেছে। সেমিফাইনালে বিবেষনা একই ব্যবধানে হারিয়েছে সৃজনী মিত্রকে। বিবেষনার মতোই ট্যালেন্ট স্কাউট টেবিল টেনিস হাবের আরও তিন সদস্য- সন্বেষা দেব, মণীশ দাম ও কৌস্তভ চক্রবর্তী পদক জিতেছে। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিভাগে সন্বেষা ব্রোঞ্জ পেয়েছে। ছেলেদের একই বয়স বিভাগ থেকে ব্রোঞ্জ এনেছে মণীশ ও কৌস্তভ।

কলকাতায় পদক জয়ী ট্যালেন্ট স্কাউট টেবিল টেনিস হাবের চার শিক্ষার্থী।

আজ রয়্যালের ফুটবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ জুলাই : রয়্যাল অ্যাকাডেমির ১৫তম আরকে মেমোরিয়াল আন্তঃ স্কুল ফুটবল সোমবার শুরু হবে। ফাইনাল ১ অগাস্ট। বিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, ১৬টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। তাদের চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। লিগ পর্যায়ে প্রতিদিন দুপুর ২, ৩ ও ৪টায় খেলা দেওয়া হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে খেলবে এইচবি বিদ্যাপীঠ-দার্জিলিং পাবলিক স্কুল, সিজার স্কুল-নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্টসিয়াল ও লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুল-সেক্রেড হার্ট স্কুল।

বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরার

খেলোয়াড়	ম্যাচ	গোল
কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স)	২১	২২
লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)	৩২	২১
মিরোস্লাভ ক্লোসে (জার্মানি)	২৪	১৬
রোনাল্ডো নাজারিও (ব্রাজিল)	১৯	১৫

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬

গোল্ডেন বুটের দৌড়

খেলোয়াড়	গোল	অ্যাসিস্ট
কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স)	১০	৪
লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)	৮	৪
জুডে বেলিংহাম (ইংল্যান্ড)	৭	১
আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড (নরওয়ে)	৭	০
ওসমানে ডেম্বেলে (ফ্রান্স)	৬	২
হ্যারি কেন (ইংল্যান্ড)	৬	১

প্রিমিয়ার লিগকে টেক্কা দিয়ে লা লিগার জয়জয়কার

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
জয় মণ্ডল

নিউ ইয়র্ক, ১৯ জুলাই : আজ মেটলাইফ স্টেডিয়ামে যখন রেফারি ম্যাচ শুরুর বাঁশি বাজাবেন, তখন সারা বিশ্বের নজর থাকবে লিওনেল মেসি আর লামিনে ইয়ামালের দিকে। ট্রফিটা আর্জেন্টিনার হাতে উঠবে নাকি স্পেনের, তা নিয়ে নিউ জার্সির রাস্তায় এখন সমর্থকদের মধ্যে তর্ক আর উন্মাদনার শেষ নেই। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে গত কয়েকদিন ধরে আমি খুব কাছ থেকে এই স্নায়ুযুদ্ধ দেখছি। কিন্তু সত্যি বলতে কী, একটা লড়াইয়ের ফলাফল ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের যে অদৃশ্য যুদ্ধটা সবসময় চলে, সেখানে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ বা জার্মান বুন্দেশলিগাকে বহু যোজন পিছনে ফেলে আজ আসল চ্যাম্পিয়ন কিন্তু স্পেনের লা লিগা।

পরিসংখ্যানের দিকে একবার চোখ বোলালেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আজকের চূড়ান্ত ম্যাচে লা লিগার মোট ২৪ জন ফুটবলার মাঠে নামছেন। এর মধ্যে স্পেনের ১৭ জন এবং আর্জেন্টিনার ৬ জন। লা লিগা সভাপতি জাভিয়ের তেবাসের মতে, এটা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। স্প্যানিশ ফুটবলের যে সুদৃঢ় পরিকাঠামো বা পিরামিড রয়েছে, এটা তারই অবিসংবাদিত ফসল।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলোর একটা বড় প্রবণতা হল, দেদার টাকা ছড়িয়ে বিশ্বের সেরা তারকাদের কিনে আনা, যার জেরে অনেক ক্লাবকেই বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। কিন্তু লা লিগার আর্থিক নীতির কড়াকড়ির কারণে স্প্যানিশ ক্লাবগুলো চাইলেই যখন-তখন টাকা ওড়াতে পারে না। তাদের বাধ্য হয়ে নিজেদের অ্যাকাডেমির ওপর জোর দিতে হয়। শুধু বার্সেলোনার 'লা মাসিয়া' বা রিয়াল মাদ্রিদের 'লা ফ্যাব্রিকা' নয়, স্পেনের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা অখ্যাত অ্যাকাডেমিগুলোও আজ প্রযুক্তি আর শৃঙ্খলায় মুড়ে প্রতিভা তুলে আনার কারখানায় পরিণত হয়েছে। ১৩ বছর বয়সে আর্জেন্টিনা থেকে আসা মেসিকেও তো এই স্প্যানিশ পরিকাঠামোই সযত্নে লালনপালন করে আজকের ফুটবল ঈশ্বরে পরিণত করেছে।

এই দূরদর্শী নীতির প্রভাব শুধু মাঠের পারফরমেন্সেই আটকে নেই, পরিকাঠামোতেও লা লিগা আজ বিশ্বের কাছে এক আদর্শ মডেল। ২০২১ সালে সিভিসি ক্যাপিটাল পার্টনার্সের সঙ্গে প্রায় আড়াইশো কোটি ডলারের চুক্তির ৭০ শতাংশই স্প্যানিশ ক্লাবগুলো ব্যবহার করেছে উন্নত প্রযুক্তির স্টেডিয়াম আর পরিকাঠামো তৈরিতে। এখন লা লিগার স্টেডিয়ামগুলোর টিকিটিং থেকে শুরু করে এলইডি ডিসপ্লে বা অডিও ভিজুয়াল সিস্টেম- সবই কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা পাওয়া যাবে ২০৩০ সালে, যখন স্পেন, পর্তুগাল আর মরক্কো মিলে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। তেবাস সগর্বে জানিয়েছেন, স্পেনের স্টেডিয়াম সংস্কারের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে এক পয়সাও খরচ করতে হবে না। তাঁর কথায়, 'সরকারকে বলেছি ওই টাকাটা বরং রাস্তার উন্নয়ন, স্কুল আর হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ করুন।'

তবে ফিফা যেভাবে ২০৩০ সালে ৬৪ দলের টুর্নামেন্ট করার পরিকল্পনা করছে, তা নিয়ে ক্ষুব্ধ লা লিগা সভাপতি। তাঁর মতে, এতে ঘরোয়া লিগগুলোর মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ম্যাচ বাড়ার অর্থ হল ঘরোয়া লিগগুলোর সম্প্রচার স্বত্ব, টিকিট বিক্রি এবং স্পনসরশিপের আয় কমে যাওয়া। তেবাসের স্পষ্ট অভিযোগ, ফিফা বা উয়েফার কর্তারা ফুটবল ক্লাব চালানোর বাস্তব সমস্যাগুলো বোঝেন না বলেই এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। সে যাই হোক, আজ নিউ জার্সির সবুজ ঘাসে যে দলের হাতেই সোনার ট্রফিটা উঠুক না কেন, বিশ্ব ফুটবলের আসল রিমোট কন্ট্রোলটা যে সেই লা লিগার হাতেই থেকে গেল, তা নিয়ে ফুটবল পণ্ডিতদের আর কোনও সংশয় নেই।

লা লিগার মুখ লামিনে ইয়ামালকে সামলাতে হিমসিম খেয়েছে আর্জেন্টিনা।

বড় ম্যাচের মহড়ায় তিন গোল বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জুলাই : তারকাসমৃদ্ধ দল নিয়ে শেষবেলায় ঝড় তুলল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। কলকাতা লিগের তৃতীয় ম্যাচে কালীঘাট মিলন সংঘকে ৩-০ গোলে হারাল সবুজ-মেরুন।

গোলের নীচে বিশাল কেইথ। রক্ষণে দীপেন্দু বিশ্বাসের সঙ্গী রাহুল ভেকে, শুভাশিস বসু। মাঝমাঠে অনিরুদ্ধ থাপা, সাহাল আব্দুল সামাদ। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত নামলেন মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসো, অভিষেক সিং টেকচাম। কলকাতা লিগের ম্যাচে এমন দল নামিয়ে বেশ চমকই দিয়েছিল মোহনবাগান। ডুরান্ড কাপ ডার্বির আগে কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসের নির্দেশেই সিনিয়ার দলের ফুটবলারদের লিগে খেলিয়ে দেখে নেওয়া হল। তবুও এদিন গোলের জন্য বাগানকে অপেক্ষা করতে হয় ৭৪ মিনিট পর্যন্ত।

প্রথমার্ধে একের পর এক সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন সুহেল আহমেদ বাট। প্রথম ৪৫ মিনিট সবুজ-মেরুনকে আটকে রাখার জন্য অবশ্য কালীঘাট গোলকিপার রঞ্জন সোরেনেরও প্রশংসা প্রাপ্য। দ্বিতীয়ার্ধে মনবীরকে এনে আক্রমণে তীব্রতা বাড়াতেই চিড় ধরল কালীঘাট রক্ষণে। ৭২ মিনিটে পেনাল্টি আদায় করে নেন মোহনবাগানের সন্দীপ মালিক। ওই স্পটকিক থেকেই গোল করে বাগানকে এগিয়ে দেন মনবীর। ৮২ মিনিটে ৩০ গজেরও বেশি দূর থেকে বঙ্গতনয় তন্ময় ঘোষের দর্শনীয় গোল। পাঁচ মিনিট পর কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে মাথা ছুঁইয়ে তৃতীয় গোলটি করেন দীপেন্দু বিশ্বাস। সাহাল, শুভাশিসদের কাউকেই অবশ্য এদিন পুরোপুরি ম্যাচ ফিট বলে মনে হল না।

চাপের মুখে যখন নিয়ম মাথা নোয়ায়, তখন প্রতিটি ম্যাচের ফলাফল নিয়েই সন্দেহ জাগে। -অ্যালেন বেরসেট

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোর সম্পর্ক নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নানা জল্পনা চলছে।

ফিফার অন্দরে দুর্নীতির ছায়া

তুলোধোনা ইউরোপীয় কাউন্সিলের

নিউ ইয়র্ক, ১৯ জুলাই : ফুটবলের সবুজ গালিচায় যখন শিল্পের উৎসব চলে, তখন তার আড়ালে ক্ষমতার অলিন্দে কি ঘোরে শুধুই নোংরা রাজনীতির খেলা? রবিবার নিউ ইয়র্কের মহারণের আগে ঠিক এই প্রশ্ন তুলেই ফিফাকে কার্যত কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন 'কাউন্সিল অফ ইউরোপ'-এর সেক্রেটারি জেনারেল অ্যালেন বেরসেট। তাঁর কড়া সমালোচনা, বেটিং বা জুয়াড়িদের জন্য সদর দরজা হাট করে খুলে দিয়ে ফুটবলের পবিত্রতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছেন ফিফা কর্তারা।

একটি খোলা চিঠিতে ফিফাকে তুলোধোনা করে বেরসেট আঙুল তুলেছেন 'এডিআই প্রেডিক্টস্ট্রিট'-এর সঙ্গে ফিফার চুক্তির দিকে। তাঁর মতে, ম্যাচের ফলাফলের বদলে এখন প্রতিটি পাস, কর্নার বা কার্ডের ওপর বাজি ধরা হচ্ছে। আর এই প্রবণতা আসলে জালিয়াতির এক খোলা আমন্ত্রণ। এখানেই শেষ নয়, মার্কিন স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ড প্রত্যাহারের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, রাজনৈতিক শক্তির কাছে ফিফা ঠিক কতটা অসহায়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি ফোনেই নিয়ম যেভাবে বদলে গেল, তাতে টুর্নামেন্টের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই সন্দিহান এই শীর্ষকর্তা। বেরসেটের তীক্ষ্ণ কটাক্ষ, 'চাপের মুখে যখন নিয়ম মাথা নোয়ায়, তখন প্রতিটি ম্যাচের ফলাফল নিয়েই সন্দেহ জাগে।'

পাশাপাশি, জনপ্রতিনিধিদের তরফ থেকে খেলোয়াড়দের প্রতি ধেয়ে আসা বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যেরও কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি। ২০১৮ সালে ফিফার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল কাউন্সিল অফ ইউরোপ। সেই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ২০৩০ সালের ইউরোপীয় বিশ্বকাপের আগে ফুটবলের হারানো সততা ফেরাতে অবিলম্বে এক নতুন পরিকাঠামো তৈরির ডাক দিয়েছেন বেরসেট। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ৭২ জন সদস্যও ইতিমধ্যেই ইনফান্তিনোর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা নিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন। ফাইনালের রোশনাই আজ রাতে নিভে গেলেও, ফিফার অস্বস্তি যে এতটুকুও কমছে না, তা বলাই বাহুল্য।

নজরে পরিসংখ্যান

৬৪ বিশ্বকাপে ৬৪ বছর পর কোনও ম্যাচে দুই দল চার বা তার বেশি গোল করল। শেষবার যা হয়েছিল ১৯৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বনাম কলম্বিয়ার ৪-৪ গোলে ড্রয়ের ম্যাচে।

১০ ইংল্যান্ড বনাম ফ্রান্স ম্যাচের সম্মিলিত গোলসংখ্যা। যা বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে সর্বাধিক।

৪৪ এদিনের দশ গোল ৪৪ বছর পর বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচে দুই দলের মিলিত সর্বাধিক গোলসংখ্যা। আগের রেকর্ডটি হয়েছিল ১৯৮২ সালে হাঙ্গেরি-১০ এল সালভাডোর-১ ম্যাচে।

২২ বিশ্বকাপে কিলিয়ান এমবাপের গোলসংখ্যা। যা টুর্নামেন্টে সর্বাধিক। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন লিওনেল মেসি (২১)।

১০ চলতি বিশ্বকাপে মেসিকে (৮) টপকে সর্বাধিক ১০টি গোল করে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে শীর্ষে পৌঁছে গেলেন এমবাপে।

৫৬ এমবাপে প্রথম ফুটবলার যিনি ৫৬ বছর পর বিশ্বকাপের একটি সংস্করণে অন্তত ১০টি গোল করলেন। আগের রেকর্ডটি ছিল ১৯৭০ সালে গার্ড মুলারের।

৭ এবারের বিশ্বকাপে মাইকেল ওলিসের অ্যাসিস্টের সংখ্যা। যা টুর্নামেন্টে একটি সংস্করণে সর্বাধিক। ১৯৭০ সালের পেলের (৬টি অ্যাসিস্ট) নজির ভাঙলেন ওলিসে।

৪ বুকায়ো সাকা ইংল্যান্ডের চতুর্থ প্লেয়ার যিনি বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করলেন।

৭ এবারের বিশ্বকাপে জুডে বেলিংহামের গোলসংখ্যা। যা ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের মধ্যে এক আসরে সর্বাধিক। টপকে গেলেন গ্যারি লিনেকারকে (১৯৮৬, ৬টি গোল)।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংযোজিত সময়ে ইংল্যান্ডের জয় নিশ্চিত করে জুডে বেলিংহাম।

দশ গোলের অবিশ্বাস্য থ্রিলার

ফ্রান্সকে হারিয়ে ৪৪ বছরের

রেকর্ড ভাঙল ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড-৬ (সাকা-হ্যাটট্রিক, রাইস, কোনসা, বেলিংহাম)
ফ্রান্স-৪ (এমবাপে-২, বারকোলা, ডেম্বেলে)

মায়ামি, ১৯ জুলাই : তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ মানেই যেন এক অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা, এক নিয়মরক্ষার ম্যাড়ম্যাড়ে লড়াই। ম্যাচের আগে দুই দলের কোচও ঠিক এমনটাই বলেছিলেন। কিন্তু মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে শনিবার দুপুরে যা ঘটল, তা ফুটবল ইতিহাসের পাতায় নিশ্চিতভাবেই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ফাইনালের টিকিট হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ আর হতাশা যেন দুই দল মেটাল মুহুর্মুহু আক্রমণের ঢেউ তুলে, সব রাগ যেন গিয়ে পড়ল প্রতিপক্ষের গোলপোস্টে! প্রথমার্ধের ইংরেজদের একপেশে দাপট আর বিরতির পর ফরাসিদের অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনের এই রোলারকোস্টার ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সকে ৬-৪ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপের ব্রোঞ্জ পদক জিতে নিল ইংল্যান্ড। ১৯৬৬ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর, এটাই ফুটবলের সর্বোচ্চ মঞ্চে থ্রি লায়ন্সদের সেরা সাফল্য।

মায়ামির ঘাসে এদিন রীতিমতো গোলের বৃষ্টি হল। দশ গোলের এই শ্বাসরুদ্ধকর থ্রিলার ভেঙে দিল একাধিক ঐতিহাসিক রেকর্ড। ম্যাচে জোড়া গোল করে কিলিয়ান এমবাপে বিশ্বকাপে নিজের মোট গোলসংখ্যা নিয়ে গেলেন ২২-এ। টপকে গেলেন লিওনেল মেসির ২১ গোলের রেকর্ড। যদিও স্পেনের বিরুদ্ধে ফাইনালে মেসির সামনে সুযোগ থাকছে এই রেকর্ড পুনরুদ্ধারের। গোল্ডেন বুটের দৌড়েও আপাতত ১০ গোল নিয়ে সবার ওপরে ফরাসি স্ট্রাইকার। ১৯৭০ সালে গার্ড মুলারের পর এমবাপেই প্রথম খেলোয়াড়, যিনি এক বিশ্বকাপে দশটি গোল করার অভাবনীয় নজির গড়লেন। ৪৪ বছর পর বিশ্বকাপে কোনও ম্যাচে এতগুলো গোল হল। সর্বশেষ ১৯৮২ সালে এল সালভাডোরকে ১০-১ গোলে হারিয়েছিল হাঙ্গেরি। এছাড়া, তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে এটিই সর্বাধিক গোলের রেকর্ড। ৬৪ বছর পর বিশ্বকাপে দুই দলই এক ম্যাচে অন্তত চারটি করে গোল করল। জিওফ হার্স্ট, গ্যারি লিনেকার এবং হ্যারি কেনের পর চতুর্থ ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিকের কীর্তি গড়লেন বুকায়ো সাকা। জুডে বেলিংহাম টুর্নামেন্টে তাঁর সপ্তম গোলটি করে লিনেকারকে টপকে এক বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বাধিক গোলদাতা হলেন। অন্যদিকে ফরাসি তারকা মাইকেল ওলিসে মোট সাতটি অ্যাসিস্ট করে ভেঙে দিলেন ১৯৭০ সালের পেলের নজির।

খেলার শুরু থেকেই ফরাসি রক্ষণকে ফালাফালা করে দেয় ইংল্যান্ড। প্রথমার্ধেই ডেকলান রাইস, এজরি কোনসা এবং সাকার জোড়া গোলে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় টমাস টুচেলের দল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে যেন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে ফ্রান্স। ৪৮ এবং ৬৬ মিনিটে এমবাপের নিখুঁত ফিনিশ এবং ব্রাডলি বারকোলার গোলে ব্যবধান কমিয়ে তারা ম্যাচ জমিয়ে তোলে। তবে ৮৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করার পাশাপাশি দলের জয় নিশ্চিত করেন সাকা। ইনজুরি টাইমে ওসমানে ডেম্বেলের একটি গোল এবং একেবারে শেষ মুহূর্তে জুডে বেলিংহামের অনবদ্য গোলটি স্কোরলাইনকে ৬-৪ করে দেয়।

সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে হারের দিন বেঞ্চে বসে থাকতে হয়েছিল সাকাকে। হ্যাটট্রিক করার পর কোচের সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ উগরে দেন এই আর্সেনাল তারকা। সাকা বলেছেন, 'বিশ্বকাপে আরও বেশি সময় খেলতে পারলে খুশি হতাম। মাঠে নেমেই নিজের কাজটা করতে চাই। আমি সম্পূর্ণ ফিট ছিলাম।' এই মন্তব্য কোচ টুচেলের রণনীতি নিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে, এই ম্যাচ দিয়েই ফরাসি ফুটবলে ১৪ বছরের বর্ণময় অধ্যায়ের ইতি টানলেন কোচ দিদিয়ের দেশঁ। বিদায়বেলায় গ্যালারির দিকে হাত নেড়ে যখন তিনি মাঠ ছাড়ছিলেন, তখন তাঁর চোখেমুখে হয়তো ছিল একটা জয় দিয়ে শেষ করতে না পারার বিষণ্ণতা।

হ্যাটট্রিক করে ইংল্যান্ডের বুকায়ো সাকা।

রেকর্ড আয়ের জোয়ারে নিশ্চিন্ত ইনফ্যান্তিনো

নোভাক জকোভিচের ডকুমেন্টরি প্রকাশের অনুষ্ঠানে একসঙ্গে কাফু, মার্কো মাতেরাজ্জি, জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো ও রবার্তো কার্লোসরা।

পনেরো বিলিয়নের চূড়ায় ফিফা

নিউ ইয়র্ক, ১৯ জুলাই : মাঠের লড়াইয়ে বল গড়ানোর পাশাপাশি ফিফার কোষাগারে যে এমন টাকার পাহাড় জমবে, তা হয়তো খোদ কর্তারাও আঁচ করতে পারেননি। উত্তর আমেরিকার তিন দেশে আয়োজিত এবারের বিশ্বকাপ থেকে ফিফার আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে রেকর্ড ১৫ বিলিয়ন বা দেড় হাজার কোটি ডলার। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে আয়ের এই লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১ বিলিয়ন ডলার। শনিবার জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো নিজেই সদস্য দেশগুলোকে এই বিপুল আয়ের কথা জানিয়েছেন। আর এই আর্থিক জোয়ারেই যেন ধুয়েমুছে যাচ্ছে টুর্নামেন্ট ঘিরে জমে থাকা যাবতীয় বিতর্কের কালো মেঘ।

মূলত হসপিটালিটি এবং টিকিটের আকাশছোঁয়া চাহিদাই ফিফার এই অভাবনীয় লক্ষ্মীলাভের প্রধান কারণ। কালোবাজারি রুখতে ফিফার নিজস্ব প্ল্যাটফর্মে সেকেন্ডারি মার্কেটে টিকিট বিক্রির যে ব্যবস্থা ছিল, সেখান থেকে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকেই পনেরো শতাংশ করে লভ্যাংশ ঘরে তুলেছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। রবিবার নিউ জার্সিতে স্পেন বনাম আর্জেন্টিনার হাই ভোল্টেজ ফাইনালের ভিআইপি লাউঞ্জের একটি টিকিটের দাম ছুঁয়েছে মাথাপিছু প্রায় সাড়ে ৩৪ হাজার ডলার। আয়ের এই বিশাল অংশের ভাগ সদস্য দেশগুলোর কোষাগারেও যে ঢুকবে, তা বলাই বাহুল্য। আর ঠিক এই জায়গাতেই নিজের অবস্থান আরও মজবুত করে ফেলেছেন ইনফ্যান্তিনো। মার্কিন স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ড প্রত্যাহার নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপের কাছে ফিফার মাথা নত করা নিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছিল। কিন্তু বিপুল আর্থিক লাভের হাতছানিতে সেই ক্ষোভের আগুন এখন অনেকটাই স্তিমিত। আগামী মার্চে ফিফা সভাপতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইনফ্যান্তিনোর জয় যে স্রেফ সময়ের অপেক্ষা, তা দুশোর বেশি দেশের আগাম সমর্থনেই পরিষ্কার।

এই বিপুল ব্যবসায়িক সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইছে ভবিষ্যতে একাই বিশ্বকাপের আসর বসাতে। ২০৩৮ সালের বিশ্বকাপের আয়োজক হওয়ার দৌড়ে তারা যে প্রবলভাবে ঝাঁপাবে, তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন ট্রাম্প। শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে তিনি দম্ভভরে জানিয়েছেন, আগামী দিনে আমেরিকা একাই এই আসর বসাতে চায়, সেখানে মেক্সিকো বা কানাডার কোনও জায়গা থাকবে না। পাশাপাশি ২০২৯ সালের ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজনের বিষয়েও ফিফার সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা সেরে রেখেছে তারা। সব মিলিয়ে এবারের বিশ্বকাপ কেবল ফুটবলের নয়, বরং রাজনীতি আর বাণিজ্যের এক নিখুঁত মিশেল হয়েই ইতিহাসের পাতায় থেকে যাবে।

- এবারের বিশ্বকাপ থেকে ফিফার আয়ের পরিমাণ ১৫ বিলিয়ন ডলার।
- টুর্নামেন্ট শুরুর আগে আয়ের এই লক্ষ্যমাত্রা ১১ বিলিয়ন ডলার ছিল।
- ফাইনালের ভিআইপি লাউঞ্জের একটি টিকিটের দাম প্রায় সাড়ে ৩৪ হাজার ডলার।
- ফিফা নিজস্ব প্ল্যাটফর্মে সেকেন্ডারি মার্কেটে টিকিট বিক্রি করে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকেই ১৫ শতাংশ করে লভ্যাংশ ঘরে তুলেছে।

হাফ টাইমেই জার্সি বদল এমবাপের

প্রথমার্ধের খেলা শেষে ফ্রান্স যখন ইংল্যান্ডের কাছে ৪-০ গোলে পিছিয়ে, তখনই টানেলে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে বসলেন কিলিয়ান এমবাপে! প্রথমার্ধের বাঁশি বাজতেই ইংল্যান্ডের ডেকলান রাইসের সঙ্গে জার্সি বদল করে বসেন ফরাসি অধিনায়ক। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামার সময় প্যারিস সাঁ জাঁ-র প্রাক্তন কোচ টমাস টুচেলের সঙ্গে হাসিমুখে গল্প করতেও দেখা যায় তাঁকে। দলের এমন বিপর্যয়ের মাঝে এমবাপের এই খোশমেজাজ দেখে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ফুটবল বোদ্ধা ও ফ্যানরা। প্রাক্তনী ওয়েন হারগ্রিভস একে 'অত্যন্ত অদ্ভুত' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে এই জার্সি বদলই যেন এমবাপেকে তাতিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে নেমেই তিনি জোড়া গোল করে টুর্নামেন্টে লিওনেল মেসির চেয়ে এগিয়ে যান। যদিও শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি ফ্রান্স ৬-৪ ব্যবধানে হেরে বসে।

জিজুর আগমনের জল্পনা, দেশঁর বিদায়

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় স্থানের ম্যাচের আগেই ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁকে একটি আবেগঘন বিদায়ি বার্তা দিলেন অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। ১৪ বছর ধরে ফ্রান্স দলের কোচের দায়িত্বে থাকা দেশঁ আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে এই বিশ্বকাপের পর তিনি সরে দাঁড়াবেন, যেখানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন জিনেদিন জিদান। এমবাপে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'আজ আপনার শেষ ম্যাচ। আমরা আপনাকে আরও ভালো কোনও বিদায় উপহার দিতে পারলাম না, আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তবে ইতিহাস আপনাকে মনে রাখবে।' খেলোয়াড় ও কোচ-উভয় হিসেবেই বিশ্বকাপ জেতা ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই কিংবদন্তিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এমবাপে।

স্টিলের জন্য ব্রোঞ্জ পদক

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গোলবন্যার ম্যাচে ৬-৪ ব্যবধানে জিতে বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ পদক ঘরে তুলেছে ইংল্যান্ড। তবে ম্যাচ শেষে পোডিয়ামে মেডেল নেওয়ার সময় এক আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী থাকল ফুটবল বিশ্ব। পুরো টুর্নামেন্টে রিজার্ভ গোলকিপার হিসেবে দলের সঙ্গে থাকা ৩৫ বছরের জেসন স্টিলকে মেডেল নেওয়ার জন্য পোডিয়ামে ডেকে নেন জুড বেলিংহাম, মরগ্যান রজার্সরা। চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা জর্ডন হেন্ডারসনের হাত থেকে মেডেল নেন ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের এই ফুটবলার। ইংল্যান্ড স্কোয়াডের এই চমৎকার ও সহমর্মিতাপূর্ণ আচরণ দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফ্যানরা চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। ফ্যানদের একাংশ তো রসিকতা করে লিখেছেন, 'বিশ্বকাপ মেডেলের সংখ্যা- জেসন স্টিল : ১, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো : ০!'

চেনা উইকএন্ড ভুলে ফুটবলের নেশায়

মাতোয়ারা আমেরিকা

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ ইয়র্ক, ১৯ জুলাই : গত এক মাস ধরে আমেরিকার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছি। কিন্তু শনিবার রাত থেকে নিউ ইয়র্কের যে রূপ দেখছি, তা নিশ্চিতভাবে এখানকার স্থানীয় মানুষরাও আগে কখনও দেখেননি। আমেরিকার উইকএন্ড মানেই সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা ছবি। কেউ বাড়িতে বারবিকিউ পার্টির আয়োজন করেন, কেউ বন্ধুবান্ধব নিয়ে সমুদ্রসৈকতে বেরিয়ে পড়েন, অথবা লং ড্রাইভে বাফেলো, লাস ভেগাস বা নায়াগ্রার দিকে পাড়ি দেন। কিন্তু এবারের সপ্তাহান্তের ছবিটা একেবারে আলাদা। শনিবার বিকেল গড়াতেই যেন গোটা নিউ ইয়র্ক শহরটা একটা আস্ত ফুটবল পার্টিতে বদলে গেল। প্রাণকেন্দ্র টাইমস স্কোয়ার এখন পুরোপুরি আর্জেন্টিনার সমর্থকদের দখলে।

এমনিতে ছুটির দিনে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি বা ম্যানহাটনে পর্যটকদের ভিড় থাকে ঠিকই, কিন্তু এমন বাঁধভাঙা পাগলামি আমেরিকা আগে দেখেনি। গগনচুম্বী বহুতল আর নিয়ন আলোর নীচে এখন শুধুই নীল-সাদা জার্সির ঢেউ। ২০১৮ সালে রাশিয়ার রেড স্কোয়ার কিংবা ২০২২ সালে কাতারের সুক ওয়াকিফ বা লুসাইল বুলেভার্ডে ঠিক যে উন্মাদনা দেখেছি, এবার টাইমস স্কোয়ার যেন সেইসব স্মৃতিকে একসঙ্গে ফিরিয়ে আনল। তফাত একটাই, মস্কোয় আর্জেন্টাইনদের ভিড় টুর্নামেন্টের মাঝপথেই উধাও হয়ে গিয়েছিল, আর এখানে তারা শেষ দিন পর্যন্ত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। স্প্যানিশ সমর্থকরাও এসেছেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের এই দাপুটে বিচরণ আর গগনভেদী স্লোগান শুনে সম্ভবত তাঁরা নিজেদের একটু আড়ালেই রেখেছেন। আর্জেন্টিনার প্রতিটি মানুষ যেভাবে অহংকার নিয়ে সর্বক্ষণ নিজেদের দেশের জার্সি গায়ে চাপিয়ে ঘুরছেন, তা সত্যিই অভাবনীয়। এই লাতিন উৎসবের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছেন প্রচুর এশীয় নাগরিকও। চিনাদের পাশাপাশি ভারতীয়দের সংখ্যাও চোখে পড়ার মতো। ভিড়ের মধ্যেই একঝলক দেখা হয়ে গেল মোহনবাগান ক্লাবের কর্মসমিতির সদস্য অনুপম সাহুর সঙ্গে।

খেলা দেখার এই উন্মাদনা শুধু রাস্তায় নয়, সমানতালে ছড়িয়ে পড়েছে অন্দরমহলেও। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকার যেমন জেলায় জেলায় বড় পর্দায় খেলা দেখার ব্যবস্থা করেছে, ঠিক সেই কায়দাতেই এখানকার প্রবাসী বাঙালি বা বাংলাদেশিদের বিভিন্ন কমিউনিটি হলগুলোতে আজ ওয়াচ পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। কবজি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া আর একসঙ্গে বসে ফুটবল- সব মিলিয়ে এক এলাহি ব্যাপার। অন্যান্য দেশের প্রবাসীদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ছবি চোখে পড়ছে।

আজ রবিবার সাতসকাল থেকেই নিউ ইয়র্কের রাস্তায় প্রবল যানজট। ম্যানহাটন থেকে নিউ জার্সির ট্রানজিট ট্রেনের ভাড়া একলাফে ৯৮ ডলারে পৌঁছে যাওয়ায় বেশিরভাগ মানুষই গাড়ির ওপর নির্ভরশীল, ফলে ট্রাফিক পরিস্থিতি কার্যত হাতের বাইরে। আমাদের মিডিয়া বাসও যানজট এড়িয়ে কয়েকবার এদিক-ওদিক চক্কর কেটে লিঙ্কন টানেল ধরার একটু ফাঁকা রাস্তা খুঁজে পেল।

দুপুর ২.৩০ মিনিট নাগাদ স্টেডিয়ামে ঢোকেন ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রথমে হেলিকপ্টারে করে নামার পর বিশাল গাড়ির কনভয় তাঁকে নিয়ে আসে স্টেডিয়ামের ভিতরে। দেখা গেল নিরাপত্তার কড়াকড়ি থাকলেও বাড়াবাড়ি নেই। আগেই ফিফা জানিয়েছিল, জয়ী দলকে কাপ দেবেন ট্রাম্প। তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে এই ফাইনালকে ‘ন্যাশনাল স্পেশাল সিকিউরিটি ইভেন্ট’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আকাশে টহল দিচ্ছে পুলিশের চপার, আর নীচে ৮২,৫০০ দর্শকের প্রত্যেককে বিমানবন্দর স্টাইলের কড়া তল্লাশি ও ব্যাগ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে মাঠে ঢুকতে হচ্ছে। খোদ ইউএস সিক্রেট সার্ভিস এই তল্লাশির দায়িত্বে।

সকাল আটটা থেকে মিডিয়া এবং কর্মীদের লাইনেও হাজার দশেক মানুষের ভিড়! অথচ ঢোকার গেট একটাই, আর অ্যাক্রেডিটেশন স্ক্যান করার কর্মী মাত্র দুইজন! এই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার জাঁতাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম জার্মানির হবু কোচ জুরগেন ক্লপকেও। সিক্রেট সার্ভিসের এক কর্তা তো হেসেই জানালেন, কিক অফের আগে এত দর্শক মাঠে ঢুকতে পারবেন কি না, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ৩৪,৫০০ ডলারে ব্ল্যাকে টিকিট কেটেও এই চরম ভোগান্তি, তবু দর্শকদের উন্মাদনায় ভাটা নেই।

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

ফাইনালে হাফ টাইম শোয়ে ম্যাডোনার সঙ্গে দুই ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনাল্ডিনহো ও রোনাল্ডো নাজারিও।

বিশ্বকাপে সম্ভবত শেষ ম্যাচে হেরে চোখের জল মুছলেন লিওনেল মেসি।

স্প্যানিশ রেনেসাঁ

প্রথম পাতার পর

ভাসানো বল ধরে নিকো উইলিয়ামস হেডে তা বক্সে নামিয়ে দেন। সেখান থেকে জোরালো শটে বল জালে জড়িয়ে স্পেনকে কাঙ্ক্ষিত লিড এনে দেন ফেরান তোরেস।

পিছিয়ে পড়ার পর দশজনের আর্জেন্টিনাই যেন হঠাৎ মরণকামড় দেয়। গোটা নব্বই মিনিটে তারা যা ফুটবল খেলেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে ম্যাচের শেষ পাঁচ-দশ মিনিটে। অতিরিক্ত সময়ের ইনজুরি টাইমের দ্বিতীয় মিনিটে (১২২ মিনিট) সমতা ফেরানোর এক সুবর্ণ সুযোগও এসে গিয়েছিল। বক্সের ঠিক মাঝখানে, মাত্র ১০ গজ দূর থেকে একেবারে ফাঁকায় বল পেয়ে যান গিউলিয়ানো সিমিওনে। লিওনেল স্কালোনি হয়তো ডাগআউটে বসে ঠিক এই একটা হাফ চান্সেরই প্রার্থনা করছিলেন। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে শরীর পেছনের দিকে হেলিয়ে শট নেওয়ায় বল বারের অনেক ওপর দিয়ে উড়ে যায়। আর্জেন্টিনার আর ম্যাচে ফেরা হয়নি।

এই ফাইনাল অনেকগুলো নতুন রেকর্ডের জন্ম দিল। স্পেনই প্রথম দেশ, যারা একইসঙ্গে পুরুষ ও মহিলাদের বিশ্বকাপ খেতাব নিজেদের দখলে রাখল। ফাবিয়ান রুইজ তাঁর ৫০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেললেন, যার একটিতেও স্পেন হারেনি। আর মাত্র ১৯ বছর বয়সে বিশ্বকাপ জিতে লামিনে ইয়ামাল প্রমাণ করলেন, বিশ্ব ফুটবলের সিংহাসনটা আজ মেসি তাঁর হাতেই সঁপে দিয়ে গেলেন।

সত্যি বলতে কী, আজ স্প্যানিশ পাসিংয়ের সামনে পুরোটাই আত্মসমর্পণ করেছিল আর্জেন্টিনা। এত কিছুর পর এই ম্যাচ যদি কোনওভাবে টাইব্রেকারে গড়াত এবং ডিবু মার্টিনেজের অতিমানবিক দক্ষতায় আর্জেন্টিনা জিতে যেত, তাহলে বোধহয় ফুটবল খেলাটাই হেরে যেত! কারণ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো কোনও ফুটবলই আজ তারা খেলেনি। যোগ্যতম দল হিসেবেই ট্রফি উঠল স্পেনের হাতে। ৫০ মিলিয়ন ডলারের বিশাল পুরস্কার আর বিশ্বকাপ নিয়ে টানা ৩৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকা স্পেন আজ বুঝিয়ে দিল, দলগত ফুটবলই শেষপর্যন্ত আসল কথা বলে।

সেরা উদীয়মান ফুটবলার : পাউ কুবারসি (স্পেন)
গোল্ডেন গ্লাভস : উনাই সিমোন (স্পেন)
গোল্ডেন বল : রড্রি (স্পেন)

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন রায়গঞ্জ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, রায়গঞ্জ - এর একজন বাসিন্দা বাপিন হালদার - কে 31.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97J 46286 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একসময় কোটিপতি হওয়া অসম্ভব মনে হলেও ডিয়ার লটারির মাধ্যমে তা এখন সম্ভব হচ্ছে। ডিয়ার লটারির মাধ্যমে তৈরি হওয়া বহু কোটিপতি এখন একটি আদর্শ নমুনা হিসেবে দাঁড়িয়েছেন এবং এটি প্রত্যেককে ডিয়ার লটারির টিকিট কিনতে উৎসাহিত করে। এই নতুন অধ্যায়ের অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সংস্কৃতি মন্ত্রক
ভারত সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভারত সরকারের
জ্ঞান ভারতম মিশন
-এর মাধ্যমে

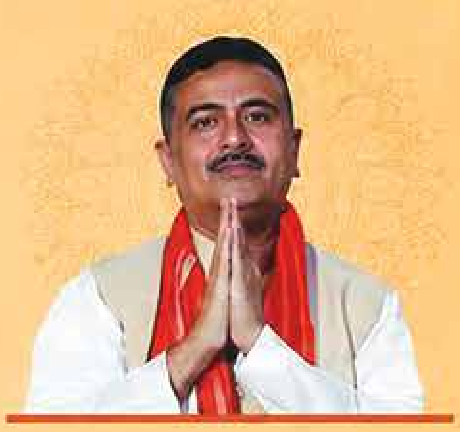

সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা বহু শতাব্দী প্রাচীন পুঁথি, হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিকে আধুনিক উপায়ে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রাচীন পুঁথি, হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি প্রভৃতিকে যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ করে 'জ্ঞান ভারতম মিশন'-এর পোর্টালে আপলোড করা হবে। সরকারি / বেসরকারি সংস্থা অথবা কোনো ব্যক্তির সংগ্রহে এমন প্রাচীন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি থাকলে নিম্নলিখিত সরকারি দপ্তরগুলিতে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানাই।

* জেলাশাসকের অফিস
* স্থানীয় বিডিও অফিস
* জেলা / মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের অফিস

কলকাতায় যোগাযোগ করুন - প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার
৩৩ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, ৫'ম তল, কলকাতা - ৭০০১২

ICA-D1065(6)/2026

দূরভাষ - ০৩৩ ২২১১ ৬৬৩৫(৩৬), চলভাষ - +৯১ ৯৪৩৩১৮৮০৯৬, +৯১ ৯৮৭৪৮৮৭৫৬১ I বৈদ্যুতিক ডাক - archaeologyicawb@gmail.com, dam_wb@yahoo.com